

# পথ ও পাথেয়

নির্বাচিত কুরআন হাদীস

এস. এম. রুহুল আমীন

নির্বাচিত কুরআন-হাদীস  
পথ ও পাথেয়

রচনা ও সম্পাদনায়

এস.এম. রুহুল আমীন

বি.এ. (অনার্স), বি.এড, এম.এম, এম.এ (ফার্স্ট ক্লাস)  
প্রাক্তন প্রভাষক, দক্ষিণবঙ্গ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, পটুয়াখালী



বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ  
চট্টগ্রাম-ঢাকা।

পথ ও পাথেয়  
এস.এম. রুহুল আমীন

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন, পরিচালক (প্রকাশনা)  
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ  
প্রধান কার্যালয় : নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০  
ফোন- ৬৩৭৫২৩ মোবাইল- ০১৭১১৮১৬০০২  
মতিঝিল কার্যালয় : ১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০  
পিএবিএক্স: ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪  
মোবাইল- ০১৭১১৮১৬০০১

প্রকাশকাল

২য় সংস্করণ : একুশে বইমেলা ২০১৪  
১ম প্রকাশ: অক্টোবর ১৯৯৯

মুদ্রণে

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ  
১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০  
পিএবিএক্স: ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

কম্পোজ : দারুল ইবতিকার, ১০৫ ফকিরাপুল, ঢাকা।

প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড,  
চট্টগ্রাম-৪০০০। ১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০। ১৫০-১৫২ গভ. নিউমার্কেট  
আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫। ৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা) বাংলাবাজার-১১০০

**Path O Patheo** : Written by S.M Ruhul Amin. Published by: S.M  
Raisuddin, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book  
Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. Price: Tk.250.00  
SS\$ : 12, ISBN. 984-70241-0065-8

## লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান রাক্বুল ‘আলামীনের, যার নিয়ন্ত্রণে আমাদের জীবন মৃত্যুর বাগডোর। অসংখ্য সালাত ও সালাম প্রিয় নবী (সা) ও তাঁর বংশধর এবং সাহাবায়ে আজমায়ীনের প্রতি। সর্বোচ্চ মর্যাদা কামনা করছি ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর কুরআন পাগল শুহাদায়ে কিরামদের পবিত্র আত্মার।

অবশেষে বিষয় ভিত্তিক কুরআন হাদীস “পথ ও পাথের” বইটি বর্ধিত কলেবরে যুগের নকিব, ইসলামী জীবন বিধান পালনে আগ্রহী এবং যারা কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে নিজেকে গঠন করতে চায়, সেসব নিবেদিত পাঠকদের ব্যাপক চাহিদার কারণে সময়ের প্রয়োজনে মুদ্রিত হলো।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ও কালজয়ী শ্বাসত আদর্শের নাম। এর ব্যাপ্তি বিস্তৃত মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগে, আর সে সমস্ত দিক ও বিভাগগুলো ছড়িয়ে রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস বিশাল সমুদ্র সমেত পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে। বাংলা ভাষাভাষী কিন্তু কুরআন-সুন্নাহ জানতে আগ্রহী ও জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে সহজেই একটি বিষয় জেনে নিতে বেগ পেতে হয় সীমাহীন। এ সব দিক বিবেচনা করেই এ কঠিন পথে অগ্রসর হয়েছি। ইসলামী জীবন বিধান পালনে আগ্রহী পাঠকদের যদি সামান্যতম উপকারে আসে এবং আল্লাহর কবুলিয়াতের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি যদি সুনিশ্চিত হয়, তাহলেই শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

সর্বোপরি যারা আমাকে উৎসাহ যুগিয়ে বিশেষ করে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো চির কৃতজ্ঞতা ও আল্লাহর কাছে উত্তম জাযার বিনীত প্রার্থনা। দয়ালু আল্লাহ প্রত্যেককে দান করুন সর্বোত্তম প্রতিদান।

মানবিক দুর্বলতা ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে জানানোর সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখছি বোদ্ধামহলের সমীপে। আবারও আল্লাহর দরবারে ধর্না দিচ্ছি, তিনি যেন তাঁর সন্তুষ্টির নিমিত্তে আমাদের সকল কর্মতৎপরতা কবুল করে নেন। আমীন।

মা’আসসালাম  
এস.এম. রুহুল আমীন

## প্রকাশকের কথা

আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। আসসালাতু ওয়াস সালামু আ'লা সায্যিদিল মুরসালীন। ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমায়ীন।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ বাংলাদেশের একটি ব্যতিক্রম ধর্মী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকাশনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখছে বিরামহীন ভাবে। তারই ধারাবাহিকতায় সুপরিচিত ইসলামী ভাবধারার লেখক জনাব এস.এম. রুহুল আমীন কর্তৃক রচিত ও সম্পাদিত নির্বাচিত কুরআন-হাদীস 'পথ ও পাথেয়' বইটি ইসলামী জীবন বিধান পালনে ও কুরআন সুন্নাহ অনুসরণে আত্মহী জনগোষ্ঠীর বিপুল চাহিদার দিকে লক্ষ্য করে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করি। কারণ বইটি শুধুমাত্র নির্বাচিত কুরআন হাদীস নয়। কুরআন সুন্নাহ জানতে সহজ সরল একটি ব্যতিক্রমধর্মী রচনা।

আশা করি বইটি ওহীর ইলমী পিপাসায় পিপাসার্ত মানুষের তৃষ্ণা মিটাতে এবং বইটির নামকরণের স্বার্থকতার পরিচয় রাখতে সক্ষম হবে, বইটি পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করবে আগের চেয়েও বেশী। মহান আল্লাহ আমাদের প্রকাশনার উদ্দেশ্য কবুল করুন। করুন দুনিয়া ও আখিরাতের নাজাতের উসিলা। আমীন।



(এস. এম. রইসউদ্দিন)

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

## সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
উল্লেখ কুরআন	২৯
ইলমুত তাজবীদ	৩২
উল্লেখ-হাদীস	৩৪

### ইসলামের পাঁচ রুকন

ক. ঈমান বা বিশ্বাস	৩৮
কুরআন	
যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হবে	৩৮
বিশ্বাসীদের কাজ নামায কায়ম ও আল্লাহর পথে ব্যয় করা	৩৮
সৎকর্মশীল ঈমানদারগণ থাকবে নির্ভীক	৩৮
বেঈমানদের কাজ-কর্ম খুবই চিত্তাকর্ষক	৩৯
হাদীস	
ঈমানের পরিচয়	৩৯
প্রকৃত ঈমানদার কারা	৩৯
মু'মিনরা ভাল কাজে আনন্দ আর মন্দ কাজে অনুতপ্ত হয়	৪০
মু'মিনরা দ্বীনের অধীন জীবন-যাপন করবে	৪০
খ. সালাত বা নামায	৪০
কুরআন	
নামায পাপের বিরুদ্ধে ঢাল স্বরূপ	৪০
গাফেল নামাযীর জন্য দুঃসংবাদ	৪১
আল্লাহর প্রিয়ভাজন লোকেরা পরিবারেও নামায কায়ম করে	৪১
নামাজ কায়মকারী লোকদের বন্ধু আল্লাহ	৪১
সময়মত সালাত আদায় ফরয	৪১
পরিবারের সদস্যদেরকে নামাযের নির্দেশ দিতে হবে	৪১
নিজেকে ও বংশধরকে নামায প্রতিষ্ঠার জন্য দু'আ করতে হবে	৪২
হাদীস	
সকল ইবাদতের মূল হলো নামায	৪২
জামা'য়াতে নামাযের গুরুত্ব	৪২
ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম হচ্ছে নামায	৪৩
সঠিক সময়ে নামায পড়া সবচেয়ে ভাল কাজ	৪৩
পাঁচবার গোসলে যেমন শরীর ময়লামুক্ত হয়, তেমনি পাঁচ ওয়াক্ত	
নামায গুনাহমুক্ত করে	৪৩

গ. সাওম বা রোযা	৪৪
<b>কুরআন</b>	
রোযার উদ্দেশ্য খোদাভীরু লোক তৈরী	৪৪
রমযান হিদায়াত গ্রন্থ কুরআন নাযিলের মাস	৪৪
রোযা পূর্ণ করতে হবে রাত পর্যন্ত	৪৫
রোগী ও মুসাফিরগণ পরে রোযা পূর্ণ করবে	৪৫
<b>হাদীস</b>	
রোযার উদ্দেশ্য মিথ্যা পরিত্যাগ করানো	৪৫
পাপমুক্ত খাঁটি বানানো রোযার উদ্দেশ্য	৪৫
রমযানে শয়তান থাকে শৃংখলিত	৪৬
রোযা অবস্থায় ভুলে কিছু খেলেও রোযা পূর্ণ করতে হবে	৪৬
<b>ঘ. যাকাত</b>	৪৬
<b>কুরআন</b>	
যাকাত আদায়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও সম্পদের বৃদ্ধি হয়	৪৭
ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের ৪টি কাজের অন্যতম কাজ যাকাত আদায় করা	৪৭
যাকাতের হকদার আট শ্রেণীর লোক	৪৭
যাকাত প্রদানকারীরা হলো দীনি ভাই	৪৮
যাকাত দানে সম্পদ ও আত্মা পবিত্র হয়	৪৮
যাকাত দানের মাধ্যমে বঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়	৪৮
<b>হাদীস</b>	
যাকাত না দিলে সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়	৪৮
জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম আমল হলো যাকাত আদায়	৪৮
বাই'য়াত যাকাত আদায়ের জন্য	৪৯
যাকাত অনাদায়ী সম্পদ সাপ হয়ে দংশন করবে	৪৯
<b>ঙ. হজ্জ</b>	৪৯
<b>কুরআন</b>	
সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা কুফরীর সমান	৫০
হজ্জের সময় নিষিদ্ধ কাজ সমূহ	৫০
সাফা-মারওয়া সা'য়ী করায় রয়েছে প্রতিদান	৫০
হজ্জ-ওমরাহ আদায় আল্লাহর নির্দেশ	৫০
<b>হাদীস</b>	
হজ্জ আদায় নিষ্পাপ হওয়ার মাধ্যম	৫১
হজ্জ সর্বোত্তম কাজের অন্যতম	৫১
হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে সাথে হজ্জ করা ফরয	৫১

হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে সাথেই আদায় করতে হবে	৫২
নারী ও অসহায় দুর্বলদের জিহাদ হলো হজ্জ করা	৫২
হাজীগণও মুজাহিদের মত আল্লাহর মেহমান	৫২

### মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

#### কুরআন

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য মনিবের গোলামী করা	৫৩
সকল কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু আল্লাহ	৫৩
সবকিছুর মালিক আল্লাহ	৫৩
সত্যের সাক্ষ্যই মানুষের কাজ	৫৩
সফলতার পূর্ব শর্ত আল্লাহর পথে চেষ্টা	৫৪
ঈমানের দাবি আল্লাহর ভালবাসা	৫৪

#### হাদীস

যা ঈমানের পরিপূর্ণতা আনে	৫৪
মু'মিনের পরিচয় সবচেয়ে বেশি আল্লাহর রাসূলের ভাল বাসা	৫৪
আল্লাহর দাসত্বই জান্নাতের ঠিকানা	৫৫
সকল তৎপরতা আল্লাহরই জন্য নিবেদিত	৫৫
ভালবাসা ও শক্রতা হবে আল্লাহর সন্তোষের জন্য	৫৫

### আল্লাহর পথে ডাকা বা দাওয়াত ইলাল্লাহ

#### কুরআন

আল্লাহর পথে ডাকার পদ্ধতি	৫৬
মুসলমানদের সর্বোত্তম কাজ	৫৬
মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য দু'টি; সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজের নিষেধ	৫৬
নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য	৫৭
দাওয়াতী কাজ না করলে জালিম হতে হবে	৫৭
দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভের কাজ	৫৭
সকল জাতির কাছেই দাওয়াতসহ নবী পাঠানো হয়েছে	৫৭

#### হাদীস

দাওয়াত প্রদান রাসূলের (সা) নির্দেশ	৫৮
দাওয়াত দানের পদ্ধতি	৫৮
দীন দাওয়াত অনাগতদের কাছে পৌঁছানো দায়িত্ব	৫৮
দীন পুনরুজ্জীবিত করা অবশ্যকরণীয়	৫৮
সাওয়াবে জারিয়ার মাধ্যম হলো দাওয়াতী কাজ	৫৯
আমলহীন দাওয়াত দানকারীর পরিণাম	৫৯
দু'আ কবুলের অন্যতম শর্ত হলো দাওয়াতী কাজ	৫৯



## সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন বা সংগঠন

### কুরআন

সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন ফরয	৬০
নেতার নির্দেশের অধীনে থাকতে হবে	৬০
সংঘবদ্ধ জীবনই সিরাতুল মুসতাক্বীম	৬০
সংঘবদ্ধ জীবন জান্নাতের নিশ্চয়তা আর সফলতা আল্লাহর দলের	৬০
সংঘবদ্ধ লোকদের জন্য আল্লাহর ভালবাসা	৬১
শরী'আহ আইন ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর হুকুম	৬১
হাদীস	
সংগঠন-ই ইসলাম	৬১
ভ্রমণ অবস্থায় হলেও সুসংগঠিত থাকতে হবে	৬২
সংগঠন ছাড়া মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু	৬২
সংগঠন ছেড়ে দেয়া ইসলাম ত্যাগের নামাস্তর	৬২
বিচ্ছিন্নতাবাদী জাহান্নামে যাবে	৬২
আল্লাহর নির্দেশিত পাঁচটি কাজের একটি সংগঠন করা	৬৩

## ইসলামী তালীম বা মানব সমস্যা

### কুরআন

উপদেশ জ্ঞানীদের জন্য/ শিক্ষিত-অশিক্ষিত এক নয়	৬৪
জ্ঞানীগণ আল্লাহকে ভয় করেন	৬৪
শিক্ষিত-অশিক্ষিতদের মধ্যে পার্থক্য	৬৪
জ্ঞানীদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি	৬৫

### হাদীস

জ্ঞানীরা শয়তানের শত্রু	৬৫
দীনি জ্ঞানার্জন অবশ্য কর্তব্য	৬৫
জ্ঞান আল্লাহর অনুগ্রহ বিশেষ	৬৫
জ্ঞানার্জন জিহাদের সমান	৬৫
শিক্ষক স্রষ্টা ও সৃষ্টির আশির্বাদ প্রাপ্ত	৬৬
জ্ঞান গোপন রাখার পরিণাম	৬৬
চরিত্রসম্পন্ন লোকেরাই ঈমানদার	৬৬

## ইসলামী শিক্ষা ও ছাত্র সমস্যা

### কুরআন

জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানই নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য	৬৭
পড়তে হবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান	৬৭
কুরআন শুনার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর করুণা	৬৮

বিজ্ঞান শেখানোই রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য	৬৮
জানীদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা	৬৮
<b>হাদীস</b>	
অন্যকে সাহায্য করার মধ্যেই আল্লাহর সাহায্য	৬৮
নফল নামাযের চেয়ে জ্ঞানার্জন উত্তম	৬৯
শিক্ষার্থীর জন্য সবাই মাগফিরাত কামনা করে	৬৯
অপর ভাইয়ের সাহায্যের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সাহায্য	৭০
কুরআনের জ্ঞানার্জন ফরয	৭০

### জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে জিহাদ

<b>কুরআন</b>	
ইসলামী আন্দোলন করা ফরয	৭১
ইসলামী আন্দোলন ঈমানের দাবি	৭১
লড়াই করতে হবে মযলুমদের রক্ষা করার জন্য	৭২
ইসলামী আন্দোলন ঃ পরকালে মুজির একমাত্র পথ	৭২
ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম	৭৩

### **হাদীস**

অন্যায় প্রতিরোধ ঈমানের দাবি	৭৩
জিহাদ সর্বোত্তম কাজ	৭৩
জিহাদ জাহান্নাম হতে বাঁচার উপায়	৭৪
ক্ষয়ক্ষতি না হওয়া ক্রটিপূর্ণ ঈমানের পরিচয়	৭৪
জান্নাতের সুসংবাদ মুজাহিদের জন্য	৭৪
জিহাদ ছাড়া মৃত্যু হয় মুনাফিকের	৭৫
শৈব শাসকের সামনে সত্য বলা উত্তম জিহাদ	৭৫
জুলুমের প্রতিরোধ ও মজলুমের সাহায্যকারী হতে হবে	৭৫

### ইসলামে সমাজ সেবা ও সমাজ সংস্কার

<b>কুরআন</b>	
আল্লাহর ইবাদাতের সাথে সমাজ সেবাও আল্লাহর নির্দেশ	৭৬
অভাবস্থতদের অধিকার প্রদান আল্লাহর নির্দেশ	৭৬
সফলতার জন্য কল্যাণকর কাজ করতে হবে	৭৭
ডানপন্থী লোকদের কাজ দয়া প্রদর্শন করা	৭৭
সৃষ্টির সেরা হতে হলে সংকাজ করা অবশ্য কর্তব্য	৭৭

### **হাদীস**

মানুষের প্রতি দয়া করলে আল্লাহর দয়া পাওয়া যায়	৭৭
প্রতিবেশীর হক আদায় ছাড়া মু'মিন হওয়া যায় না	৭৭
মুসলমানের উপর মুসলমানের ছয়টি অধিকার	৭৮

## ইসলাহে হুকুমাত বা রাষ্ট্র সংস্কার

### কুরআন

ক্ষমতা পাওয়ার জন্য আল্লাহর শর্ত দু'টি	৭৯
তাকওয়ার ভিত্তিতে সমাজ পরিচালিত হলে বরকতের দরজা খুলে যাবে	৭৯
ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে	৮০
ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব	৮০
অবিশ্বাসীরা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না	৮০
রাষ্ট্র পরিচালনায় মানব রচিত মতাদর্শের পরিণতি	৮০
হাদীস	

কুরআনের শাসনই মানব মুক্তির উপায়	৮১
দায়িত্বে অবহেলাকারী শাসকের জন্য জান্নাত হারাম	৮১
জালিম বা অত্যাচারী শাসক নিকৃষ্ট শাসক	৮১
কঠোর শাসক বা দায়িত্বশীলের প্রতি আল্লাহ কঠোর হবেন	৮২

### আনুগত্য

### কুরআন

যে আনুগত্য ফরয	৮৩
আনুগত্য হবে নিঃশর্ত	৮৩
আনুগত্য হচ্ছে আল্লাহর ভালবাসা লাভ এবং গুনাহ মাপের উপায়	৮৩
আনুগত্য হচ্ছে হিদায়াত প্রাপ্তির পূর্বশর্ত	৮৪
আনুগত্যহীনতা আমল নষ্ট হওয়ার কারণ	৮৪
আল্লাহর স্মরণে গাফেলদের আনুগত্য করা যাবে না	৮৪

### হাদীস

রাসূলের আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য	৮৪
আনুগত্য হচ্ছে জান্নাত প্রাপ্তির অন্যতম উপায়	৮৫
আনুগত্যহীনতা জাহেলিয়াতের মৃত্যু	৮৫
পছন্দ হোক বা না হোক আনুগত্য সর্বাবস্থায়	৮৫

### পর্দা বা হিজাব

### কুরআন

পর্দার মৌলিক নীতিমালা	৮৬
সালাম দিয়ে অনুমতি নিতে হয়	৮৬
মু'মিনদের করণীয় ও পর্দার ধরন	৮৭
বিশেষভাবে পর্দার সময়	৮৮
যাদেরকে বিয়ে করা নিষেধ/ হারাম	৮৮

পর্দার নিয়ম ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি	৮৯
অন্য মহিলার কাছে কিছু চাইলে অবশ্যই পর্দার আড়াল থেকে	৮৯
হাদীস	
নির্জনে সাক্ষাৎ জায়েয নেই	৯০
এক বিছানায় ঘুমানো ও অপরের সতরের দিকে তাকানো নাজায়েয	৯০
স্বামীর ভাই, ভাতিজা, চাচাত ভাই এর সাথে সাক্ষাৎ জায়েয নেই	৯০
যিনার বিভিন্ন ধরন	৯১
হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে সরিয়ে নিবে, দ্বিতীয় দৃষ্টি শয়তানের	৯১
অবৈধ দৃষ্টিদানের শাস্তি	৯২
মহিলাদেরকে শয়তান আকর্ষণীয় করে দেখায়	৯২

### তাকওয়া বা আল্লাহ্‌ভীতি

#### কুরআন

আল্লাহর কাছে সম্মানের মানদণ্ড হলো তাকওয়া	৯৩
কাজিকৃত তাকওয়া মুসলমানদের পরিচয়	৯৩
সৎ বন্ধু আল্লাহ ভীতি অর্জনে সহায়ক	৯৩
আল্লাহ্‌ভীর লোকেরাই সফলকাম	৯৩
শান্তি হতে বাঁচার উপায় হলো তাকওয়া	৯৪
আল্লাহ ভীর লোকেরাই কল্যাণ লাভের হকদার ও তাদের করণীয়	৯৪
প্রতিযোগিতা হবে কল্যাণ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে	৯৪
মুত্তাকীদের জন্য আখিরাতই মুখ্য	৯৪
আল্লাহকে ভয় করার সাথে মু'মিনগণ সত্যবাদীদের সাথী হয়	৯৫

#### হাদীস

ছোট গুনাহ বড় গুনাহের জন্ম দেয়	৯৫
মুত্তাকী হওয়ার শর্ত	৯৫
সন্দেহ সংশয় পাপের জন্ম দেয়	৯৫
খোদাভীতি অপরের অধিকার সংরক্ষণের গ্যারান্টি	৯৬

### আখিরাত

#### কুরআন

প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিবে	৯৭
ক্ষমতা আল্লাহর হাতে কেউ কারো জন্য কিছু করতে পারবে না	৯৭
আখিরাত অবশ্যই যথাসময়ে হবে	৯৭
নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে	৯৮
কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না	৯৮

## হাদীস

দুনিয়ায় কিয়ামতের দৃশ্য দেখার উপায়	৯৮
কিয়ামতে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব অবশ্যই দিতে হবে	৯৯
কবর যিয়ারত আখিরাতে স্মরণ করিয়ে দেয়	৯৯
বুদ্ধিমান লোকেরা আখিরাতে প্রস্তুতি নেয়	৯৯
মৃত্যুর পরেও যে তিনটি আমল উপকারে আসে	১০০

## মু'মিনের গুণাবলী

### কুরআন

মু'মিনদের অবশ্য করণীয়	১০১
প্রকৃত মু'মিনের পরিচয়	১০১
প্রকৃত মু'মিনের কাজসমূহ	১০২
মু'মিনদের আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ	১০২
মু'মিনদের চাল-চলন ও আচার-আচরণ যেভাবে হওয়া উচিত	১০৩
মু'মিনগণ আল্লাহর শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না	১০৩

### হাদীস

জিহ্বা ও লজ্জাস্থান হেফযত ঈমানের দাবী	১০৪
মু'মিনরা অপরের দুঃখে দুঃখী হয়	১০৪
দয়া ও ভালবাসা মু'মিনের চরিত্র	১০৪
মু'মিনরা একে অপরের খোঁজ নেয়	১০৫
মু'মিন বার বার ভুল করে না	১০৫

## শপথ বা বাই'য়াত

### কুরআন

ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলের নিকট বাই'য়াত মূলতঃ	
আল্লাহর নিকট বাই'য়াত	১০৬
বাই'য়াত আল্লাহ তা'আলার সম্বন্ধি অর্জনের উৎকৃষ্ট উপায়	১০৬
দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতে বিনিময়ে বিক্রয় করে দেয়াই হল	
বাই'য়াতের দাবী	১০৬
বাই'য়াত অর্থ হচ্ছে সব কিছু আল্লাহর	১০৭
বাই'য়াতী যিন্দেগী আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা প্রাপ্তির অন্যতম শর্ত	১০৭
বাই'য়াত বা ওয়াদা ভঙ্গের পরিণতি	১০৭

### হাদীস

বাই'য়াত ছাড়া মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যুর নামান্তর	১০৭
বাই'য়াতের বিষয়সমূহ	১০৮
বাই'য়াতের দাবী	১০৮

## ত্যাগ, কুরবানী ও ঈমানের পরীক্ষা

### কুরআন

পরীক্ষা সবার জন্য	১০৯
জান্নাতের পথ বড় বন্ধুর	১০৯
পরীক্ষায় উত্তীর্ণরাই খাঁটি মু'মিন	১১০
বিপদ মুসিবত আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে	১১০
বিপদ মুসিবতে ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য সুসংবাদ	১১০
দুনিয়ার চাকচিক্যময় পরীক্ষার বস্ত্রসমূহ	১১১
আল্লাহর পথে শহীদেরা মৃত নয় বরং জীবিত	১১১
আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তিগণ জীবিত ও রিযিকপ্রাপ্ত	১১১
বিশজন ধৈর্যশীল দু'শ জনের ওপর বিজয়ী হবে	১১২

### হাদীস

সম্পদ-ই সবচেয়ে বড় পরীক্ষার বস্ত্র	১১২
দুনিয়াটা মু'মিনের জন্য কারাগার বা পরীক্ষার স্থান	১১২
মু'মিনদের জীবন অতি সাধারণ আসহাবে সুফফা তার প্রমাণ	১১৩

## আত্মগঠন ও আত্মউন্নয়ন

### কুরআন

সফলতা ও কল্যাণের নিশ্চয়তা	১১৪
পরকালীন জীবনে সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি	১১৪
দৌড়াতে হবে জান্নাত প্রাপ্তি ও মাগফিরাতের জন্য	১১৪
আত্মগঠন ও মানোন্নয়নের পদ্ধতি হচ্ছে জ্ঞানার্জন	১১৫

### হাদীস

দিনের সর্বোত্তম ব্যবহার করে মানোন্নয়ন করতে হবে	১১৫
আত্মগঠন ও মানোন্নয়ন চেষ্টা করতে হবে প্রতিদিন	১১৫

## দায়িত্বশীলের গুণাবলী

### কুরআন

দায়িত্বশীলদের মৌলিক গুণাবলী	১১৬
অনুসরণকারীদের প্রতি বিনয়ী হতে হবে	১১৬
মু'মিনগণ মু'মিনদের প্রতি রহম দিল বা বিনয়ী	১১৬
রহমানের বান্দারা নশ্র হবে	১১৭

### হাদীস

দায়িত্ব পালনে অবহেলাকারী জাহান্নামে যাবে	১১৭
যিনি যতবড় দায়িত্বশীল তার জবাবদিহিতাও তত বড়	১১৭
ক্ষমাশীলদের আল্লাহ ইজ্জত ও দানশীলদের সম্পদ বৃদ্ধি করেন	১১৮
নরম আচরণ আল্লাহর বিশেষ গুণ	১১৮

## ঋণ ও ঋিয়ানত

### কুরআন

ঋণ দানে স্বাক্ষরিত চুক্তি হতে হবে	১১৯
ঋণগ্রহীতাকে পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে	১২০
ঋিয়ানতকারীগণ আল্লাহর পাকড়াও এর স্বীকার হবেন	১২১
ঋিয়ানতকারী তার ঋিয়ানত নিয়েই কিয়ামতে হাজির হবে	১২১
হাদীস	
ঋণমুক্ত জীবনই জান্নাতের নিশ্চয়তা	১২২
আত্মসাৎকারীকে প্রশ্রয় দেয়া আত্মসাতের মতোই অপরাধ	১২২
ঋণ গ্রহণ মানুষের দুষ্কিন্তার কারণ	১২২

## গুনাহ, তাওবাহ ও ক্ষমা

### কুরআন

আল্লাহ তাদের তাওবাহ কবুল করে যারা তাত্ক্ষণিক তাওবাহ করে	১২৩
অব্যাহত পাপকারীদের ও মৃত্যুকালীন তাওবাহ আল্লাহ কবুল করেন না	১২৩
সত্যিকার তাওবাহকারী অবশ্যই ক্ষমা পাবে	১২৪
তাওবাহর পর ঈমান আনলে আল্লাহ মাফ করবেন	১২৪

### হাদীস

শয়তানের প্রতাপে গুনাহ করলে অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমা করবেন	১২৪
মহানবীর ভাষায় মানুষের রোগ হলো গুনাহ আর ঔষধ হলো ক্ষমা প্রার্থনা	১২৫
দুঃশিক্ষিতা মুক্ত জীবন যাপনের জন্য চাই পুনঃ পুনঃ তাওবাহ	১২৫
গুনাহ মাক্ফের জন্য ৩ ঘণ্টার মধ্যেই (তাড়াতাড়ি) তাওবাহ করতে হবে	১২৬

## পিতা-মাতার অধিকার

### কুরআন

পিতা-মাতার সাথে আচরণের (ধরন) পদ্ধতি	১২৭
পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর শিখানো দু'য়া	১২৭
হাদীস	
পিতা-মাতার কাছেই জান্নাত ও জাহান্নাম	১২৮
সবচেয়ে বেশি অধিকার মাতার	১২৮
পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান ও দাইউস জান্নাতে যাবে না	১২৮

## ইসলামী অর্থনীতি

### কুরআন

ইসলামী অর্থনীতি পরিচালিত হয় ব্যবসার মাধ্যমে	১২৯
দেহ ব্যবসা সম্পদ আয়ের নিষিদ্ধতম পন্থা	১২৯
অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই	১২৯

## হাদীস

প্রয়োজনীয় ব্যয় করা যাবে	১৩০
হালাল রুখীর সন্ধান সকলের জন্য ফরয	১৩০
সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতে শহীদের সাথী হবেন	১৩০

## জান্নাত

### কুরআন

জান্নাত যারা পাবে	১৩১
জান্নাতে যা থাকবে	১৩১
ডানপহীরা হবে জান্নাতী আর পাবে মৌসুমী ফল	১৩১
জান্নাত হবে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত	১৩২
জান্নাত হবে নিয়ামতে ভরপুর বিশাল সাম্রাজ্য	১৩২
জান্নাতী নারীরা হবে কুমারী ও প্রেমানুরাগী	১৩২

### হাদীস

জান্নাতে যারা যাবে	১৩২
জান্নাতে থাকবে অকল্পনীয় নেয়ামতসমূহ	১৩৩
আল্লাহর ভয় ও সচ্চরিত্র জান্নাতে প্রবেশ করায়	১৩৩
জান্নাতী মহিলারা হ্রদের চেয়েও হবে সম্মানিত	১৩৩
আরশের নীচে ছায়া ও জান্নাত লাভকারী হবে সাত ব্যক্তি	১৩৪

## জাহান্নাম

### কুরআন

অবিশ্বাসীরা জাহান্নামবাসী হবে	১৩৫
জাহান্নামের অবস্থা	১৩৫
বামপহীরা হবে জাহান্নামী	১৩৫
অত্যাচারী নেতা-কর্মী সবাই জাহান্নামে যাবে	১৩৬
আল্লাহর শত্রু গোমরাহকারী অভিভাবকদের পদদলিত করতে চাইবে জাহান্নামীরা	১৩৬
মহান আল্লাহর পরিবারের সদস্যদেরকেও জাহান্নাম থেকে বাঁচার নির্দেশ দিয়েছেন	১৩৭

### হাদীস

জালিম বিচারক জাহান্নামে যাবে	১৩৭
মিথ্যাবাদী জাহান্নামী	১৩৮
জ্বর জাহান্নামের অংশ	১৩৮
জাহান্নাম দেখলে মানুষ আরাম ছেড়ে জঙ্গলে যেত	১৩৮
জাহান্নামে সবচেয়ে কম আযাব পাবে আবু তালের	১৩৯
অহংকার করে টাখনুর নিচে পোশাক পরিধানকারী জাহান্নামী	১৩৯



## দীন ও ইসলাম

### কুরআন

আল্লাহর মনোনিত জীবন ব্যবস্থা ইসলাম	180
সকল ক্ষেত্রে ইসলামকেই গ্রহণ করতে হবে	180
মু'মিনগণ ইসলামে প্রবেশ করবে পরিপূর্ণ ভাবে	180
পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহর নিয়ম মানে	180
পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম	181

### হাদীস

আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পণই ইসলাম	181
---	-----

## শাহাদাত বা সাক্ষ্য

### কুরআন

আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত লোক	182
শহীদদের জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে পুরস্কার	182
প্রিয় লোকদেরকে আল্লাহ শহীদ হিসেবে গ্রহণ করেন	182

### হাদীস

বান্দাহর হক ছাড়া সব গুণাহ মাফ হয়ে যাবে	183
সকলের শাহাদাতের তামান্না থাকতে হবে	183
শাহাদাতের মর্যাদা অনুধাবন যোগ্য নয়	183

## ব্যক্তিগত আমল ভালো করার উপায়

### কুরআন

আমলনামা ভাল হওয়ার পূর্ব প্রস্তুতি	188
মানুষের সকল কথা ও কাজ রেকর্ড হয়	188
সকল কাজ লেখার জন্য রয়েছে দু'জন সম্মানিত লেখক	188

### হাদীস

সে প্রকৃত বুদ্ধিমান যে প্রস্তুতি নেয়	188
---------------------------------------	-----

## ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়

### কুরআন

আল্লাহর প্রিয় লোকদের পরিচয়	185
প্রকৃত কল্যাণ পেতে হলে প্রিয় বস্তু দান করতে হবে	185
আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় মূলতঃ অর্থের প্রবৃদ্ধি ঘটায়	185
অনিচ্ছাকৃত দান আল্লাহ কবুল করেন না	185
আল্লাহ প্রেমিকগণ সম্পদ দান করে	186

## হাদীস

আল্লাহর পথে দান করলে নিশ্চিত বহুগুণ পাওয়া যাবে	১৪৬
কৃপণ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস	১৪৬

## ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ

### কুরআন

জন্ম নিয়ন্ত্রণ মানব হত্যার শামিল	১৪৭
সন্তান হত্যার পরিকল্পনা ক্ষমতার অপব্যবহার	১৪৭
পৃথিবীর সবার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর	১৪৭
মহান আল্লাহ তা'আলা রিযিকদাতা ও শক্তিশালী	১৪৮

### হাদীস

জন্ম ও মৃত্যু আল্লাহর হাতে	১৪৮
জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র	১৪৮

## সুদ ও ঘুষ

### কুরআন

সুদ না ছাড়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের নামাস্তর	১৪৯
সুদ সম্পদ ধ্বংস এবং যাকাত সম্পদ বৃদ্ধি করে	১৪৯
ঘুষ দেয়া ও নেয়া উভয়ই নাজায়েয	১৫০
সুদ গ্রহণকারী জাহান্নামী	১৫০

### হাদীস

সুদের সাথে সংশ্লিষ্টরা অভিশপ্ত	১৫১
ঘুষ সুদের মতই অপরাধ	১৫১
ঘুষ গ্রহণ এবং প্রদানকারী উভয়ই অভিশপ্ত	১৫১
ঘুষ সমাজে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে	১৫১
বিনিময় গ্রহণ সুদের নামাস্তর	১৫২
সামান্য সুদ গ্রহণ যিনার চেয়েও মারাত্মক	১৫২
সর্বনাশ্য ৭টি গুনাহর একটি হলো সুদ খাওয়া	১৫২
জাহান্নামে সুদখোরের পেট হবে সাপে ভর্তি ঘরের মতো	১৫৩

## মদ-জুয়া ও লটারী

### কুরআন

মদ মহাপাপের উৎস	১৫৪
মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা ও লটারী শয়তানের কাজ	১৫৪

### হাদীস

মদ পানকারীরা আখিরাতের সুপেয় মদ থেকে বঞ্চিত হবে	১৫৫
আল্লাহর অভিশাপ মদের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার উপর	১৫৫

## পোশাক-পরিচ্ছদ

### কুরআন

সবচেয়ে ভাল হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক	১৫৬
যে পোশাক নিরাপত্তার গ্যারান্টি	১৫৬
হাদীস	
মহিলারা পুরুষের এবং পুরুষেরা মহিলার পোশাক পরবে না	১৫৭
অহংকারী পোশাক আল্লাহ পছন্দ করেন না	১৫৭
পুরুষদের জন্য রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার হারাম	১৫৭

## ইসলামে রাজনীতি

### কুরআন

সার্বভৌমত্ব আল্লাহর	১৫৮
চূড়ান্ত ফায়সালার মালিক আল্লাহ	১৫৮
সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ	১৫৯
একক আধিপত্য আল্লাহর	১৫৯
আল্লাহর খলিফাগণই সুবিচার করে	১৫৯
কুরআনুল কারীম ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান	১৫৯

### হাদীস.

দীন হচ্ছে সবার জন্য উপদেশ	১৬০
মহান আল্লাহ রাজাধিরাজ ও সকল শক্তির উৎস	১৬০

## ইসলামে নির্বাচন বা ভোট

### কুরআন

আমানত রাখতে হবে যথোপযুক্ত পাত্রে	১৬১
সুপারিশ অনুযায়ী পাপ-পুণ্য হয়	১৬১
সকল ভাল ও খারাপ কাজ আমলনামায় যুক্ত হবে	১৬২
ভাল মানুষকে নির্বাচিত করলে জাতির ভাগ্য বদলায়	১৬২
মু'মিনরা মু'মিনদের বাদ দিয়ে কাফিরদের কখনো বন্ধু হবে না	১৬২

### হাদীস

ক্ষমতালিপসুদের ভোট দেয়া যাবে না	১৬২
বিশ্বাসঘাতক নেতা জাহান্নামে যাবে	১৬৩
সং লোক বাদ দিয়ে অসং লোক নির্বাচিত করা বিশ্বাসঘাতকতার শামিল	১৬৩

## মিথ্যা বলা ও মিথ্যা কসম করা

### কুরআন

একজনের পাপ অন্যের ওপর চাপানো জঘন্য অপরাধ	১৬৪
কাউকে ঠকানোর জন্য শপথ করলে বিপথগামী হয়ে যাবে	১৬৪

আল্লাহর অভিশপ্ত লোকদের পরিচয় তারা মিথ্যা কসম করে	১৬৫
মিথ্যা কসমকারীরা প্রথম শ্রেণীর মিথ্যাবাদী ও শয়তানের দলের লোক	১৬৫
অন্যায়ভাবে মু'মিনদের কষ্ট দেয়া আর পাপের বোঝা মাথায় নেয়া সমান	১৬৫
মিথ্যাবাদীরা আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাস রাখে না	১৬৬
মিথ্যাচার আর মুনাফেকী একই সূত্রে গাথা	১৬৬

### হাদীস

মিথ্যা শপথ জাহান্নাম ওয়াজিব করে	১৬৬
বিক্রয়ে অতিরিক্ত শপথ বরকত ধ্বংস হয়	১৬৬
স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টির নামে শপথ শিরক ও কুফরী তুল্য	১৬৭
মিথ্যাবাদিতা জাহান্নামে নিয়ে যায়	১৬৭

### শিরক বা অংশীদার

#### কুরআন

সকল গুনাহ আল্লাহ মাফ করলেও শিরক মাফ করবেন না	১৬৮
মুশরিকদের জান্নাত হারাম আর জাহান্নাম ওয়াজিব	১৬৮
আল্লাহর সাথে সাক্ষাত প্রার্থী সৎ কাজ করে ও শিরক মুক্ত থাকে	১৬৮
শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম	১৬৯
ইবাদত কারীকে আল্লাহ শরীক করতে নিষেধ করেছেন	১৬৯
যারা যাকাত দেয় না তারা মূলতঃ মুশরিক	১৬৯

#### হাদীস

শিরককারী যাবে জাহান্নামে আর যিনি শিরক মুক্ত তিনি যাবে জান্নাতে	১৬৯
মহান আল্লাহ মুশরিকদের শিরক থেকে পবিত্র	১৭০
লোক দেখানো ইবাদত তথা কাজও শিরক	১৭০
সামান্যতম অহংকার বা রিয়া হলো শিরক	১৭১
আল্লাহর সাথে শিরককারী জান্নাতে যাবে না	১৭১
আল্লাহর হকের অন্যতম তাঁর সাথে শরীক না করা	১৭১
শিরক একটি কবীরা গুনাহ	১৭২

### আটটি জান্নাত

#### কুরআন

জান্নাতীরা জান্নাতে তাদের স্ত্রীদের সাথে থাকবে	১৭৩
জান্নাতের খাবার বা নিয়ামতের বর্ণনা	১৭৩
জান্নাতীদের জন্য ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সাদর সম্ভাষণ	১৭৪
জান্নাতীরা থাকবে খোশ মেজাজে	১৭৪
সত্যবাদিতার পুরস্কার হলো জান্নাত	১৭৪

## হাদীস

জান্নাত হবে অকল্পনীয়	১৭৫
জান্নাত দুনিয়ার সব কিছু থেকে উত্তম	১৭৫
জান্নাতে সবচেয়ে বড় পাওয়া আল্লাহর দীদার	১৭৫

### সাতটি জাহান্নাম

#### কুরআন

জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না	১৭৯
জাহান্নামীরা চিরস্থায়ী তারা মৃত্যুবরণ করবে না	১৭৯
জাহান্নামীরা মরবেও না বাঁচবেও না	১৮০
জাহান্নামীদের জন্য রয়েছে চরম তিরস্কার	১৮০
অবিশ্বাসীদের হাকিয়ে নেয়া হবে জাহান্নামে	১৮০
জাহান্নামের নিম্নস্তরে থাকবে মুনাফিকরা	১৮১
জাহান্নাম থেকে সার্বক্ষণিক পানাহ চাইতে হবে	১৮১

#### হাদীস

জাহান্নামের শাস্তি শুধুই আশুন	১৮১
জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় কম ঘুমানো	১৮১
দুনিয়ার ভোগ বিলাস জাহান্নামকে পরিবেষ্টন করে আছে	১৮২

### পবিত্র ও পবিত্রতা অর্জনের উপায়

#### কুরআন

আল্লাহ পবিত্রতা অবলম্বনকারীকে ভালবাসেন	১৮৪
কুরআন স্পর্শের পূর্বশর্ত পবিত্র হওয়া	১৮৪
পবিত্রতা অর্জন ফরয	১৮৪
পবিত্রতা অর্জন আল্লাহর নির্দেশ	১৮৪
আসমান থেকে আসা বৃষ্টির পানি পবিত্র	১৮৫

#### হাদীস

পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ	১৮৫
ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত পবিত্রতা	১৮৫
অপবিত্রতা ও চোগলখুরীর জন্য শাস্তি	১৮৬
প্রস্রাবই বেশীরভাগ কবর আঘাবের কারণ	১৮৬
ক. অযু	১৮৬

#### কুরআন

কুরআনুল কারীমে অযুর চার ফরয	১৮৭
-----------------------------	-----

#### হাদীস

অযুর কারণে কিয়ামতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উজ্জ্বল হবে	১৮৭
---	-----

নামায কবুলের পূর্বশর্ত অযু	১৮৭
অযু না করার কারণেই গুনাহ বাড়তে পারে	১৮৮
খ. গোসল	১৮৮
কুরআন	
আল কুরআনে গোসলের বিধান	১৮৮
পবিত্রতা অর্জন আত্মাহার নির্দেশ	১৮৮
হাদীস	
রাসূল (সা) এর গোসল পদ্ধতি	১৮৯
গোসল ফরয হয় যখন	১৮৯
মেয়ে লোকের স্বপ্নদোষেও গোসল ফরয	১৮৯
বেনী বাঁধা অবস্থায় পবিত্রতা অর্জনের উপায়	১৯০
স্বামী-স্ত্রীর একত্রে গোসলের বিধান	১৯০
হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সম্পর্কের ধরন	১৯১
গ. তায়াম্মুম	১৯১
কুরআন	
তায়াম্মুমের বিধান বা তিন ফরয	১৯১
হাদীস	
তিনটি কারণে আমরা উম্মতে মুহাম্মদী মর্যাদাবান	১৯২
পানির পরিবর্তে মাটিই পবিত্রতার মাধ্যম	১৯২
<b><u>ইসলামে নারীর অধিকার</u></b>	
কুরআন	
নারীর অধিকার প্রদানে আত্মাহার নির্দেশ	১৯৩
মোহরানা প্রদানের মাধ্যমে অধিকারের নির্দেশ	১৯৪
সম্পত্তিতে রয়েছে নারীদের নির্ধারিত অংশ	১৯৪
নারী-পুরুষ একে অপরের পোষাক স্বরূপ	১৯৪
নারী-পুরুষ নির্ধারিত বিষয়ে সমান অধিকারী	১৯৪
নারীদের উপর রয়েছে পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব	১৯৫
নারী-পুরুষ সকলে এক ও অভিন্ন	১৯৫
হাদীস	
পরিবারে উত্তম ব্যক্তিই সর্বোত্তম ব্যক্তি	১৯৫
পূর্গাজ মু'মিন সে যে পরিবারের প্রতি সদয়	১৯৬
পুত্র ও কন্যা সন্তান একই দৃষ্টিতে দেখায় রয়েছে জান্নাতের নিশ্চয়তা	১৯৬
দোযখের ঢাল কন্যাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে	১৯৬
কন্যা সন্তানের তত্ত্বাবধানকারী আত্মাহার সাহায্যপ্রাপ্ত	১৯৭

সকলের রিযিকদাতা আল্লাহ তা'আলা ————— ১৯৭

স্বামীর উপর স্ত্রীর অগ্রাধিকার ভিত্তিক অধিকার ————— ১৯৮

### ইয়াতীমের অধিকার

#### কুরআন

ইয়াতিমের মাল ছল-ছাতুরী করে ভক্ষণ করা জায়েয নয় ————— ১৯৯

বালেগ হওয়া পর্যন্ত ইয়াতীমের মাল রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে ————— ১৯৯

কল্যাণকর ইচ্ছা ছাড়া ইয়াতীমের সম্পদের কাছে যাওয়া নিষেধ ————— ১৯৯

গুরুত্বপূর্ণ আদেশের একটি ইয়াতীমদের সাথে সন্থ্যবহার করা ————— ২০০

যারা ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে তারা মূলত আগুনই ভক্ষণ করে ————— ২০০

ইয়াতীমরা মূলতঃ তোমাদের ভাই ————— ২০০

ইয়াতীমদের সাথে ভালো আচরণ করার নির্দেশ ————— ২০১

ইয়াতীমদের সাথে ইনসাফ করতে হবে ————— ২০১

ইয়াতীমদের গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া নিষেধ ————— ২০১

ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দেয়া কিয়ামত অস্বীকার করার শামিল ————— ২০১

আল্লাহকে মহব্বতকারীগণ ইয়াতীমকে খাওয়ায় ————— ২০২

#### হাদীস

ইয়াতীম নিজ সন্তানের মতই শাসনযোগ্য ————— ২০২

অন্তরের কাঠিন্য দূর করতে ইয়াতীম-মিসকিনের তত্ত্বাবধান করতে হবে ————— ২০৩

সর্বোত্তম পরিবার ও নিকৃষ্টতম পরিবারের পরিচয় ————— ২০৩

ইয়াতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে রাসূলের (সা) পাশে থাকবে ————— ২০৩

### ইসলামে বিবাহ ও মোহরানা

#### কুরআন

সামর্থ্যবানদের জন্য বিবাহ ফরয ————— ২০৪

বিবাহে অক্ষম লোকেরা সংযম অবলম্বন করবে ————— ২০৪

ন্যায় বিচার করতে না পারলে একজনকেই বিবাহ করতে হবে ————— ২০৫

নারী-পুরুষের ভালবাসা আল্লাহ প্রদত্ত প্রশান্তি ————— ২০৫

বিবাহ প্রথা পৃথিবীর গুরু থেকেই ————— ২০৫

বিবাহে মোহরানা আদায় করা ফরয ————— ২০৬

মোহরানা ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ হবে না ————— ২০৬

মোহরানা আদায়ের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতায় আসা জায়েয ————— ২০৬

মোহরানা ফিরিয়ে নেয়া বৈধ নয় ————— ২০৭

#### হাদীস

বিবাহের মাধ্যমে লজ্জাস্থানের হিফাজত ও দৃষ্টি সংযত হয় ————— ২০৭

বিবাহিতদের আল্লাহ সাহায্য করেন মুজাহিদের মত ————— ২০৭

মেয়েদের চারটি গুণ বিশেষভাবে দীনদারী দেখে বিবাহ করা উচিত	২০৮
নেককার স্ত্রী হলো দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ	২০৮
বিয়ের আগে কনেকে দেখে নেয়া উচিত	২০৮
বিয়ে সকল নবীদের সুন্নাত	২০৯
মোহরানা চুক্তিই সবচেয়ে বড় চুক্তি	২০৯
আদায়যোগ্য মোহরানা নির্ধারণ করা উচিত	২০৯
স্ত্রীর উপরও রয়েছে স্বামীর অধিকার	২০৯
স্ত্রীরা হচ্ছে স্বামীর জন্য পরীক্ষার বস্তু	২১০
দীনদারী অর্ধেক হয় বিয়ের মাধ্যমে	২১০
বদল বিবাহ জায়েয নেই	২১০

### আল্লাহর পথে জিহাদ : প্রয়োজনীয়তা ও করণীয়

#### কুরআন

আল্লাহর পথে সব কিছু ত্যাগ করে জিহাদকারীই সফলকাম	২১১
মুমিনগণ জীবন-সম্পদ বিক্রি করে দিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে	২১১
ঈমানদারগণ জিহাদ করে আল্লাহর পথে আর কাফেররা শয়তানের পথে	২১১
আল্লাহর পথে জিহাদ না করলে আযাব দেয়া হবে দুনিয়া ও আখিরাতে	২১২
আল্লাহর ভালবাসা প্রাপ্তির পূর্বশর্ত ঐক্যবদ্ধ জিহাদ	২১২
আল্লাহ জিহাদের জন্যই মু'মিনদের বাছাই করেছেন	২১২
দুনিয়ার সবকিছুর উর্ধ্বে আল্লাহ ও তার রাসূলের পথে জিহাদ	২১৩
দুনিয়ার অধিক ভালবাসাই জাহান্নামের কারণ	২১৩
রসূলের বিদ্রূপকারীদের জন্য আফসোস	২১৩
মিথ্যাবাদীরা সব সময়ই সত্যপন্থী মু'মিনদের কষ্ট দিয়েছে	২১৪
অবিশ্বাসীদের নির্যাতন থেকে পালানোর চেষ্টা বোকামী	২১৪
সব মুমিনেরই পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে	২১৫
পরীক্ষা ভাল ও মন্দাবস্থায় হয় আর জীবিত থাকবে না কেহই	২১৫
পরীক্ষা হবে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল যাচাইয়ের জন্য	২১৫
বসে থাকার চেয়ে জান মাল দিয়ে জিহাদকারীর সম্মান বেশী	২১৫
জান্নাতীদের জিহাদ ও সবর অবলম্বনকারী হতে হবে	২১৬
মু'মিনরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু বানায় না	২১৬
মু'মিনদের পরীক্ষার কতিপয় বস্তু ও তার পরবর্তী খোশ খবরী	২১৬
পূর্ব যুগে পরীক্ষার ভয়াবহতা ছিল আরও ব্যাপক	২১৭
শত নির্যাতন সহ্যকারী সবরকারীদের আল্লাহ ভালবাসেন	২১৭
মু'মিনদের ওপর আসা মুসিবত আল্লাহর পূর্ব নির্ধারিত	২১৮
আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোন মুসিবত মু'মিনদের স্পর্শ করে না	২১৮



মানুষের মৃত্যু হয় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে, আগে অথবা পরে নয় —	২১৮
আল্লাহর কৌশলের কাছে সকল কৌশল পর্যদুস্ত হয় —	২১৯
আল্লাহ চক্রান্তকারী যালিমদের শেকড় শূন্য করে থাকেন —	২১৯
অতীতে অনেক জালিমকে আল্লাহ নাস্তানাবুদ করেছেন —	২২০
মু'মিনদের সবার ও আল্লাহ ভীতি সকল ষড়যন্ত্র বুঝে রাখবে —	২২০
ময়লুমদের রক্ষায় জিহাদের কোন বিকল্প নেই —	২২১
মুনাফিকদের চরিত্র হলো জিহাদের সময় বসে থাকা —	২২১
আল্লাহর পথে দান করা জিনিস পাওয়া যাবে সম্বিত রূপে —	২২২
মু'মিনরা দান করে সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় —	২২২
আল্লাহর পথে দান করলে আল্লাহ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিবেন —	২২২
দানকারীর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান —	২২৩
বিজয়ের পরের চেয়ে পূর্বের জিহাদ ও দানের মর্যাদা অনেক বেশি —	২২৩
দানসহ সকল ভাল কাজ মৃত্যু আসার আগেই করতে হবে —	২২৩
আল্লাহর পথে খরচকারীকে আল্লাহ প্রাচুর্য দান করেন —	২২৪
আল্লাহর পথে ব্যয় না করে সম্বিত সম্পদ জাহান্নামের কারণ —	২২৪
আল্লাহর আহ্বানে কৃপণতা প্রদর্শন নিজেরই ক্ষতি —	২২৫
মু'মিনদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো হল —	২২৫
দুনিয়ার চাকচিক্য জাহান্নামের কারণ —	২২৬
মু'মিন হতে পারলে ভয়ের কোন কারণ নেই —	২২৬
মু'মিনদেরকে ফিরিশতারাও অভয় দিয়ে থাকে —	২২৬
ঈমানদারগণ আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে —	২২৬
আল্লাহর সাহায্য থাকলে বিজয় সুনিশ্চিত —	২২৭
মু'মিনদের বন্ধু স্বয়ং আল্লাহ আর বিজয়ী হবে আল্লাহর দল —	২৭৭
মু'মিনদের দু'আ হলো মজবুত কদম আর শুনাহ মাফের জন্য —	২২৭
মু'মিনদের করণীয় হলো আল্লাহর ভয় ও কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা —	২২৮
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে হবে সর্বাবস্থায় —	২২৯
সফলতার জন্য মু'মিনদের করণীয় কাজ —	২২৯
<b>হাদিস</b>	
সর্বোত্তম কাজ আল্লাহর পথে জিহাদ —	২২৯
জিহাদ ছাড়া মৃত্যু মুনাফিকের মৃত্যু —	২২৯
নামাজ-রোযা করলেও জাহান্নামী হতে হবে জিহাদ না করার অপরাধে —	২৩০
নবীদের পর অগ্রসর মুমিনদের পরীক্ষা অতি পুরাতন বিষয় —	২৩০
সর্বযুগে মু'মিনদের পরীক্ষার ধরন ছিল ভয়াবহ —	২৩১
আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের অবশ্যই পরীক্ষা করেন —	২৩১

আল্লাহর পথে খরচকারীর জন্য আল্লাহ খরচ করেন	২৩২
দানকারী বেহেশতের আর কৃপণ দোষের কাছে থাকে	২৩২
সর্বোত্তম মানুষ জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে	২৩২
যালিমের যুলুমের সময় ফরিয়াদের ভাষা	২৩৩

### ইসলামে নিয়ত বা সংকল্প

#### কুরআন

ইবাদতে একনিষ্ঠতা আল্লাহর নির্দেশ	২৩৪
আল্লাহ সবার নিয়ত সম্পর্কে অবগত	২৩৪
বিশুদ্ধ নিয়তকারী লোকদের বৈশিষ্ট্য	২৩৪
সহীহ নিয়তকারীরা শুধুই আল্লাহর ওপর ভরসা করে	২৩৫
আখিরাতে পাওয়ার নিয়তকারীই সত্যিকার মু'মিন	২৩৫
আল্লাহ সবার নিয়ত সম্পর্কে সম্যক অবগত	২৩৫
বাহ্যিকতা ও লৌকিকতা নয় নিয়তই মুখ্য	২৩৫
আখিরাতে পাওয়ার নিয়তকারীই বেশি পায়	২৩৬
গায়েবের মালিক আল্লাহ নিয়ত সম্পর্কে বেখবর নহে	২৩৬
নিয়ত বা নির্ভর করার নির্দেশ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর উপর	২৩৬
হাদিস	

নিয়ত অনুযায়ী কাজের ফলাফল নির্দিষ্ট	২৩৭
নিয়ত ও জিহাদ চলবে অনন্তকাল	২৩৭
চেহারা ও ছুরত নয় নিয়ত ও কর্মই আল্লাহ দেখেন	২৩৭
আল্লাহর কালিমা প্রতিষ্ঠার নিয়তে জিহাদকারীই মূলত মুজাহিদ	২৩৮

### তাওহীদ বা একত্ববাদ

#### কুরআন

তাওহীদ সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষ্য	২৩৯
আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ সূরা ইখলাস	২৩৯
একক সত্তার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ	২৩৯
সর্বশক্তিমান আল্লাহ এক	২৪০
এক আল্লাহর ইবাদত করা মহান আল্লাহর নির্দেশ	২৪০
সকলের রবই প্রকৃত রব	২৪০
যার কাছে ফিরে যেতে হবে তিনিই প্রকৃত রব	২৪০
যিনি সবকিছু বেষ্টন করে আছেন তিনিই প্রকৃত ইলাহ	২৪১
আসমান ও জমিনের মালিকই প্রকৃত মহাবিজ্ঞানী	২৪১
নূহ (আ)সহ সকল নবীই অদ্বিতীয় আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন	২৪১
ইবাদত করতে হবে এক আল্লাহর	২৪১

হাদিস

ঈমানের সর্বোত্তম শাখা একত্ববাদের স্বাক্ষর প্রদান	২৪২
বেহেশ্তের চাবি হলো আল্লাহ ব্যতীত ইলাহ নেই সাক্ষর প্রদান করা	২৪২
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এ ঘোষণাকারীই জান্নাতে যাবে	২৪২
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এ জ্ঞানই জান্নাত	২৪২

### রিসালাত

কুরআন

আল্লাহর দীদার লাভে অস্বীকারীদের জন্য রাসূল সর্বোত্তম আদর্শ	২৪৩
আল্লাহর রাসূলের আদর্শ অনুসরণ আল্লাহর নির্দেশ	২৪৩
কোন ক্রমেই আল্লাহ ও তার রাসূলের অগ্রগামী হওয়া যাবে না	২৪৩
কোনভাবেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য পরিত্যাগ করা যাবে না	২৪৪
আল্লাহর ভালবাসার পূর্বশর্ত রাসূলের অনুসরণ	২৪৪
প্রত্যেক জাতির জন্য রাসূল পাঠানো হয়েছে	২৪৪
রাসূল (সা) এসেছেন সব মতাদর্শের উপর বিজয় লাভের জন্যে	২৪৪
রাসূল (সা) এসেছেন সাক্ষী এবং সতর্ককারী হিসেবে	২৪৫
অজুহাত বা বাহানা না দেয়ার জন্য রাসূল পাঠানো হয়েছে	২৪৫
ঈমানদারগণ রাসূলকেই প্রকৃত বিচারক মানবে	২৪৫
রাসূল (সা) প্রকৃতভাবেই দুনিয়াবাসীর রহমত	২৪৫
প্রত্যেক নবী ও রাসূল ছিলেন মানুষ	২৪৬
নবীগণ ছিলেন পুরুষ এবং ওহী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন	২৪৬
প্রত্যেক নবীকে স্বজাতীর ভাষায় নবী করা হয়েছে	২৪৬
আল্লাহ যোগ্য লোককে নবী করেছেন	২৪৬
হযরত মুহাম্মাদ (সা) শেষ নবী	২৪৬
ঈমানদারের জীবনের চেয়েও রাসূল (সা) প্রিয়	২৪৭

হাদিস

পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হতে সবচেয়ে বেশি রাসূলকে ভালবাসতে হবে	২৪৭
মহানবী (সা) সর্বশেষ নবী ও রাসূল	২৪৭
রাসূলের পূর্ণ অনুসারীই পূর্ণাঙ্গ মু'মিন	২৪৮
রাসূলের প্রতি ঈমান না আনলে জাহান্নামে যেতে হবে	২৪৮

### পরকাল ও আখিরাত

কুরআন

আখিরাতে নিয়ামত সম্পর্কে বিজ্ঞাসাবাদ করা হবে	২৪৯
আল্লাহ ভীরুদের জন্য আখিরাতের আবাসই উত্তম	২৪৯
যত কমই হোক আখিরাতে ভাল ও মন্দ কাজ দেখা যাবে	২৪৯

আখিরাতে অবিশ্বাসীরাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত	২৪৯
আখিরাতে মুখ বন্ধ থাকবে, সাক্ষী দেবে হাত ও পা	২৫০
দুনিয়া নয় আখিরাতেই স্থায়ী ও উত্তম	২৫০
বুঝতে পারলে মুত্তাকিদের জন্য আখিরাতেই উত্তম	২৫০
কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, আল্লাহই সর্বময় ক্ষমতাবান	২৫০
দুনিয়া ও আখিরাতে মালিক মহান আল্লাহ	২৫০
আখিরাতে কামনা করলে আল্লাহ তা বাড়িয়ে দেন	২৫১
আখিরাতে সম্পদ ও সম্ভান কোন উপকারে আসবে না	২৫১
<b>হাদিস</b>	

আখিরাতে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব অবশ্যই প্রত্যেককে দিতে হবে	২৫১
আখিরাতে স্মরণকারীই বুদ্ধিমান লোক	২৫২
আখিরাতে তুলনায় দুনিয়া খুবই সামান্য	২৫২

### অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা

#### **কুরআন**

অশ্লীল কাজে বাধা দেয়া আল্লাহর নির্দেশ	২৫৩
অশ্লীলতা বিস্তারে সহায়তাকারী দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তির যোগ্য	২৫৩
যিনা মূলতঃ অশ্লীলতার নামাস্তর	২৫৩
গোপন অথবা প্রকাশ্যে কোন অবস্থায়ই অশ্লীলতা নয়	২৫৪
যিনা বা অশ্লীলতার শাস্তি একশত বেত্রাঘাত	২৫৪
যিনার অপবাদের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত	২৫৪
অশ্লীলতার আদেশ দেয় শয়তান	২৫৪

#### **হাদীস**

অশ্লীলতার কারণে পরিত্যক্ত ব্যক্তিই সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি	২৫৫
ঈমানের প্রতিবন্ধক চারিত্রিক দোষের অন্যতম অশ্লীলতা	২৫৫
অশ্লীলতার শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে	২৫৫
সাতটি বড় পাপের একটি হল যিনা বা অশ্লীলতা	২৫৬

### গর্ব ও অহংকার

#### **কুরআন**

হারানোতে দুঃখবোধ আর প্রাপ্ত জিনিসের অহংকার করা নিষেধ	২৫৭
আল্লাহকে ইলাহ মানার ক্ষেত্রে অহংকারী লোকেরা অপরাধী	২৫৭
বাসস্থানের অহংকারের কারণে আল্লাহ তা ধ্বংস করে দেন	২৫৭
নিন্দুকের ধ্বংস অনিবার্য	২৫৮
জমিনে অহংকারভাবে চলা আল্লাহর নিষেধ	২৫৮

## হাদীস

আল্লাহর গোলাম হতে দুর্বলতাই মূলত অহংকার	২৫৮
অপব্যয় ও অহংকার একই সূত্রে গাঁথা	২৫৯
অহংকারী ও তার অভিনয়কারীও জান্নাতে যাবে না	২৫৯
টাখনুর নীচে কাপড় পড়া ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তাকাবেন না	২৫৯

## ইসলামে হালাল-হারাম

### কুরআন

আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করা জিনিস হালাল	২৬০
বিপদে পড়ে হারাম গ্রহণও জায়েয	২৬০
আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করা যাবে না	২৬১
অশ্লীলতা সর্বাবস্থায় হারাম	২৬১
হালাল খাওয়ার নির্দেশ মহান আল্লাহর	২৬১
পবিত্র জিনিস খেতে বলেছেন আল্লাহ	২৬১
পবিত্র সব জিনিসই হালাল	২৬২

### হাদীস

নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যই হালাল ও উত্তম	২৬২
কিয়ামতের আলামত মানুষ হালাল-হারাম পার্থক্য করবে না	২৬২
হারাম খাদ্যে বর্ধিত মাংসপিণ্ড জাহান্নামে যাবে	২৬৩
হারাম পছায় উপার্জিত সম্পদ কখনও কল্যাণ বয়ে আনে না	২৬৩

- ?

## উলূমুল কুরআন

### কুরআন কি?

কুরআন অর্থ, যা বার বার পড়া হয়। পরিভাষায়, মহান আল্লাহ রাক্বুল আলামীন তাঁর বান্দার পথ নির্দেশের জন্য জিব্রাইল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর পর্যায়ক্রমে যা অবতীর্ণ করেছেন তা-ই কুরআন।

পবিত্র কুরআনুল কারীম বিশ্বের ইতিহাসে এক নির্ভুল কিতাব। যা মানব জাতির জন্য এক পরিপূর্ণ হিদায়াত গ্রন্থ, পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের সুস্পষ্ট নির্দেশনা এর মধ্যে নিহিত। যা আপন মহিমায় ভাস্বর, তুলনাহীন ও অপ্রতিদ্বন্দী মানব মুক্তির মহা স্মারক।

### নির্ভুল, নির্ভেজাল ও হিদায়াত প্রত্যাশীদের জন্য দিক নির্দেশনা

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝

অর্থ : এ হচ্ছে একমাত্র কিতাব, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। আর এটাই আল্লাহ ভীরুদের জন্য হিদায়াত বা জীবন যাপন পদ্ধতি। (আল বাক্বারাহ: ২)

### রমযানে নাযিলকৃত এ কুরআন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ

وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۝

অর্থ : রমযান মাস। এ মাসেই হেদায়াত গ্রন্থ আল কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যাতে রয়েছে মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য উপদেশসমূহ। (আল বাক্বারাহ: ১৮৫)

### কুরআন পরিপূর্ণ জীবন বিধান

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۝

অর্থ : এ কিতাবে (আল-কুরআনে) আমরা কোন কিছুই বাদ দেইনি। (আল আন'আম: ৩৮)

আলোচ্য বিষয় : মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণের পথ নির্দেশ করা।

বিষয় বস্তু : মানুষ।

বাচন ভঙ্গি : লেখার ধরন নয়, বক্তৃতাপূর্ণ। অধ্যাপকের বক্তৃতা নয়, একজন বিপ্লবী নেতার ঝংকার পূর্ণ বক্তৃতার ন্যায়।

কুরআনের ১০টি নাম : আল-হুদা, আল-ফুরকান, আন-নূর, আয-যিকর, কিতাবুল-মুবিন, আল-কালাম, কিতাবুল মাসানী, আল-হিকমাত, কিতাবুল হাকীম, সিরাতুম- মুস্তাকীম।

## কুরআন অধ্যয়নের সমস্যা ও সমাধানের উপায়

সমস্যাসমূহ :

- ১। অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থের ন্যায় মনে করা।
- ২। একই বিষয়ের বার বার উল্লেখ।
- ৩। কোন বিষয় সূচি নেই।
- ৪। কুরআন নাখিলের প্রেক্ষাপট না জানা।
- ৫। নাসেখ-মানসুখ সমস্যা।

সমাধানের উপায়

- ১। অধ্যয়নের সময় নিরপেক্ষ মন মগজ নিয়ে বসা।
- ২। কুরআন নাখিলের প্রেক্ষাপট ও রাসূলের (সা) বিপ্লবী আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থা ও পর্যায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা।
- ৩। ঘরে বসে কুরআন বুঝার চেয়ে কুরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হতে হবে।

## আয়াত কত প্রকার?

হুকুমের দিক দিয়ে ৩ প্রকার : (১) হালাল (২) হারাম (৩) আমছাল।  
শব্দের দিক দিয়ে ২ প্রকার : (১) মুহকামাত (২) মুতাশাবিহাত।

## সূরার প্রকার ও উহার বৈশিষ্ট্যসমূহ

সূরা দুই প্রকার : (ক) মাক্কী ও (খ) মাদানী।

ক. মাক্কী সূরা : যে সমস্ত সূরা রাসূলের (সা) মাক্কী জীবনে অথবা হিজরতের পূর্বে নাখিল হয়েছে।

## উহার বৈশিষ্ট্য

- (১) সূরা ও আয়াতগুলো ছোট ছোট, সহজে মুখস্থ করার যোগ্য ও ছন্দময়।
- (২) তাওহীদ, রিসালাত এবং আখিরাত সংক্রান্ত আলোচনা।
- (৩) মাক্কী সূরা ব্যক্তি গঠনে হিদায়াত পূর্ণ।
- (৪) মানুষের ঘুমন্ত বিবেক ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে চিন্তা শক্তিকে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
- (৫) জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা।
- (৬) কুরআনের সত্যতা প্রমাণ ও ঈমান-আকীদার আলোচনা।

(৭) ব্যক্তি গঠন ও পরিশুদ্ধির নির্দেশনা।

(৮) রাসূল (সা) কে দেয়া বিরাট দায়িত্ব পালনের উপযোগী উপদেশ।

খ. মাদানী সূরা : যে সমস্ত সূরা রাসূল (সা) এর হিজরতের পরে অথবা মাদানী যুগে অবতীর্ণ হয়েছে।

### উহার বৈশিষ্ট্য

১. দীর্ঘ সূরা ও আয়াত।

২। সামাজিক বিধি-বিধান, ফৌজদারী আইন, উত্তরাধিকারী বিধান, বিয়ে-ভালাক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা।

৩। জয়-পরাজয়, শান্তি, ভীতি অবস্থায় মুসলমানদের কর্তব্যের আলোচনা।

৪। দল, রাষ্ট্র, সভ্যতা ও সামাজিকতার ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা।

৫। যুদ্ধ, সন্ধি, মুনাফিক ও কাফিরদের সাথে আচরণ সম্পর্কিত আলোচনা।

৬। ইবাদাত, আহকামে শরীয়াহ ও হালাল-হারামের বর্ণনা।

৭। ঐতিহাসিক বিবরণ এনে সত্যবাদ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

৮। শপথের প্রাবল্যকম।

### এক নজরে কুরআন

সূরা ১১৪, মাক্কী ৮৬, মাদানী ২৮, আয়াত ৬৬৬৬, (মতান্তর) ৬২৩৬, রুকু ৫৫৪, সিজদা ১৪, পারা ৩০, নাযিলকৃত ১ম পূর্ণ সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত আলাক (১-৫), সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা : আন-নাসর, সর্বশেষ আয়াত : মায়েরদার ৩৫ তম, কাতেবে ওহীর নেতৃত্বদানকারী সাহাবি হযরত য়ায়েদ বিন ছাবিত (রা), সবচেয়ে বড় সূরা আল-বাক্বারাহ, সবচেয়ে ছোট সূরা আল-কাউসার, সূরা তাওবায় বিসমিল্লাহ নেই, এ সূরার অপর নাম বারায়াত, সূরা মুহাম্মাদের অপর নাম আল-কিতাল, সূরা নামলে বিসমিল্লাহ দু'বার উল্লেখ আছে, সূরা আনফালে বদরের, তাওবায় তাবুকের, আহযাবে খন্দকের, ইমরানে উহুদের যুদ্ধের আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনে সাহাবিদের মধ্যে হযরত য়ায়েদ (রা)-এর নাম উল্লেখ আছে, কুরআনে জিব্রাইল (আ)-কে 'রুহুল আমীন' বলা হয়েছে, কুরআনে কুরআন শব্দ এসেছে ৬১ বার, জামিউল কুরআন হযরত উসমান (রা)-এর আদি পাণ্ডুলিপি তুরস্কের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে, কুরআনে হরকত দেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, কুরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন (আংশিক) মাওলানা আমীর উদ্দীন বসুনিয়া, প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন গিরিশচন্দ্র সেন, কুরআন নাযিলের সময়কাল ২৩ বছর, কুরআনে আদেশের আয়াত ১০০০, নিষেধ ১০০০, সুসংবাদ ১০০০, সতর্কবানী ১০০০, হালাল ও হারাম ৫০০, পূর্ববর্তী জাতির ইতিহাস ৫০০ আয়াত, সালাত ও যাকাতের বিধান ১৫০ আয়াত, কুরআনে নবী-রাসূলদের নাম আছে ২৫ জনের, মনযিল ৭টি, আল-কুরআনের মানসুখ আয়াত ৫টি।



## ইলমুত-তাজবীদ

সংজ্ঞা : তাজবীদ অর্থ সুন্দর ও শুদ্ধ করা।

পরিভাষায়, যে পুস্তক পাঠ করলে কুরআনুল কারীম সুন্দর ও শুদ্ধরূপে পড়া যায় তাকে তাজবীদ বলে।

প্রয়োজনীয়তা : তাজবীদ অনুযায়ী কুরআন পড়া ফরয।

মাখরাজ : আরবী হরফসমূহের উচ্চারণ স্থানকে মাখরাজ বলে। মাখরাজ ১৭টি।

ওয়াজিব গুনাহ : ن এবং م বর্ণের (হরফ) উপর তাশদীদ (°) থাকলে বাংলা চন্দ্র বিন্দুর (°) মত গুনাহ করে পড়াকে ওয়াজিব গুনাহ বলে। গুনাহ না করলে কবির গুনাহ হয়। যেমন : أُمُّ- إِنَّ اللَّهَ

লাহান : কুরআন শরীফ ভুল পড়াকে লাহান বলে। উহা দুই প্রকার :

ক. লাহানে জলী : অর্থ বড় ভুল। যে ভুলের কারণে অর্থের পরিবর্তন ঘটে। তা এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর পড়লে, এক হরফতের স্থলে অন্য হরফত উচ্চারণ করলে লাহানে জলী বলে। ইহা কবির গুনাহ। যেমন: أَلْحَمْدُ এর স্থলে أَلْهَمْدُ পড়া। أُنْعَمْتُ স্থলে أُنْعَمْتُ

খ. লাহানে খফী : অর্থ ছোট ভুল। গুনাহর স্থানে গুনাহ না করা অর্থাৎ ইখফার স্থলে ইযহার পড়া। পুরের স্থানে বারীক অর্থাৎ ُ পুরের স্থানে বারীক পড়া ইত্যাদি পড়াকে লাহানে খফী বলে। ইহা ছগীরা গুনাহ।

নূন সাকিন : যে নূনের উপর জযম (°) থাকে তাকে নূন সাকিন বলে।

উহা চার প্রকার :

ক. ইযহার : নূন সাকিন ও তানবীনের পরে হরফে হালকীর (ء-ه-ح-خ-ع-غ) যে কোন একটি হরফ আসলে গুনাহ ব্যতীত পড়াকে ইযহার বলে।

যেমন : مِنْ أَجْلِ- عَذَابٌ أَلِيمٌ

খ. ইকলাব : নূন সাকিন ও তানবীনের পরে ِ অক্ষর আসলে, তখন ঐ নূন সাকিন ও তানবীনকে 'م' দ্বারা পরিবর্তন করে পড়াকে কুলব বা ইকলাব বলে।

যেমন : مِنْ بَعْدِ- جَنْبٍ

গ. ইদগাম : নূন সাকিন ও তানবীনকে ইদগামের (ইদগামের বর্ণ ى-و-ر) (م-ل-و-ن) বর্ণের সহিত সংযুক্ত করে পড়াকে ইদগাম বলে।

مَنْ يَفْعَلْ - مِنْ مَّالٍ : যেমন :

ইহা দু'প্রকার । ১. ইদগামে বা গুন্নাহ, ২. ইদগামে বে গুন্নাহ ।

ঘ. ইখফা : নূন সাকিন ও তানবীনের পরে ইখফার হরফের যে কোন একটি হরফ আসলে উহাকে গুন্নাহ করে পড়াকে ইখফা বলে । (ইখফার হরফ :

ت - ث - ج - د - ذ - ز - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ف - ق - ك

لَنْ تَفْعَلُوا - مِنْ ذُبُرٍ : যেমন :

মীম সাকিন : যে م এর উপর জযম (°) থাকে, তাকে মীম সাকিন বলে ।

উহা তিন প্রকার :

ক. ইখফা : মীম সাকিনের পর যদি 'ب' বর্ণ থাকে, তখন উহাকে গুন্নাহ করে পড়াকে ইখফা বলে । যেমন : قُمْ بِأذنِ اللَّهِ

খ. ইদগাম : মীম সাকিনের পর যদি মীম থাকে, তবে উভয় মীমকে গুন্নাহ সহ পড়াকে ইদগাম বলে । যেমন : عَلَيْهِمْ مَطْرًا

গ. ইযহার : ب ও م ব্যতীত বাকী ২৭টি বর্ণের যে কোন একটি বর্ণ যদি মীম সাকিনের পর থাকে, তবে তাকে গুন্নাহ ব্যতীত স্পষ্ট করে পড়াকে ইযহার বলে । যথা : وَهُمْ فَاسِقُونَ

اللُّ শব্দ পড়ার নিয়ম : যদি اللُّ শব্দের ل এর পূর্ব বর্ণে যদি পেশ বা যবর থাকে, তবে ঐ ل কে মোটা এবং যদি ل এর পূর্ব বর্ণে যের থাকে, তবে উহাকে (চিকন) করে পড়তে হয় । যেমন : بِسْمِ اللَّهِ - اللَّهُمَّ

ر পড়ার নিয়ম : ر যদি যবর ও পেশ বিশিষ্ট এবং এর পূর্ব বর্ণ যদি সাকিন অবস্থায় যবর বা পেশ বিশিষ্ট হয় তবে একে মোটা করে পড়তে হয় । আর যদি ر যের বিশিষ্ট অথবা সাকিন অবস্থায় পূর্বাঙ্কর যের বিশিষ্ট হয়, তবে একে (চিকন) স্কীন করে পড়তে হয় । যেমন : رَجَالٌ - رَسُولٌ

মাদ্দ : লম্বা স্বরে দীর্ঘ করে পড়াকে মাদ্দ বলে । মাদ্দের হরফ ৩টি : و - ا - ی

মাদ্দ ছয় প্রকার : (১) মাদ্দে তাবায়ী (২) মাদ্দে মুত্তাসিল (৩) মাদ্দে মুনফাছিল (৪) মাদ্দে লীন (৫) মাদ্দে বদল (৬) মাদ্দে আরযী ।

## উলূমুল-হাদীস

হাদীস কি ?

হাদীস অর্থ নতুন কথা বা কাজ। পরিভাষায় মহানবী (সা)-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিই হাদীস। হাদীসের অপর নাম খবর।

হাদীস শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস এবং দলীল। মানব জীবন পরিচালনার জন্য কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। তাই একে ওহীয়ে গায়রে মাতলু বলে।

হাদীস হচ্ছে কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা

যেহেতু আল্লাহ বলেছেন :

مَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۝

অর্থ : তোমরা তা গ্রহণ কর যা রাসূল (সা) নিয়ে এসেছেন এবং তা থেকে বিরত থাক যা তিনি নিষেধ করেছেন। (আল হাশর: ৭)

হাদীস মূলত ওহী। আল্লাহ বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝

অর্থ : তিনি (রাসূল) ওহী ব্যতীত কোন কথাই বলেন না। (আন নাজমঃ ৩১)

অন্যত্র বলেছেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۝

অর্থঃ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলের (সা) জীবনে সর্বোত্তম আদর্শ। (আল আহযাব: ২১)

রাসূলে পাক (সা) বলেছেন :

عَنْ مَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ .

অর্থ : হযরত মালিক ইবনে আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা) বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন তা ধরে রাখবে (হিদায়াত নিবে) ততদিন বিপথগামী হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব, অপরটি আমার কর্মপদ্ধতি ও কর্মকৌশল (সুন্নাত)।

আছার : সাহাবায়ে কিরামের কথা ও কাজকে আছার বলে।

সনদ : হাদীস বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে সনদ বলে।

মতন : হাদীসের মূল অংশকে মতন বলে।

রাবী : হাদীস বর্ণনাকারীকে রাবী বলে।

রেওয়ামাত : হাদীসের বর্ণনাকে রেওয়ামাত বলে।

দেরামাত : হাদীস বাছাইয়ের পদ্ধতিকে দেরামাত বলে।

সংজ্ঞাভিত্তিক হাদীস তিন প্রকার :

১। হাদীসে ক্বাওলী : রাসূলের (সা) বিবৃতিমূলক হাদীসকে ক্বাওলী হাদীস বলে।

২। হাদীসে ফে'লী : রাসূলের (সা) বাস্তব জীবনে কর্মমূলক হাদীসকে ফে'লী হাদীস বলে।

৩। হাদীসে তাকুরিরা : মৌন সম্মতিমূলক হাদীসকে তাকুরিরা হাদীস বলে।

রাবীর সংখ্যার দিক দিয়ে হাদীস দু'প্রকার :

১। হাদীসে মুতাওয়্যাতির : ঐ হাদীস, প্রত্যেক যুগেই যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত বেশি যে, যাদের মিথ্যাচারে মতৈক্য হওয়া স্বাভাবিক ভাবেই অসম্ভব।

২। হাদীসে ওয়াহিদ : ঐ হাদীস, যার বর্ণনাকারী মুতাওয়্যাতির পর্যায় পৌছায়নি।

হাদীসে ওয়াহিদ আবার তিন প্রকার :

১। হাদীসে মাশহুর : হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর পরে কোন যুগেই বর্ণনাকারীর সংখ্যা তিনের কম ছিল না।

২। হাদীসে আজীজ : যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন যুগেই দুই এর কম ছিল না।

৩। হাদীসে গরীব : যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন কোন যুগে এক জনে পৌছেছে।

রাবীদের সিলসিলা বা সনদের দিক থেকে হাদীস তিন প্রকার :

১। হাদীসে মারফু : যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌছেছে।

২। হাদীসে মাওকুফ : যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে।

৩। হাদীসে মাকতু : যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র তাবেয়ী পর্যন্ত পৌছেছে।

রাবী বাদ পড়ার দিক থেকে হাদীস দু' প্রকার :

১। হাদীসে মুত্তাসিল : শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে হাদীসের রাবী সংখ্যা অক্ষুণ্ণ রয়েছে কখনো কোন রাবী উহ্য থাকে না, এরূপ হাদীসকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

২। হাদীসে মুনকাতি' : যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ না থেকে মাঝখান থেকে উহ্য রয়েছে, এরূপ হাদীসকে হাদীসে মুনকাতি' বলে।

**মুনকাতি' হাদীস তিন প্রকার :**

১। হাদীসে মুয়াত্তাক : যে হাদীসের সনদের প্রথম থেকে কোন বর্ণনাকারী উহ্য হয়ে যায় কিংবা গোটা সনদ উহ্য থাকে।

২। হাদীসে মু'দাল : যে হাদীসে ধারাবাহিকভাবে দুই বা তদোর্ধ বর্ণনাকারী উহ্য থাকে।

৩। হাদীসে মুরসাল : যে হাদীসের বর্ণনাসূত্রে তাবেয়ী এবং হুজুর (সা)-এর মাঝখানে সাহাবী রাবীর নাম উহ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ সনদের শেষাংশে রাবীর নাম বাদ পড়ে যায়।

**ক্রটিপূর্ণ বর্ণনার দিক থেকে হাদীস দু' প্রকার :**

১। হাদীসে শায : যে হাদীসের বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত কিন্তু তার চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনার বিপরীত।

২। হাদীসে মুয়াত্তাল : যে হাদীসের বর্ণনা সূত্রে এমন সুশ্চ ক্রটি থাকে, যা কেবল হাদীস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরাই পার্থক্য করতে পারেন।

**রাবীর গুণ অনুযায়ী হাদীস তিন প্রকার**

১। সহীহ হাদীস : যে হাদীস মুত্তাসিল সনদ (অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা সূত্র) বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী, রাবী স্বচ্ছ স্মরণ শক্তি সম্পন্ন এবং হাদীসটি শায এবং মুয়াত্তাল নয়।

২। হাসান হাদীস : 'স্বচ্ছ স্মরণশক্তি' ব্যতীত সহীহ হাদীসের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই যার মধ্যে বিদ্যমান।

৩। যয়ীফ হাদীস : যে হাদীসে উপরোক্ত সকল কিংবা কোন কোনটার উল্লেখযোগ্য একটি থাকে, তাকে যয়ীফ হাদীস বলে।

**হাদীসের আরো কতিপয় পরিভাষা ও তথ্য**

হাদীসে কুদসী : ঐ হাদীস, যার ভাব আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর ভাষা মহানবীর (সা)। ইহাকে হাদীসে রব্বানী ও ইলাহী এবং জিব্রাইলও বলে।

হাদীসে নববী : হাদীসে কুদসী ব্যতীত সকল হাদীস।

শাইখ : হাদীসের শিক্ষককে শাইখ বলে।

মুহাদ্দিস : সনদ-মতন সহ হাদীস চর্চা ও গভীর জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি।

হাক্বিয : সনদ-মতনসহ এক লক্ষ হাদীস আয়তুকারী।

হুজ্জাত : সনদ-মতনসহ তিন লক্ষ হাদীস আয়তুকারী।

হাক্বীম : সনদ-মতনসহ সমস্ত হাদীস আয়তুকারী।

আসমাউর রিজ্জাল : রাবীদের জীবনী গ্রন্থ।

রিসালাহ : মাত্র একটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই যে হাদীস গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাকে রিসালাহ বলে। ইবনে খোযাইমা রচিত আল্লাহর একত্ববাদ বিষয়ক গ্রন্থ।

ইসনাদ : মুখে মুখে হাদীসের সনদ আবৃত্তি করাকে ইসনাদ বলে।

রিজাল : হাদীসের রাবী সমষ্টিকে 'রিজাল' বলে।

আসহাবে সুফফা : যে সমস্ত সাহাবীগণ সর্বদা রাসূল (সা) এর সাথে থাকতেন, ওঠতেন, বসতেন, হাদীস শুনতেন ও মুখস্থ করতেন তাদেরকে আসহাবে সুফফা বলে। এদের সংখ্যা ছিল ৭০ জন।

বেশি হাদীস বর্ণনাকারী : পুরুষের মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা (রা) ৫৩৭৪টি, মহিলাদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা) ২২১০টি।

সিহাহ সিহাহ : ৬টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ : বুখারী ৭৩৯৭টি, মুসলিম ৪০০০টি, আবু দাউদ ৪৩০০টি, তিরমিযী ৩৮১২টি, নাসাই ৪৪৮২টি, ইবনে মাজাহ ৪৩৩৮টি।

সুনান : যে হাদীস ফিক্হের তারতীব অনুযায়ী সাজানো হয়েছে তাকে সুনান বলে।

মুসনাদ : যে হাদীস সাহাবীদের তারতীব অনুযায়ী সাজানো হয়েছে তাকে মুসনাদ বলে।

জামে' : যে হাদীস ৮টি বিষয় যথা : আকাইদ, সিয়ার, তাফসীর, আহকাম, আদব, ফিতান, রিকাব ও মানাকিব অধ্যায় বিষয়বস্তু অনুসারে সাজানো হয়েছে।

সুনানে আরবা'য়া : ৪টি হাদীস গ্রন্থ : (১) আবু দাউদ শরীফ, (২) তিরমিযি শরীফ, (৩) নাসাই শরীফ, (৪) ইবনে মাজাহ শরীফ।

সহীহাইন : বুখারী ও মুসলিমকে একত্রে বলা হয় সহীহাইন।

মুত্তাফাকুন আলাইহি : একই রাবী কর্তৃক একই হাদীস বুখারী ও মুসলিম শরীফে যা বর্ণনা করা হয়েছে।

তাফসীরে মা'ছুর : হাদীসের আলোকে যে তাফসীর করা হয় তাকে তাফসীরে মা'ছুর বলে। যেমন: ইবনে কাসীর।

সর্বশেষ ইন্তেকালকারী সাহাবীর নাম : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) ৯৩ হি:, বসরায়।

হাদীসে মুতাওয়াজির অস্বীকারকারী : কাফের।

সর্বপ্রথম হাদীস সংকলনকারীর নাম : ইবনে শিহাব যুহরী।

ইমাম বুখারীর মুখস্থ হাদীস ছিল : ৬ লক্ষ।

ফকীহ : যারা হাদীসের আইনগত দিক পর্যালোচনা করেছেন তাদেরকে ফকীহ বলে।

## ইসলামের পাঁচ রুকন

### ক. ঈমান বা বিশ্বাস

ইসলামের পাঁচ রুকনের প্রথম ও প্রধান হলো ঈমান বা বিশ্বাস। এটা ছাড়া মু'মিনের কল্পনা করাও অসম্ভব। যে সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস করতে হবে, তাই এখানে তুলে ধরা হলো।

### কুরআন

যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হবে

(১) اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُوْمِنُوْنَ كُلُّ اٰمَنَ  
بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَانْفِرَقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوْا  
سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَغَفَرَ اَنْكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

অর্থ : রাসূল তার রবের পক্ষ থেকে তার ওপর যে হিদায়াত নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে। আর যে সব লোক ঐ রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাও ঐ হিদায়াতকে মনে প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহকে ও তাঁর রাসূলদেরকে মানে এবং তাদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা আল্লাহর রাসূলদের একজনকে আর একজন হতে আলাদা করি না। আমরা নির্দেশ শুনেছি ও অনুগত হয়েছি। হে প্রভু! আমরা তোমার কাছে গুনাহ মার্ফের জন্য প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে তোমারই দিকে ফিরে যেতে হবে। (আল বাক্বারাহ: ২৮৫)

বিশ্বাসীদের কাজ নামায কায়েম ও আল্লাহর পথে ব্যয় করা

(২) الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ  
يَنْفِقُوْنَ

অর্থ : (মু'মিন তো তারাই) যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, (তাদের কাজ হলো) নামায কায়েম করে ও আমি যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (আল বাক্বারাহ: ৩)

সৎকর্মশীল ঈমানদারগণ থাকবে নির্ভীক

(৩) مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

অর্থ : যারা ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি আর সৎ কাজ করে, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে পুরস্কার। আর তাদের কোন ভয় নেই, নেই কোন চিন্তাও। (আল বাক্বারাহ: ৬২)

**বেঈমানদের কাজ-কর্ম খুবই চিত্তাকর্ষক**

(৪) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيْنًا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ

يَعْمَهُونَ ۝

অর্থ : যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের আমলসমূহ আমি খুবই চিত্তাকর্ষক করেছে। ফলে তারা বিভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায়। (আন-নামল: ৪)

(এছাড়াও, বাক্বারা: ২৫৬, আলে ইমরান: ৮৪, ১৭৯, নূর: ৬২, আনফাল: ৪, তাগাবুন: ৮)

**হাদীস**

**ঈমানের পরিচয়**

(১) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاخَةُ.

অর্থ : হযরত আমর বিন আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম; ঈমান কি? তিনি বললেন, “সবর” (ধৈর্য ও সহনশীলতা) এবং ছামাহাত (দানশীলতা, নমনীয়তা ও উদারতা) হচ্ছে ঈমান। (মুসলিম)

**প্রকৃত ঈমানদার কারা**

(২) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَ بِالْإِسْلَامِ دِينًا وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولًا.

অর্থ : হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, যে সন্তুষ্টি সহকারে আল্লাহকে নিজের রব, ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা এবং মুহাম্মাদ (সা) কে রাসূল ও নেতা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। (মুসলিম)



মু'মিনরা ভাল কাজে আনন্দ আর মন্দ কাজে অনুতপ্ত হয়

(৩) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَ سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَانْتَ مُؤْمِنٌ.

অর্থ : হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল যে, ঈমান কাকে বলে, তার নিদর্শন বা পরিচয় কি? উত্তরে তিনি বললেন, তোমাদের ভাল কাজ যখন তোমাদেরকে আনন্দ দান করবে এবং খারাপ ও অন্যায় কাজ তোমাদেরকে অনুতপ্ত করবে তখন তুমি বুঝবে যে, তুমি মু'মিন। (মুসনাদে আহমদ)

মু'মিনরা দীনের অধীন জীবন-যাপন করবে

(৪) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের কামনা বাসনাকে আমার উপস্থাপিত দীনের অধীন করতে না পারবে। (মিশকাত)

খ. সালাত বা নামায

ইসলামের দ্বিতীয় রুকন নামায। প্রত্যেক বালগ মু'মিনের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরয। নামায ব্যতীত মুসলমান হওয়ার কোন সুযোগ নেই। তাই এখানে আলোচনা করা হলো।

কুরআন

নামায পাপের বিরুদ্ধে ঢাল স্বরূপ

(১) وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থ : নামায কয়েম কর। নিশ্চয়ই নামায মানুষকে লজ্জাহীনতা, অশ্লীলতা ও সর্বপ্রকার পাপ কাজ হতে বিরত রাখে। (আল আনকাবুত: ৪৫)

গাফেল নামাযীর জন্য দুঃসংবাদ

(২) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝

অর্থ : এমন সব নামাযীর জন্যই ধ্বংস, যারা নিজ নামাযের ব্যাপারে (অন্যমনস্ক) গাফেল। (আল মাউন: ৪-৫)

আল্লাহর প্রিয়ভাজন লোকেরা পরিবারেও নামায কয়েম করে

(৩) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ

مَرْضِيًّا ۝

অর্থ : [আর ইসমাঈল (আ)] তাঁর পরিবারের লোকদেরকে নামায কয়েম ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি ছিলেন তার প্রতিপালকের (প্রিয় পাত্র) সন্তোষভাজন। (মারয়াম: ৫৫)

নামায কয়েমকারী লোকদের বন্ধু আল্লাহ

(৪) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رِكَعُونَ ۝

অর্থ : নিশ্চয়ই তোমাদের বন্ধুতো আল্লাহ, তার রাসূল ও সেসব ঈমানদার লোক যারা নামায কয়েম করে ও যাকাত আদায় করে। (আল মায়িদা: ৫৫)

সময়মত সালাত আদায় ফরয

(৫) إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّقْهُوتًا ۝

অর্থ : অবশ্যই নির্ধারিত সময়ে সালাত কয়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। (আন নিসা: ১০৩)

পরিবারের সদস্যদেরকে নামাযের নির্দেশ দিতে হবে

(৬) وَأَمْرُ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۝

অর্থ : তুমি তোমার পরিবার-পরিজনকে সালাতের আদেশ কর এবং ধৈর্য সহকারে সালাতে স্থির থাক। (ত্ব-হা: ১৩২)

অন্য আয়াতে এসেছে :

كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ۝

অর্থ : হযরত ইসমাইল (আ) তাঁর অধীনস্থ লোকদের নামায ও যাকাতের আদেশ দিতেন। (মারয়াম: ৫৫)

নিজেকে ও বংশধরকে নামায প্রতিষ্ঠার জন্য দু'আ করতে হবে

(৭) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِي

অর্থ : হে আমার মনিব! আমাকে ও আমার বংশধরকে সত্যিকারে সালাত কয়েমকারী বানাও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দু'আ কবুল কর। (ইবরাহীম: ৪০)

(এছাড়াও দেখুন, বাকুরাহ: ৪৩, ৪৫, ১১০, ২৩৮, তওবা: ৫, ১১, ৭১, মায়িদা: ১২, হজ্জ: ৪১, রুম: ৩৯, ৫৫, আশ্বিয়া: ৭৩)

হাদীস

সকল ইবাদতের মূল হলো নামায

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طَهْوَرَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا صَدْقَةَ لَهُ إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّينِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই, যার পবিত্রতা নেই তার নামায নেই, যার নামায নেই তার দীন নেই, গোটা শরীরের মধ্যে মাথার যে মর্যাদা, দীন ইসলামে নামাযের সে মর্যাদা। (মু'জামুস সাগীর)

জামা'য়াতে নামাযের গুরুত্ব

(২) عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَشِّرِ الْمَشَائِئِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যারা অন্ধকার রাতে মসজিদে গমন করে। কিয়ামতের দিন তাদের পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও। (তিরমিযি)

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম হচ্ছে নামায

(৩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حَجُّ الْبَيْتِ وَ صَوْمُ رَمَضَانَ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত (১) এ সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল (২) নামায কয়েম করা (৩) যাকাত দেয়া (৪) হজ্ব পালন করা এবং (৫) রমযানের রোযা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

সঠিক সময়ে নামায পড়া সবচেয়ে ভাল কাজ

(৪) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন কাজটি সবচেয়ে ভাল? তিনি জবাব দিলেন যথাসময়ে নামায পড়া, জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? জবাব দিলেন পিতামাতার সাথে সন্থ্যবহার করা, জিজ্ঞেস করলাম তারপর কোনটি? জবাব দিলেন আল্লাহর পথে জিহাদ। (বুখারী ও মুসলিম)

পাঁচবার গোসলে যেমন শরীর ময়লামুক্ত হয়, তেমনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায গুনাহমুক্ত করে

(৫) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِيَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ

خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرْنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرْنِهِ شَيْءٌ  
 قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কোন বাড়ীর সামনে যদি কোন প্রবাহিত নদী থাকে আর সে যদি উহাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কি কোন ময়লা থাকতে পারে? তারা (সাহাবীগণ) বললেন, তার শরীরে কোন ময়লা থাকার প্রশ্নই আসে না। রাসূল (সা) বললেন, এই হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ, এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ বান্দার যাবতীয় গুনাহ (পাপ) ক্ষমা করে দেন। (বুখারী)

### গ. সাওম বা রোযা

সাওম বা রোযা ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। ইহার মাধ্যমে মানুষের কুরিপুগুলো দমিত হয়ে অর্জিত হয় আল্লাহ ভীতির মতো মৌলিক মানবীয় গুণাবলী। সে কথাগুলো স্পষ্ট হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসে।

### কুরআন

#### রোযার উদ্দেশ্যে খোদাতীক লোক তৈরী

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ  
 عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

অর্থ : ওহে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হলো, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহভীতি অর্জন করবে। (আল বাক্বারাহ: ১৮৩)

#### রমযান হিদায়াত গ্রন্থ কুরআন নাযিলের মাস

(২) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ  
 وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۝

অর্থ : রমযান মাস, এতেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে। যা মানব জাতির জন্য হিদায়াত ও সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। (আল বাক্বারাহ: ১৮৫)

রোযা পূর্ণ করতে হবে রাত পর্যন্ত

(৩) وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ

الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۝

অর্থ : আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না তোমাদের সামনে রাতের কালো রেখা থেকে উষার সাদারেখা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ কর। (আল বাক্বারাহ: ১৮৭)

রোগী ও মুসাফিরগণ পরে রোযা পূর্ণ করবে

(৪) فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ

عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۝

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে অবশ্যই রোযা রাখে। আর যে রোগী অথবা মুসাফির তাকে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। (আল বাক্বারাহ: ১৮৫)

হাদীস

রোযার উদ্দেশ্য মিথ্যা পরিত্যাগ করানো

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ

يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং তদানুযায়ী আমল পরিত্যাগ করতে পারল না, তবে এমন ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার প্রয়োজন আল্লাহর নেই। (বুখারী)

পাপমুক্ত খাঁটি বানানো রোযার উদ্দেশ্য

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ঈমান ও হিসাব নিকাশের চেতনাসহ রোযা রাখবে তার পূর্ব ও পরবর্তী সকল গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

**রমযানে শয়তান থাকে শৃংখলিত**

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ  
إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحْتُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَ  
صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যখন রমযান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শৃংখলিত করে রাখা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

**রোযা অবস্থায় ভুলে কিছু খেলেও রোযা পূর্ণ করতে হবে**

(৪) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا  
نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَآكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطَعَمَهُ اللَّهُ  
وَسَقَاهُ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ রোযার কথা ভুলে গিয়ে কিছু খায় বা পান করে, সে যেন তার রোযা পূরা করে। কারণ আল্লাহ তাকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

**ঘ. যাকাত**

যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। প্রত্যেক ছাহেবে নিসাব যাদের কাছে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা তার সম পরিমাণ সম্পদ যদি এক বছর পূর্ণ করে তাহলে তাকে সেই সম্পদের শতকরা আড়াই টাকা নির্দিষ্ট খাতে দান করতে হয়, আর ইহাকে যাকাত বলে।

## কুরআন

যাকাত আদায়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও সম্পদের বৃদ্ধি হয়

(১) وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُضْعِفُونَ ۝

অর্থ : আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমরা যাকাত দাও, যাকাত দানকারী প্রকৃতপক্ষে তার সম্পদ বর্ধিত করে। (আর রুম: ৩৯)

ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের ৪টি কাজের অন্যতম কাজ যাকাত আদায় করা

(২) الَّذِينَ إِن مَّكَّنْتُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا

الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ

الْأُمُورِ ۝

অর্থ : তারা এমন লোক, যাদেরকে আমরা ক্ষমতা দিলে (১) নামায কায়েম করবে (২) যাকাত প্রদান করবে (৩) সৎ কাজের আদেশ দিবে ও (৪) অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আর সব বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর হাতে। (আল হজ্জ: ৪১)

যাকাতের হকদার আট শ্রেণীর লোক

(৩) إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۝

অর্থ : অবশ্যই যাকাত পাবে তারা যারা (১) ফকির (নিঃসম্বল) (২) মিসকিন (অভাবগ্রস্ত) (৩) যাকাত আদায় ও বন্টনের কর্মচারী (৪) মুয়াল্লাফাতুল কুলূব (ধর্মের জন্য যাদের মনজয় করা প্রয়োজন) (৫) দাসদের দাসত্ব মোচনের জন্য (৬) ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের জন্য (৭) আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) (৮) মুসাফিরদের জন্য। ইহা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয। (আত তাওবাহ: ৬০)



যাকাত প্রদানকারীরা হলো দীনি ভাই

(৬) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي

الدِّينِ ۝

অর্থ : যদি তারা (কুফর ও শিরক থেকে) তওবা করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদের দীনি ভাই। (আত তাওবাহ: ১১)

যাকাত দানে সম্পদ ও আত্মা পবিত্র হয়

(৫) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ۝

অর্থ : তুমি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর। এর দ্বারা তুমি তাদের অন্তর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবে এবং সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটাবে। (আত তাওবা: ১০৩)

যাকাত দানের মাধ্যমে বঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়

(৬) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝

অর্থ : তাদের (ধনীদের) সম্পদে গরীব, অসহায় ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে। (আয যারিয়াত: ১৯)

(এছাড়াও দেখুন, বাকুরা: ৪৩, ৪৫, ১১০, আশিয়া: ৭৩, মারয়াম: ৩১, ৫৫, মায়েরা: ১২-৫৫, তাওবা: ৫, ৭১)

হাদীস

যাকাত না দিলে সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়

(১) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ يَقُولُ مَا خَالَطَتِ الزَّكَاةُ مَالًا قَطُّ إِلَّا أَهْلَكَتُهُ.

অর্থ : হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছেন, যে সম্পদের সাথে যাকাতের (সম্পদ ও টাকা) সংমিশ্রণ ঘটে তা ধ্বংস হয়ে যায়। (মিশকাত)

জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম আমল হলো যাকাত আদায়

(২) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ رَسُولُ ﷺ

أَخْبَرَنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَ

تُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ.

অর্থ : হযরত আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বললো: আমাকে এমন আমলের কথা জানান, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তিনি বলেন, তুমি আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে আর কোন কিছুকে শরীক করো না, নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখো। (বুখারী ও মুসলিম)

**বাইয়াত যাকাত আদায়ের জন্য**

(৩) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَاتِّبَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

অর্থ : হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী করিমের (সা) কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছি নামায কায়েমের জন্য, যাকাত দেয়ার জন্য এবং প্রতি মুসলমানের কল্যাণ কামনার জন্য। (বুখারী ও মুসলিম)

**যাকাত অনাদায়ী সম্পদ সাপ হয়ে দংশন করবে**

(৪) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَوَتَهُ مِثْلَ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا أَقْرَعُ لَهُ زَبَيْبَتَانِ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ يَعْزِي شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَنْزُكَ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে ধন-সম্পদ পেয়েছে কিন্তু সে উহার যাকাত আদায় করেনি। কিয়ামতের দিন ঐ ধন-সম্পদ এমন বিষধর সাপে পরিণত হবে যার মাথার উপর থাকবে দু'টি কালো দাগ। এ সাপ সে ব্যক্তির গলায় পেচিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর সাপ উক্ত ব্যক্তির গলায় ঝুলে তার দু'গালে কামড়াতে থাকবে এবং বলবে আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিতে সম্পদ। (বুখারী ও নাসাঈ)

## ৬. হজ্জ

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হচ্ছে হজ্জ। বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সুদৃঢ় করণের অন্যতম উপায়। যার শারিরিক সুস্থতা ও অর্থনৈতিক সামর্থ আছে তার উপর হজ্জ ফরয। সে সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গিই তুলে ধরা হলো এখানে।

## কুরআন

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা কুফরীর সমান

(১) وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا  
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝

অর্থ : মানুষের উপর আল্লাহর এ অধিকার যে, বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌছবার শক্তি সামর্থ্য যে রাখে, সে যেন হজ্জ করে এবং যে এ নির্দেশ অমান্য করে কুফরীর আচরণ করবে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ বিশ্ব প্রকৃতির ওপর অবস্থানকারীদের মুখাপেক্ষী নন। (আলে ইমরান: ৯৭)

হজ্জের সময় নিষিদ্ধ কাজসমূহ

(২) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ  
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۝

অর্থ : হজ্জের মাসসমূহ সকলেরই জানা, যে ব্যক্তি এ নির্দিষ্ট মাস সমূহে হজ্জের নিয়ত করবে, তাকে এ দিক দিয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে, হজ্জকালীন সময়ে তার দ্বারা যেন কোন পাশবিক লালসা ভৃষ্টির কাজ, কোন জিনা-ব্যভিচার, কোন রকমের লড়াই কিংবা ঝগড়ার কথাবার্তা না হয়। (আল বাক্বারাহ: ১৯৭)

সাফা-মারওয়া সা'য়ী করায় রয়েছে প্রতিদান

(৩) إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ  
أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ  
اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۝

অর্থ : নিশ্চয়ই সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন। অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের হজ্জ অথবা উমরা করবে এই দুই পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়ানো তার পক্ষে পাপের কাজ নয়। আর যে কেউ নিজ ইচ্ছা, আত্মহ ও উৎসাহের সাথে কোন কল্যাণকর কাজ করবে মহান আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত ও উহার পুরস্কার প্রদান করবেন। (আল বাক্বারাহ: ১৫৮)

হজ্জ-ওমরাহ আদায় আল্লাহর নির্দেশ

(৪) وَاتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۝

অর্থ : মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর (আদায় কর)। (আল বাকারাহ: ১৯৬)

(এছাড়াও দেখুন, বাকারা: ১৫৮, ১৯৫, ১৯৬, হজ্জ: ২৭)

## হাদীস

হজ্জ আদায় নিষ্পাপ হওয়ার মাধ্যম

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ أَتَى الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُتْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরে (কা'বা) এলো এবং কোন প্রকার অশ্লীলতা ও ফিসক ফুজুরীতে (পাপাচারে) নিমজ্জিত হয়নি, তবে সেখান থেকে সে ফিরে আসে, যেমন নিষ্পাপ অবস্থায় তার মা তাকে ভুমিষ্ট করেছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

হজ্জ সর্বোত্তম কাজের অন্যতম

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন আমল অধিক উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান। জিজ্ঞেস করা হলো অতঃপর কি? বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ। জিজ্ঞেস করা হলো তার পর কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, কবুল হওয়া হজ্জ। (বুখারী ও মুসলিম)

হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে সাথে হজ্জ করা ফরয

(৩) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ وَفَصَلَ الرَّاحِلَةَ وَتَعَرَّضُ الْحَاجَةَ.

অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জের ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন তাড়াতাড়ি তা সম্পাদন

করে ফেলে। কেননা সে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, তার উট হারিয়ে যেতে পারে বা অন্য কোন প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। (ইবনে মাজাহ)

**হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে সাথেই আদায় করতে হবে**

(৪) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحَجُّوا.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, ওহে লোকেরা! আল্লাহ তোমাদের ওপর হজ্জ ফরয করেছেন, অতএব হজ্জ কর।

**নারী ও অসহায় দুর্বলদের জিহাদ হলো হজ্জ করা**

(৫) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ قَالَ جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, বয়স্ক, শিশু, দুর্বল ও নারীদের জিহাদ হলো হজ্জ ও উমরা পালন করা। (নাসাঈ)

**হাজীগণও মুজাহিদের মত আল্লাহর মেহমান**

(৬) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

الْغَزَايِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفَدَّ اللَّهُ دُعَاهُمْ فَاجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ.

অর্থ : হযরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং হজ্জ ও উমরা পালনকারী আল্লাহর মেহমান। আল্লাহ তাদের আহ্বান করেছেন, তারা সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। তারা আল্লাহর কাছে যা চাইছে আল্লাহ তাই তাদের দিয়ে দিচ্ছেন। (ইবনে মাজাহ)

## মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই পৃথিবীতে হাজারো সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম বা “আশরাফুল মাখলুকাত” হচ্ছে মানুষ। তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে পৃথিবীর সকল পঙ্কিলতা হতে মুক্ত হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। আর আদর্শ নেতা হিসেবে প্রিয় নবী (সা) কে অনুসরণ করা। তাদের সকল তৎপরতার কেন্দ্র বিন্দু হবে মহামহিম রাক্বুল আলামীনের কাছে সঁপে দিয়ে তাঁরই সন্তোষ অর্জন করা। নিম্নোক্ত কুরআন ও হাদীস তারই প্রমাণ।

### কুরআন

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য মনিবের গোলামী করা

(১) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

অর্থ : আমি জ্বীন এবং মানব জাতিকে আমার ইবাদত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। (আয যারিয়াহ: ৫৬)

সকল কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু আল্লাহ

(২) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

অর্থ : আমি সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বিশেষভাবে কেবল সেই মহান সত্ত্বাকেই ইবাদত বন্দেগীর জন্য নির্দিষ্ট করলাম, যিনি সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (আল আন'য়াম: ৭৯)

সব কিছুর মালিক আল্লাহ

(৩) قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ ۝

অর্থ : বল, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবই বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। (আল আন'য়াম: ১৬২)

সত্যের সাক্ষ্যই মানুষের কাজ

(৪) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝

অর্থ : আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী জাতি বানিয়েছি, যাতে করে তোমরা লোকদের জন্যে সাক্ষী হও আর রাসূলও যেন তোমাদের জন্যে সাক্ষী হন। (আল বাকুরাহ: ১৪৩)

সফলতার পূর্ব শর্ত আল্লাহর পথে চেষ্টা

(৫) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

অর্থ : ওহে! তোমরা যারা ঈমান এনেছো! আল্লাহকে ভয় কর। মাধ্যম (উসিলা) অন্বেষণ কর, সংগ্রাম অব্যাহত রাখ আল্লাহর পথে, আশা করা যায় তোমরা সফলতা অর্জন করবে। (আল মায়েরা: ৩৫)

ঈমানের দাবি আল্লাহর ভালবাসা

(৬) وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

অর্থ : যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ তা'আলাকে অত্যধিক ভালবাসেন। (আল বাকুরাহ: ১৬৫)

(এছাড়াও দেখুন, আলে ইমরান: ১১০, মায়েরা: ৩৫, হুদ: ৫০, ফুচ্ছিলাত: ৫০, যুমার: ১০, তাওবা: ১১১, বাকুরাহ: ২০৭, ইউনুস: ৭, বাইয়্যিনাহ: ৫, ৮, লাইল: ২০, ২১, নিসা: ৪৬)

হাদীস

যা ঈমানের পরিপূর্ণতা আনে

(১) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَ

بِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا.

অর্থ : হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা) বলেন, সে-ই ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পেয়েছে, যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা (দীন) এবং মুহাম্মাদ (সা) কে রাসূল হিসাবে পেয়ে সম্বৃত্ত হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

মু'মিনের পরিচয় সবচেয়ে বেশি আল্লাহর রাসূলের ভালবাসা

(২) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا

يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَ النَّاسِ  
أَجْمَعِينَ.

অর্থ : হযরত আনাস (রা) বলেন। রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, তার সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই। (মিশকাত)

আল্লাহর দাসত্বই জান্নাতের ঠিকানা

(৩) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

অর্থ : হযরত মুয়াজ্জ বিন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, বেহেশতের চাবি হচ্ছে এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ (মা'বুদ) নেই। (বুখারী)

সকল তৎপরতা আল্লাহরই জন্য নিবেদিত

(৪) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَابْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ.

অর্থ : হযরত আবু উমামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্বন্ধির জন্য কাউকে ভালবাসলো, তাঁরই জন্যে কাউকে ঘৃণা করলো, তাঁরই জন্যে কাউকে দান করলো এবং তাঁরই সন্তোষ লাভের নিমিত্তে কাউকে দান করা থেকে বিরত থাকলো—তবে নিঃসন্দেহে সে নিজ ঈমানকে পূর্ণতা দান করলো। (আবু দাউদ)

ভালবাসা ও শক্রতা হবে আল্লাহর সন্তোষের জন্য

(৫) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَابْغُضُ فِي اللَّهِ.

অর্থ : হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম কাজ হচ্ছে আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং তাঁরই জন্য শক্রতা করা। (বায়হাকী)



## আল্লাহর পথে ডাকা বা দা'ওয়াত ইলাল্লাহ

মহাব রাক্বুল 'আলামীন তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন উত্তম অবয়বে। তাঁদেরকে আত্মশুদ্ধি তথা পবিত্রতম জীবন যাপনের জন্য দিয়েছেন যুগে যুগে দিক-নির্দেশনা। আর এদিকে দিশেহারা জাতিকে পথ নির্দেশনার জন্য পাঠিয়েছেন অসংখ্য নবী ও রাসূল। তাদের প্রত্যেকের এক ও অভিন্ন কাজ ছিল সৃষ্টিকে আহ্বান করে স্রষ্টার মহত্বের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে, সুখী সুন্দর ও সুশীল সমাজ বিনির্মাণ করা। কিন্তু প্রিয় নবী (সা) এর তিরোধানের পর 'উম্মাতে ওসাত' হিসেবে কাজটি এসেছে উম্মাতে মুহাম্মদীর উপর। এজন্যই বলা হয়, 'দাওয়াতী কাজ মু'মিন জীবনের মিশন'। সত্যিকার অর্থে একটি কাঙ্ক্ষিত সমাজ বিপ্লবের জন্য চাই পরকালমুখী কাঙ্ক্ষিত জনশক্তি, আর এ জন্য প্রয়োজন দাওয়াতী তৎপরতা। এছাড়া নেই মুক্তির অন্যকোনো পথ। যা আলোকপাত করা হলো কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নোক্তভাবে।

### কুরআন

#### আল্লাহর পথে ডাকার পদ্ধতি

(১) **أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ**

**وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۝**

অর্থ : ডাক, তোমার প্রভুর দিকে, হিকমত ও উত্তম কথার মাধ্যমে এবং তর্ক কর (যুক্তিসহ) সর্বোত্তম পন্থায়। (আন নাহল: ১২৫)

#### মুসলমানদের সর্বোত্তম কাজ

(২) **وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا**

**وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝**

অর্থ : তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে পারে? যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং ঘোষণা করে আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। (হা-মীম আস সাজদাহ: ৩৩)

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য দু'টি; সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজের নিষেধ

(৩) **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ**

**وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ**

অর্থ : তোমাদেরকে উত্তম জাতি হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাদের কাজ হল তোমরা মানুষদের সৎ পথে আহ্বান করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। (আলে ইমরান: ১১০)

নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য

(৬) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ○

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ○

অর্থ : হে নবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি স্বাক্ষী স্বরূপ, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর প্রতি আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে। (আল আহযাব: ৪৫-৪৬)

দাওয়াতী কাজ না করলে জালিম হতে হবে

(৫) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ○

অর্থ : যার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে, সে যদি তা গোপন রাখে, তাহলে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে ? (আল বাকুরাহ: ১৪০)

দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভের কাজ

(৬) وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

অর্থ : তোমাদের মধ্যে অবশ্যই একটা দল থাকবে, যারা জাতির লোকদেরকে আহ্বান করবে কল্যাণ ও ন্যায়ের দিকে এবং বিরত রাখবে অকল্যাণ ও অন্যায় থেকে। আর এরাই হবে সফলকাম। (আলে ইমরান: ১৪০)

সকল জাতির কাছেই দাওয়াতসহ নবী পাঠানো হয়েছে

(৭) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا

فِيهَا نَذِيرًا ○

অর্থ : আমি তোমাকে প্রকৃত সত্য সহকারে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে। কোন উম্মতই অতিবাহিত হয়নি যাদের নিকট কোন না কোন সতর্ককারী আসেনি। (আল ফাতির: ২৪)

(এছাড়াও দেখুন, আলে ইমরান: ১১০, বাকুরাহ: ২০৮, মুদ্দাসসির: ১-৩, মায়েদা: ৬৭, আ'রাফ: ৫৯, ৭৩, ৮৫, শুরা: ১৫, ইবরাহীম: ৫, ইউসুফ: ১০৮, ফাতির: ২৪, বনী ইসরাঈল: ৫৩)

## হাদীস

দা'ওয়াত প্রদান রাসূলের (সা) নির্দেশ

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلِّغُوا عَنِّي وَ لَوْ آيَةً.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত জানলেও তা অপরের কাছে পৌঁছে দাও। (বুখারী)

দা'ওয়াত দানের পদ্ধতি

(২) عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَ بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا.

অর্থ : হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা (দীনের দা'ওয়াত) সহজ করো, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও, বিতর্কিত করো না। (বুখারী ও মুসলিম)

দীনি দা'ওয়াত অনাগতদের কাছে পৌঁছানো দায়িত্ব

(৩) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

অর্থ : মহানবী (সা) বলেছেন, আজকে যারা উপস্থিত তারা অনুপস্থিতদের কাছে (আমার বাণী) পৌঁছে দাও। (বুখারী)

দীন পুনরুজ্জীবিত করা অবশ্যকরণীয়

(৪) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَضَرَ اللَّهُ أُمَّرًا سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى لَهٗ مِنْ سَامِعٍ.

অর্থ : হযরত উবাদাহ বিন ছামিত (রা) হতে বর্ণিত। মহানবী (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালার দ্বারা ধন্য করবেন সেই ব্যক্তিকে, যে আমার নিকট হতে কোন কিছু শুনল এবং উহা যেভাবে শুনল সেভাবে অন্য লোকের নিকট পৌঁছে দিল। কেননা প্রথম শ্রোতা অপেক্ষা উহা পরে যার নিকট পৌঁছায় সে-ই উহার সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। (তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ)

সাওয়াবে জারিয়ার মাধ্যম হলো দাওয়াতী কাজ

(৫) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ  
مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا  
يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তির দাওয়াতে কেউ হিদায়েত প্রাপ্ত হয়, তাহলে দাওয়াতীর জন্য (পুরস্কার) প্রতিদান হল হিদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তির সমান। এতে তার অংশের কোন কমতি হবে না। (মুসলিম)

আমলহীন দাওয়াত দানকারীর পরিণাম

(৬) عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيِّ صَاحِبِ  
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مِثْلُ الَّذِي يُعْلَمُ  
النَّاسَ الْخَيْرِ فَيُنْسِنُ نَفْسَهُ كَمِثْلِ السِّرَاجِ يُنْصِ النَّاسَ وَ يُحْرِقُ  
نَفْسَهُ.

অর্থ : হযরত আবু তামিমা কর্তৃক সাহাবি জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ আল আযদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে সততা শিক্ষা দেয় এবং নিজের কথা ভুলে যায় সে হচ্ছে মোমবাতির মত। যা মানুষকে আলো দেয়, কিন্তু নিজেকে জালিয়ে দেয়। (আত তাবরাযী)

দু'আ কবুলের অন্যতম শর্ত হলো দাওয়াতী কাজ

(৭) عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَ الَّذِي  
نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ يُوشِكَنَّ  
اللَّهُ أَنْ يَبْعَكَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَ لَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

অর্থ : হযরত আবু হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) এরশাদ করেছেন, আমি শপথ করে বলছি- যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন। অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজের নিষেধ করবে। নতুবা তোমাদের ওপর অচিরেই আল্লাহর আযাব নাযিল হবে। অতঃপর আযাব হতে পরিত্রাণ চেয়ে দু'আ করলেও তোমাদের দু'আ কবুল হবে না। (তিরমিযি)

## সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন বা সংগঠন

আল্লাহ এই দুনিয়ায় সর্বোত্তম সৃষ্টি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সামাজিকভাবে সংঘবদ্ধ করে। এজন্য বলা হয় Man can not live alone. তাই মানুষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। মানুষ একে অপরের সুখ দুঃখে হয় পরস্পর অংশীদার। বিশেষ করে মুসলিম মিল্লাতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব কোন ক্রমেই সম্ভব নয় একাকী পালন করা। সংঘবদ্ধ জীবনে রয়েছে মুসলমানের কাঙ্ক্ষিত সফলতা ও সরল সঠিক পথের ঠিকানা। পরিত্রাণ পাওয়া যায় শয়তানের সর্বগ্রাসী আক্রমণ হতে। দায়িত্ব পালন সহজ ও সম্ভব হয় Team Sprit এর মাধ্যমে। যা চিত্রিত হবে নিম্নোক্ত কুরআন ও হাদীস দিয়ে।

### কুরআন

#### সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন ফরয

(১) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

অর্থ : তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (আলে ইমরান: ১০৩)

#### নেতার নির্দেশের অধীনে থাকতে হবে

(২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۝

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তোমাদের দায়িত্বশীলের আনুগত্য কর। (আন নিসা: ৫৯)

#### সংঘবদ্ধ জীবনই সিরাতুল মুসতাক্বীম

(৩) وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

অর্থ : যারা সংঘবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জু ধারণ করবে, মূলত তাঁদের জন্যই রয়েছে হিদায়াতপূর্ণ সরল সঠিক পথ। (আলে ইমরান: ১০১)

#### সংঘবদ্ধ জীবন জান্নাতের নিশ্চয়তা আর সফলতা আল্লাহর দলের

(৪) وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ

اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

অর্থ : তিনি তাদেরকে এমন সব জান্নাতে দাখিল করবেন, যে সবের নিম্ন দেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান। তাতে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও সন্তুষ্ট তাঁর প্রতি। এরা আল্লাহর দলের লোক। জেনে রাখ! আল্লাহর দলের লোকেরাই কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। (আল মুজাদালাহ: ২২)

**সংঘবদ্ধ লোকদের জন্য আল্লাহর ভালবাসা**

(৫) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ  
بُنْيَانًا مَّرْصُوصًا ۝

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সংগ্রাম অব্যাহত রাখে, যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর। (আছ হুফ: ৪)

**শরী‘আহ আইন ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর হুকুম**

(৬) شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالذِّئَىٰ أَوْحَيْنَا  
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ  
وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۝

অর্থ : তিনি তোমাদের জন্য দীনের সেই সব নিয়ম-কানুন (শরী‘য়াহ) নির্ধারিত করেছেন যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন এবং (হে মুহাম্মাদ) যা এখন আমি তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি। আর যার আদেশ দিয়েছিলাম আমি ইব্রাহিম (আ), মুসা (আ) ও ঈসা (আ) কে, তার সাথে তাকিদ করেছিলাম এই বলে, এ দীনকে কায়ম করো এবং এ ব্যাপারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (আশ শুরা: ১৩)

(এছাড়াও দেখুন, নিসা: ১৪৬, ১৭৫, বাক্বারাহ: ১৪৩, আলে ইমরান: ১০৪, ১০৪, ১১০, হুজ্ব: ৭৮, মু‘মিনুন: ৫২, শুরা: ১৩)

**হাদীস**

**সংগঠন-ই ইসলাম**

(১) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا إِسْلَامَ إِلَّا  
بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةٌ إِلَّا بِإِمَارَةٍ وَلَا إِمَارَةٌ إِلَّا بِطَاعَةٍ.

অর্থ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সংগঠন ব্যতীত ইসলাম নেই আর নেতৃত্ব ব্যতীত সংগঠন নেই এবং আনুগত্য ব্যতীত নেতৃত্ব নেই। (আসার)

ভ্রমণ অবস্থায় হলেও সুসংগঠিত থাকতে হবে

(২) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ.

অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখন তোমরা তিনজন ভ্রমণে থাক, তখনো একজনকে নেতা বানিয়ে নাও। (আবু দাউদ)

সংগঠন ছাড়া মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَرَّقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্যকে অস্বীকার করতঃ জামায়াত পরিত্যাগ করল এবং সেই অবস্থায়ই সে মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম শরীফ)

সংগঠন ছেড়ে দেয়া ইসলাম ত্যাগের নামাশ্বর

(৪) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ.

অর্থ : হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি জামায়াত (সংগঠন) ত্যাগ করে এক বিষত পরিমাণ দূরে সরে গেল সে যেন ইসলামের রজু হতে তার গর্দানকে আলাদা করে নিল। (আহমাদ ও আবু দাউদ)

বিচ্ছিন্নতাবাদী জাহান্নামে যাবে

(৫) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى ضَلَالَةٍ وَ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ.

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালার আমার উম্মতকে অথবা মুহাম্মাদ (সা)-এর উম্মতকে কখনো ভুল সিদ্ধান্তের উপর সংঘবদ্ধ করবেন না। আর জামায়াতের উপরই আল্লাহর রহমত। সুতরাং যে জামায়াত হতে বিচ্ছিন্ন হবে সে জাহান্নামে পতিত হবে। (তিরমিযি)

আল্লাহর নির্দেশিত পাঁচটি কাজের একটি সংগঠন করা

(৬) عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا أُمْرُكُمْ بِخُمْسٍ وَاللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَدَرٌ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجَعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى لِلْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى قَالَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَرَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ.

অর্থ : হযরত হারিস আল আশয়ারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি, আর এ বিষয়ে আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাহলোঃ (১) জামায়াতবদ্ধ হবে (২) নেতার কথা শুনবে (৩) আনুগত্য করবে (৪) মন্দ বিষয়ে ত্যাগ (হিজরত) এবং (৫) জিহাদ করবে।

যে ব্যক্তি ইসলামী সংগঠন ছেড়ে এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে গেল। সে যেন নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রজ্জু খুলে ফেলল। অবশ্য যদি সে ফিরে আসে তাহলে ভিন্ন কথা। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের দিকে (অনৈক্য, বিশৃংখলা ও মানব রচিত মতবাদ) আহ্বান জানাবে সে হবে জাহান্নামী।

সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! নামায-রোযা আদায় করলেও কি সে জাহান্নামী হবে? রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ, যদি সে নামায-রোযা পালন করে এবং মুসলমান বলে দাবী করে, তাহলেও সে জাহান্নামী হবে। (আহমদ, হাকেম ও তিরমিযি)



## ইসলামী তা'লীম বা প্রশিক্ষণ

সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যই নবী রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য। প্রত্যেক নবী (আ)-এর কাজ ছিল মানুষ যা জানতো না তা জানানো, অপবিত্র থেকে পবিত্র করানো। আর এ জানার মাধ্যমেই স্রষ্টার সাথে গড়ে ওঠতে পারে মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা। মূর্খতাই যে সকল অপকর্মের একমাত্র ফসল তার বাস্তবচিত্র তৎকালীন জাহেলিয়াতের যুগ ও আধুনিক তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতা। তাই আল্লাহর পরিচয় পাওয়ার জন্য কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের কোন বিকল্প নেই, নেই সরল সঠিক পথে ইস্তিকামাত থাকার জন্যও। আর সে কথাই স্পষ্ট হচ্ছে নিম্নোক্ত কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে।

### কুরআন

উপদেশ জ্ঞানীদের জন্য/ শিক্ষিত-অশিক্ষিত এক নয়

(১) قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ  
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝

অর্থ : হে নবী! বলুন, যে জানে ও যে জানে না এরা উভয়ই কি কখনো সমান হতে পারে? বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই তো নসীহত কবুল করে থাকে। (আয যুমার: ৯)

জ্ঞানীগণ আল্লাহকে ভয় করেন

(২) إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
غَفُورٌ ۝

অর্থ : প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে কেবল ইল্ম সম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও ক্ষমাকারী। (আল ফাতির: ২৮)

শিক্ষিত-অশিক্ষিতদের মধ্যে পার্থক্য

(৩) قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تُسْتَوَى الظُّلُمَاتُ  
وَالنُّورُ ۝

অর্থ : বলুন, হে নবী! অন্ধ ও চক্ষুস্মান লোক কি কখনো এক হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি কখনো এক ও অভিন্ন হয়? (আর রা'দ: ১৬)

## জ্ঞানীদের জন্য জ্ঞানাতের প্রতিশ্রুতি

(১) يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (আল মুজাদালাহ: ১১)

### হাদীস

#### জ্ঞানীরা শয়তানের শত্রু

(১) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْفِ عَابِدٍ.

অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, একজন সমঝদার আলেম, শয়তানের নিকট এক হাজার আবেদের চেয়ে অধিক ভয়াবহ। (তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ)

#### দীনি জ্ঞানার্জন অবশ্য কর্তব্য

(২) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

অর্থ : হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইলম সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর (ফরয) অবশ্য কর্তব্য। (ইবনে মাজাহ)

#### জ্ঞান আল্লাহর অনুগ্রহ বিশেষ

(৩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ

يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালার যাকে কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন, তাকে তিনি দীন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও সমঝ দান করেন। (মুসনাদে আহমদ)

#### জ্ঞানার্জন জিহাদের সমান

(৪) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ

خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ. كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে (জিহাদের মধ্যে) অবস্থান করে। (তিরমিযি)

### শিক্ষক স্রষ্টা ও সৃষ্টির আশির্বাদ প্রাপ্ত

(৫) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ  
فَضَّلَ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضَلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
ﷺ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَاهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةِ فِي  
جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتِ لِيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الْخَيْرِ.

অর্থ : হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, আবেদের ওপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক তেমনি পর্যায়ের যেমন তোমাদের একজন সাধারণ মুসলমানের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অবশ্য যারা লোকদেরকে দীনের ইলম শেখায় আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ এবং পৃথিবী ও আকাশের অধিবাসীবৃন্দ এমন কি গর্তে অবস্থানকারী পিঁপড়া ও মাছেরা পর্যন্ত তাদের জন্য দোয়া করে। (তিরমিযি)

### জ্ঞান গোপন রাখার পরিণাম

(৬) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
ﷺ مَنْ سَتَلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তিকে দীনের কোন ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে তা গোপন রাখে তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে। (তিরমিযি ও আবু দাউদ)

### চরিত্রসম্পন্ন লোকেরাই ঈমানদার

(৭) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মু'মিনদের মধ্যে সে ব্যক্তিই ঈমানের পূর্ণতা লাভ করেছে, নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে যে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম। (মিশকাত)

## ইসলামী শিক্ষা ও মানব সমস্যা

বলা হয়ে থাকে “মান আরাফা নাফসাহ্ ফাকুদ আরাফা রাব্বাহ্” ঠিক সে ব্যক্তিই আল্লাহর পথে চলতে সক্ষম এবং এ কঠিন সংগ্রামের পথে অটুট ও অবিচল থাকতে পারে, যে জ্ঞানের সমরান্বে সজ্জিত। আর প্রকৃত কল্যাণ তারাই লাভ করতে সক্ষম যারা সৃষ্টির সেবায় নিজেদেরকে করে নিয়োজিত। এগিয়ে যায় অপরকে সাহায্য করতে। আল কুরআন ও হাদীসে সে কথাই ভেসে ওঠে দীর্ঘ হয়ে।

### কুরআন

জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানই নবী শ্রেণের উদ্দেশ্য

(১) كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَ يَزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝

অর্থ : যেমন আমি তোমাদের জন্য স্বয়ং তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করে তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেয় এবং যেসব কথা তোমাদের জানা নেই তা জানিয়ে দেয়। (আল বাক্বারাহ: ১৫১)

পড়তে হবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান

(২) اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْزَمْ ۝

অর্থ : (১) পড়, তোমার আপন প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। (২) মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবদ্ধ রক্ত হতে। (৩) সেই প্রভুর নামেই পড়, যিনি সম্মানিত। (৪) যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। (৫) মানুষকে তিনি শিখিয়েছেন যা তারা জানত না। (আল আলাকু: ১-৫)

কুরআন স্তনার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর করুণা

(৩) وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

অর্থ : যখন তোমাদের সামনে কুরআন পড়া হয়, তখন মনোযোগের সাথে তা শুন এবং চুপ থাক। সম্ভবত এর মাধ্যমে তোমাদের প্রতি করুণা বর্ষিত হবে। (আল আ'রাফ: ২০৪)

বিজ্ঞান শেখানোই রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য

(৪) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ

أَيَّتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۝

অর্থ : তিনিই সেই মহান সত্ত্বা যিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের জন্য একজন নিরক্ষর রাসূল পাঠিয়েছেন। যিনি তাদেরকে আমার নিদর্শন (আয়াত) সমূহ পেশ করবেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন, তাদেরকে শিক্ষা দিবেন কিতাব ও (হিকমত) কলা-কৌশল। (আল জুমুআ: ২)

জ্ঞানীদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা

(৫) إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

غَفُورٌ ۝

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে কেবল জ্ঞান সম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহাশক্তিশালী ও ক্ষমাশীল। (আল ফাতির: ২৮)

(এছাড়াও দেখুন, নাহল: ৮৯, যুমার: ৯, ২৩, আহকাফ: ৭, নাজম: ১৭, ২৩, তাওবা: ১২২, ছোয়াদ: ২৯, রাহমান: ১-৪, মুজাদালা: ১১, রাদ: ১৬, ১৯, আলে ইমরান: ৭, ১৮, কাহফ: ৬৫, ৬৬, ত্বহা: ১১৪।)

হাদীস

অন্যকে সাহায্য করার মধ্যেই আল্লাহর সাহায্য

(১) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ .

অর্থ : হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না, আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেন না। (বুখারী)

নফল নামাযের চেয়ে জ্ঞানার্জন উত্তম

(২) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ أَحْيَائِهَا.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন: রাতের কিছু অংশ জ্ঞান চর্চা করা গোটা রাত জেগে (নফল) ইবাদত করার চেয়ে উত্তম। (দারেমী, মিশকাত)

শিক্ষার্থীর জন্য সবাই মাগফিরাত কামনা করে

(৩) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أجنحتها لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَأَنَّ الْعَالِمَ لَيْسَتْ غَفْرٌ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحَيَاتَانِ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ.

অর্থ : হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি (ইলম) জ্ঞান সন্ধান করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে যাওয়ার পথ সহজ ও সুগম করে দিবেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম সন্ধানীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পাখা বিছিয়ে দেন। আলিমের জন্য আসমান জমিনের সব অধিবাসীই আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফীর জন্য দু'আ করে, এমনকি পানির ভেতরের মাছও। শুধুমাত্র ইবাদতকারী অপেক্ষা আলিম

তত বেশি মর্যাদাবান, যত বেশি মর্যাদা পূর্ণিমা রাত্রের চন্দ্রের, সমগ্র তারকার তুলনায়। আলিমগণ নবীদের ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী) এবং নবীগণ কোন টাকা পয়সা রেখে যান না। তারা রেখে গেছেন শুধু ইলম, অতঃপর যে লোক এই ইলম গ্রহণ করল, সে পূর্ণ অংশই গ্রহণ করল। (তিরমিযি)

অপর ভাইয়ের সাহায্যের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সাহায্য

(৪) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। হযরত নবী করীম (সা) বলেছেন, আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাকে সাহায্য করেন। যতক্ষণ বান্দাহ তার ভাইকে সাহায্য করেন। (তিরমিযি)

কুরআনের জ্ঞানার্জন করণ

(৫) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা ফারায়েয ও কুরআন শিক্ষা করে লও এবং লোকদেরকে তা শিক্ষা দিতে থাকো। কেননা আমাকে উঠিয়ে নেয়া হবে। (তিরমিযি)

বিদ্যা এমন সম্পদ  
যা চুরি হয় না

## জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে জিহাদ

ইতিহাস স্বীকৃত 'সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন'।

মানুষের মহামুক্তির মহান সনদ হচ্ছে জিহাদ ফীসাবীলিল্লাহ।

যে জমিনে আল্লাহর হুকুম বা খেলাফতে ইলাহিয়া কায়ম নেই সেখানে খেলাফতে ইলাহিয়া কায়মের প্রাণপন চেষ্টা করে যাওয়ার নাম জিহাদ। এটা ফরয অন্য সকল ফরয ইবাদতের মতো। আর এটাই হচ্ছে পরকালীন ভয়াবহতম শাস্তি হতে পরিত্রাণের একমাত্র মাধ্যম এবং গ্যারান্টি।

আর যে জনপদে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর কাজ চালু থাকবে না, সে জনপদ এবং তার অধিবাসীদেরকে আল্লাহ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন বিভিন্ন উপায়ে। সে কথাগুলোই বিধৃত করা হয়েছে নিম্নোক্তভাবে।

### কুরআন

ইসলামী আন্দোলন করা ফরয

(১) كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

অর্থ : জিহাদ তোমাদের ওপর ফরয করে দেয়া হয়েছে অথচ তা (স্বাভাবিকভাবে) তোমাদের কাছে কষ্টকর মনে হয়। হতে পারে তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ কর অথচ তা তোমাদের জন্য ভালো। আর হতে পারে তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাস অথচ তা তোমাদের জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। (আল বাক্বারাহ: ২১৬)

ইসলামী আন্দোলন ঈমানের দাবি

(২) الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝



অর্থ : যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তারা লড়াই করে 'তাওতের' পথে। অতএব, তোমরা শয়তানের সংগী-সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই কর; নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করবে যে, শয়তানের ষড়যন্ত্র আসলেই অত্যন্ত দুর্বল। (আন নিসা: ৭৬)

লড়াই করতে হবে মযলুমদের রক্ষা করার জন্য

(৩) وَمَا لَكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

অর্থ : কি কারণ থাকতে পারে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সে সব পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুদের খাতিরে লড়াই করবে না? যারা দুর্বল হওয়ার কারণে নিপীড়িত হচ্ছে এবং ফরিয়াদ করছে যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এ জনপদ হতে বের করে লও, যার অধিবাসীগণ অত্যাচারী এবং তোমার নিজের নিকট হতে আমাদের কোন বন্ধু, জ্ঞানকর্তা, দরদী ও সাহায্যকারী পাঠিয়ে দাও। (আন নিসা: ৭৫)

ইসলামী আন্দোলন : পরকালে মুক্তির একমাত্র পথ

(৪) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

অর্থ : হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছে! আমি কি তোমাদেরকে সে ব্যবসায়ের কথা বলব, যা তোমাদেরকে পীড়াদায়ক আযাব হতে রক্ষা করবে? তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল-সম্পদ ও জান-প্রাণ দ্বারা। ইহা তোমাদের জন্য অতীব উত্তম, যদি তোমরা জান। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং

তোমাদেরকে এমন সব বাগ-বাগিচায় প্রবেশ করাবেন যে সবের নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা সদা প্রবাহিত এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে অতীব উত্তম ঘর তোমাদেরকে দান করবেন। ইহা বড় সাফল্য। (আস সফ: ১০, ১১, ১২)

### ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম

(৫) **إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**

অর্থ : তোমরা যদি যুদ্ধ-যাত্রা না কর, তাহলে তোমাদের পীড়াদায়ক শাস্তি দান করা হবে এবং তোমাদের স্থলে অপর কোন লোকসমষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে, তোমরা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তির আধার। (আত তাওবা: ৩৯)

(এছাড়াও, বাক্বারাহ: ৮৫, তাওবা: ১৪, ৪১, ৭৩, হজ্জ: ৭৮)

### হাদীস

#### অন্যায় প্রতিরোধ ঈমানের দাবি

(১) **عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.**

অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূল (সা) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ কোন অন্যায় ও অপরাধ হতে দেখলে তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করবে, অক্ষম হলে মুখ দিয়ে, তাতেও অক্ষম হলে মনে মনে ঘৃণা করবে। আর এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়। (মুসলিম ও মিশকাত)

#### জিহাদ সর্বোত্তম কাজ

(২) **عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.**

অর্থ : হযরত আবু যার গিফরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবী! কোন আমলটি (আল্লাহর নিকট) সব চেয়ে

উত্তম? ছয় (সা) বললেন, আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং তার পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

### জিহাদ জাহান্নাম হতে বাঁচার উপায়

(৩) عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ أُغْبِرَتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

অর্থ : হযরত আবু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি, যার দুই পা আল্লাহর পথে ধূলিমলিন হয়, আল্লাহ তা'য়ালার তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেন। (বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী)

### ক্ষয়-ক্ষতি না হওয়া ক্রটিপূর্ণ ঈমানের পরিচয়

(৪) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ اثْرٍ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللَّهَ وَفِيهِ ثَلَمَةٌ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে (মৃত্যু বরণ) যে, সে জিহাদের দরুন কোন ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়নি বা হতাহত হয়নি, সে অপরিপক্ক, অসম্পূর্ণ ও ক্রটিপূর্ণ ঈমান নিয়ে সাক্ষাত করবে। (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

### জান্নাতের সুসংবাদ মুজাহিদের জন্য

(৫) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন, জান্নাতের একশটি দরজা। আল্লাহর পথে জিহাদকারী মুজাহিদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার তৈরী করেছেন। তার দু'টি দরজার মাঝখানের দূরত্বটি আসমান ও জমিনের মাঝখানের দূরত্বের সমান। (বুখারী)

জিহাদ ছাড়া মৃত্যু হয় মুনাফিকের

(৬) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُغْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদে শরীক হল না, কিংবা জিহাদ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করল না। আর এ অবস্থায় সে মারা গেল, সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)

শ্বৈর শাসকের সামনে সত্য বলা উত্তম জিহাদ

(৭) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةً حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন, জালেম ও অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য (হক) কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ। (ইবনে মাজাহ)

জুলুমের প্রতিরোধ ও মজলুমের সাহায্যকারী হতে হবে

(৮) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا إِنْ يَكُ ظَالِمًا فَارْزُدْهُ مِنْ ظُلْمِهِ وَإِنْ يَكُ مَظْلُومًا فَانصُرْهُ.

অর্থ : হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা) বলেছেন, তুমি তোমার ভাইকে অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয় অবস্থায় সাহায্য কর। যদি সে অত্যাচারী হয়, তবে তাকে অত্যাচার করা হতে বিরত রাখ এবং যদি সে অত্যাচারিত হয়, তবে তাকে সাহায্য কর। (আদ দারেমী)

## ইসলামে সমাজ সেবা ও সমাজ সংস্কার

আল্লাহর হক আদায়ের পর বান্দাহর হক তথা হকুল ইবাদতও ফরয এবং এটা এতটাই জরুরী যে, অনেক ক্ষেত্রে বান্দাহর হকের সাথে আল্লাহর হক জড়িত অঙ্গাঙ্গিভাবে। তাই ইসলামে মুয়াশারাহ বা সমাজ সংস্কারের কাজ না করলে আল্লাহর হক আদায় থেকে যাবে অসম্পূর্ণ। তাই আমাদেরকে এ কাজ করতে হবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে। একথাই প্রতিফলন হচ্ছে নিম্নোক্ত কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে।

### কুরআন

আল্লাহর ইবাদাতের সাথে সমাজ সেবাও আল্লাহর নির্দেশ

(১) **وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَأُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا**

অর্থ : তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করো না। আর তোমাদের পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার (সহানুভূতিশীল) করো, আর সদ্যবহার করো নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, কাছে-দূরের আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন ক্রীত দাস-দাসীদের সাথে, নিশ্চয়ই আল্লাহ দাস্তিক অহংকারীদের পছন্দ করেন না। (আন নিসা: ৩৬)

অভাবগ্রস্তদের অধিকার প্রদান আল্লাহর নির্দেশ

(২) **وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ**

**تَبَذِيرًا**

অর্থ : তোমরা আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরদের অধিকার দিয়ে দাও, আর মোটেই অপচয় করো না। (বনী ইসরাইল: ২৬)

সফলতার জন্য কল্যাণকর কাজ করতে হবে

(৩) وَ أَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

অর্থ : তোমরা কল্যাণমূলক কাজ কর, আশা করা যায় যে তোমরা সফল হবে। (আল হজ্জ: ৭৭)

ডানপছী লোকদের কাজ দয়া প্রদর্শন করা

(৪) وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ

الْمَيْمَنَةِ ۝

অর্থ : যারা পরস্পরকে ধৈর্যধারণের এবং (সৃষ্টিকুলের প্রতি) দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয় মূলত তারাই ডানপছী (লোক)। (আল বালাদ: ১৭-১৮)

সৃষ্টির সেরা হতে হলে সৎকাজ করা অবশ্য কর্তব্য

(৫) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝

অর্থ : নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারাই সৃষ্টির সেরা জীব। (আল বাইয়্যিনাত: ৭)

হাদীস

মানুষের প্রতি দয়া করলে আল্লাহর দয়া পাওয়া যায়

(১) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا

يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ .

অর্থ : হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রতিবেশীর হক আদায় ছাড়া মু'মিন হওয়া যায় না

(২) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ يَقُولُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَ جَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ .

অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, যে লোক তৃষ্ণির সাথে পেট ভরে খায়, আর

তার পাশে তারই প্রতিবেশী উপোস (ভুখা) থাকে সে ঈমানদার নয়।  
(বায়হাকী)

মুসলমানের উপর মুসলমানের ছয়টি অধিকার

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
ﷺ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَفُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَ  
يَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَ يُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَ  
يُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَ يَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে। যথা: ১. যখন কোন মুসলিম অসুস্থ হয়ে পড়ে তার সেবা করা, ২. মৃত্যুবরণ করলে দাফন-কাফনে উপস্থিত হওয়া, ৩. দাওয়াত দিলে গ্রহণ করা, ৪. সাক্ষাৎ হলে সালাম দেয়া, ৫. হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা এবং ৬. উপস্থিত বা অনুপস্থিত সকল অবস্থায় মুসলিমের মঙ্গল কামনা করা। (বুখারী ও নাসায়ী)

আল্লাহর অধিকারের পরই  
বান্দাহর অধিকার।

## ইসলাহে হুকুমাত বা রাষ্ট্র সংস্কার

মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তথা আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে। আর তারা সুন্দর সমাজে বসবাস করবে এটাই তাদের দায়িত্ব, আর এটা করতে পারলেই পৃথিবী হয়ে ওঠবে স্বর্গীয় শান্তিতে ভরপুর। আর এর বিপরীত হলে পৃথিবী হয় পুতি গন্ধময়। তাই আমাদের উচিত রাষ্ট্রীয় সংস্কারের মাধ্যমে খিলাফতে ইলাহিয়ার মধ্যে জীবন যাপন করা।

### কুরআন

ক্ষমতা পাওয়ার জন্য আল্লাহর শর্ত দু'টি

(১) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ  
خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۝

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন, যে যারা ঈমান আনবে ও তার দাবী অনুযায়ী সংকাজ করবে তাদেরকে তিনি দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব (ক্ষমতা) দান করবেন। যেভাবে তিনি পূর্ববর্তী লোকদের দান করেছিলেন। আর যে দীনকে (জীবন ব্যবস্থা) তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, তার ভিত্তিমূলকে গভীরভাবে মজবুত করে দিবেন এবং তাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তা দ্বারা বদলে দিবেন। (আন নূর: ৫৫)

তাকওয়ার ভিত্তিতে সমাজ পরিচালিত হলে বরকতের দরজা খুলে যাবে

(২) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ  
مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۝

অর্থ : যদি কোন দেশের জনগণ ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে সমাজ পরিচালনা করে, তবে অবশ্যই আল্লাহ সেই সমাজের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতের দরজাসমূহ খুলে দেন। (আল আ'রাফ: ৯৬)



ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে

(৩) وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

অর্থ : তোমরা তা গ্রহণ কর যা রাসূল (সা) নিয়ে এসেছেন এবং তা থেকে বিরত থাক যা তিনি নিষেধ করেছেন। (আল হাশর: ৭)

ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব

(৪) لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ

وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۝

অর্থ : আমি আমার রাসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং হিদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছি। তাদের সাথে কিতাব ও মিয়ান নাযিল করেছি যাতে মানুষ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। (আল হাদীদ: ২৫)

অবিশ্বাসীরা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না

(৫) وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝

অর্থ : আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী যারা বিচার-ফয়সালা করে না তারাই কাফের বা অবিশ্বাসী। (আল মায়দা: ৪৪)

রাষ্ট্র পরিচালনায় মানব রচিত মতাদর্শের পরিণতি

(৬) أَفْتَتُمِّنُونَّ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ

يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ

إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

অর্থ : তাহলে কী তোমরা কিতাবের এক অংশের প্রতি ঈমান আনবে আর অপর অংশ করবে অস্বীকার? তারপর তোমাদের মধ্য থেকে যারাই এটা করবে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ও পরকালে কঠিনতম শাস্তি। আল্লাহ মানুষের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে বেখবর নন। (আল বাক্বারাহ: ৮৫)

(এছাড়াও দেখুন, কাহাফ: ৫-৬, মুহাম্মাদ: ৭, নিসা: ১০৫, বাক্বারাহ: ২১৩, আনফাল: ৬০, হজ্জ: ৪১, আ'রাফ: ৪১, মায়দা: ৪৯, নিসা: ১০৫)

## হাদীস

কুরআনের শাসনই মানব মুক্তির উপায়

(১) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ نَبَأٌ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَ خَبْرٌ بَعْدَكُمْ وَ حُكْمٌ مَا بَيْنَكُمْ وَ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ.

অর্থ : হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহর দেয়া কুরআনের বিধানই একমাত্র বাঁচার উপায়। তাতে তোমাদের অতীত জাতিগুলোর ইতিহাস আছে, ভবিষ্যত মানব বংশের অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এবং বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের পারস্পরিক বিষয় সম্পর্কীয় রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনও তাতে রয়েছে। বস্তুত এটা এক চূড়ান্ত বিধান, এটা কোন অনর্থক বিষয় নয়। (তিরমিযি)

দায়িত্বে অবহেলাকারী শাসকের জন্য জান্নাত হারাম

(২) عَنْ أَبِي يَعْلَى مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتُرُ عَلَيْهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَ هُوَ عَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

অর্থ : হযরত আবু ইয়ালা মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাহকে প্রজা সাধারণের তত্ত্বায়ক নিযুক্ত করার পর সে যদি তাদের সাথে (দায়িত্বের) খিয়ানত করে নির্ধারিত দিনে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

জালিম বা অত্যাচারী শাসক নিকৃষ্ট শাসক

(৩) عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ شَرُّ الرُّعَاءِ الْحَطَمَةِ.

অর্থ : হযরত আয়েজ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) এ কথা বলতে শুনেছি, শাসকের মধ্যে নিকৃষ্টতম শাসক হলো সেই ব্যক্তি যে অত্যাচারী।

কঠোর শাসক বা দায়িত্বশীলের প্রতি আল্লাহ কঠোর হবেন

(১) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

اللَّهُمَّ مَنْ وُلِيَ مِنْ أُمَّرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُ عَلَيْهِ وَ  
مَنْ وُلِيَ مِنْ أُمَّرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَارْفَقْ بِهِمْ فَارْفَقْ بِهِ.

অর্থ : হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) এভাবে দু'আ করেছিলেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তিকে আমার উম্মতের কোন বিষয়ের কর্তৃত্ব দান করা হয়, অতঃপর সে তাদের প্রতি কঠোরতা করে, তুমি তাদের প্রতি কঠোর হও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন বিষয়ে কর্তৃত্ব লাভ করে তাদের প্রতি মেহেরবানী করে, তুমিও তার ওপর মেহেরবানী করো। (মুসলিম)

সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন  
ইবাদতেরই নামাস্তর।

## আনুগত্য

মুসলমান একটা সুশৃঙ্খল ও সুসংঘবদ্ধ জাতির নাম। আর তারা জীবনের সকল দিক ও বিভাগে চলার ক্ষেত্রে নিজেকে সপে দিয়ে আত্মসমর্পন করে মহামহিম আল্লাহর কাছে। তারই ধারাবাহিকতায় তারা অনুসরণ করে বা মেনে নেয় চলার পথের পাথেয় হিসেবে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁদের অনুকরণে নির্বাচিত কর্তৃত্বশীলের নির্দেশ দ্বিধাহীন চিন্তে। এতেই নিহিত রয়েছে দুনিয়ায় শান্তি ও আশ্বরাতের মুক্তি। আর এর ব্যতিক্রম হলে দুনিয়ায় ঘটে যায় বিপর্যয়, নষ্ট হয়ে যায় আমলসমূহ, পৌছতে অক্ষম হয় লক্ষ্য সীমায়।

### কুরআন

#### যে আনুগত্য ফরয

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي

الْأَمْرِ مِنْكُمْ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য কর আল্লাহর, রাসূলের এবং তোমাদের মাঝে দায়িত্বশীলদের। (আন নিসা: ৫৯)

#### আনুগত্য হবে নিঃশর্ত

(২) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

অর্থ : আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (আল মায়দাহ: ১৫০)

#### আনুগত্য হচ্ছে আল্লাহর ভালবাসা লাভ এবং গুনাহ মাপের উপায়

(৩) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থ : হে নবী বল, তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি ভালবাসা পোষণ কর, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালব। (আলে ইমরান: ৩১)

আনুগত্য হচ্ছে হিদায়াত প্রাপ্তির পূর্বশর্ত

(৪) وَإِنْ تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ

الْمُبِينُ ۝

অর্থ : যদি তোমরা রাসূলের আনুগত্য কর তাহলে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর আমার রাসূলের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র দীনের দাওয়াত সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া। (আন নূর: ৫৪)

আনুগত্যহীনতা আমল নষ্ট হওয়ার কারণ

(৫) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا

تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূল (সা) এর আনুগত্য কর, আর নিজেদের আমল বিনষ্ট করো না। (মুহাম্মাদ: ৩৩)

আল্লাহর স্মরণে গাফেলদের আনুগত্য করা যাবে না

(৬) وَلَا تَطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا

অর্থ : তোমরা তার আনুগত্য করো না, যার অন্তর আমার স্মরণ শূন্য। (আল কাহ্ফ: ২৮)

(আরো দেখুন, আলে ইমরান: ৩২, ১৩২; নিসা: ১৩, ৫৯, ৬৯, ৮০; মায়দা: ৯২; আনফাল: ২০, ২৪, ২৭; নূর: ৫১, ৫২, আহযাব: ৩৬, ৭১; ফাতহ: ৮, ৯; তাগাবুন: ১২)

হাদীস

রাসূলের আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ

يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعِصِي الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো। আর যে

আমার হুকুম অমান্য করলো সে আল্লাহরই হুকুম অমান্য করলো। আর যে আমীরের আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো। পক্ষান্তরে যে আমীরের আদেশ অমান্য করলো সে আমারই আদেশ অমান্য করলো। (বুখারী ও মুসলিম)

**আনুগত্য হচ্ছে জান্নাত প্রাপ্তির অন্যতম উপায়**

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ  
مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করলো, আর যে ব্যক্তি আমার বিরোধিতা করলো সে আমাকে অস্বীকার করলো। (বুখারী)

**আনুগত্যহীনতা জাহেলিয়াতের মৃত্যু**

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-কে একথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য থেকে দূরে সরে গেল ও জামায়াত পরিত্যাগ করলো এবং এ অবস্থায় সে মারা গেল, সে যেন জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো। (মুসলিম)

**পছন্দ হোক বা না হোক আনুগত্য সর্বাবস্থায়**

(৪) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মুসলমানের উপর নেতার আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য (ফরয) তার পছন্দ হোক বা না হোক। কিন্তু যদি কোন নাফরমানী ও গুনাহের কাজের আদেশ করা হয় তবে তা শুনাও যাবে না এবং মানাও যাবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

## পর্দা বা হিজাব

পর্দার আরবি শব্দ হিজাব। অর্থ আবৃত করা, সংযত হওয়া। পর্দা শরীয়তের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইহা নারীর ইজ্জত-আক্রমণ গ্যারান্টি। আর কলুষমুক্ত সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের অন্যতম হাতিয়ার। সৃষ্টির স্বাভাবিক ধর্ম পুরুষ নারীর দিকে ঝুকে পড়বে, আর নারী পুরুষকে করবে আকৃষ্ট।

কিন্তু পর্দা প্রথা এ হীন অন্যায়ে ও অবৈধ সম্পর্কের হয়েছে অন্তরায়। আমাদের সমাজ এর বাস্তব চিত্র। শরীয়তের এ গুরুত্বপূর্ণ বিধানটির অনুপস্থিতিতে ঘটছে হাজারো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। পর্দা সম্পর্কে রয়েছে আমাদের ভুল ধারণা। কেউ মনে করেন এটা শুধু নারীদের জন্য, কিন্তু বাস্তবতা এর বিপরীত। নারী-পুরুষ সবার জন্যই এটা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। যা পালন করতে ব্যর্থ হলে সমাজে দেখা দেবে বিপর্যয়, হতে হবে শান্তির সম্মুখীন।

এর রয়েছে বিভিন্ন ধরন ও প্রকার, তা তুলে ধরা হলো নিম্নোক্তভাবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে।

### কুরআন

#### পর্দার মৌলিক নীতিমালা

(১) قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا

فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

অর্থ : হে নবী! মু'মিন পুরুষদের বল; তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফযত করে। ইহা তাদের পক্ষে পবিত্রতম নীতি। যা তারা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। (আন নূর: ৩০)

#### সালাম দিয়ে অনুমতি নিতে হয়

(২) يَاۡٓيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى

تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اٰهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُوْنَ ۝

অর্থ : ওহে, তোমরা যারা বিশ্বাস করেছ! গৃহকর্তার অনুমতি ব্যতীত কারো ঘরে প্রবেশ করো না। যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের লোকদের নিকট থেকে অনুমতি না পাবে এবং যখন প্রবেশ করবে তখন ঘরের মধ্যস্থিত লোকদেরকে সালাম দিবে। এই নিয়ম তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আশা করা যায় যে, তোমরা এর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে। (আন নূর: ২৭)

### মু'মিনদের করণীয় ও পর্দার ধরন

(৩) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

অর্থ : আর হে নবী! মু'মিন স্ত্রীলোকদের বল, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফযত করে ও নিজেদের সাজ-সজ্জা না দেখায়; কেবল সেসব জিনিস ছাড়া যা আপনা হতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের বুকের ওপর ওড়নার আচল ফেলে রাখে। নিজেদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ করবে না, কিন্তু কেবল এ লোকদের সামনে; তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীদের পিতা, নিজেদের পুত্র, স্বামীদের পুত্র, নিজেদের ভাই, ভাইদের পুত্র, বোনদের পুত্র, নিজেদের মেলা-মেশার স্ত্রীলোক, নিজেদের দাসী, সেসব অধীনস্থ পুরুষ যাদের অন্য কোন রকম গরয নেই, আর সেসব বালক যারা স্ত্রীলোকদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো ওয়াকিফহাল হয়নি, তারা নিজেদের পা জমিনের ওপর মেরে চলাফেরা করবে না, এভাবে যে, নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছে লোকেরা তা জানতে পারে। হে মু'মিন লোকেরা! তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর নিকট তওবা কর, আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (আন নূর: ৩১)



বিশেষভাবে পর্দার সময়

(৪) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ  
الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ  
العِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ  
بَعْدَ هُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ  
لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের মালিকানাধীন স্ত্রী-পুরুষ আর তোমাদের সেসব বালক, যারা এখনো বুদ্ধির পরিপক্বতা পর্যন্ত পৌঁছেন, তিনটি সময় যেন অবশ্যই অনুমতি নিয়ে তোমাদের নিকট আসে। সকালের নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা কাপড় খুলে রেখে দাও, আর ইশার নামাযের পর। এই তিনটি সময় তোমাদের পর্দা করার সময়। এরপর তারা বিনা অনুমতিতে আসলে তাতে না তোমাদের কোন দোষ হবে, না তাদের। তোমাদের পরস্পরের নিকট তো বার বার যাওয়া-আসা করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর বর্ণনাসমূহের বিশ্লেষণ করে থাকেন; তিনি সবই জানেন, তিনি সুকৌশলী। (আন নূর: ৫৮)

যাদেরকে বিয়ে করা নিষেধ/ হারাম

(৫) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ  
وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي  
حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا  
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ  
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
غَفُورًا رَّحِيمًا

অর্থ : তোমাদের ওপর (বিয়ে) হারাম করে দেয়া হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি, ভাগ্নী এবং তোমাদের সেসব মা যারা তোমাদের দুধ খাইয়েছে। আর তোমাদের দুধবোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েরা, যারা তোমাদের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়েছে, সেসব স্ত্রীর মেয়েরা যাদের সাথে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে; কিন্তু যদি (কেবল বিবাহ হয়ে থাকে আর) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত না হয়ে থাকে তা হলে (তাদের পরিবর্তে তাদের মেয়েদের সাথে বিবাহ করায়) তোমাদের কোন দোষ হবে না। আর তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণ এবং একই সংগে দুই বোনকে বিবাহ করা তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে, কিন্তু পূর্বে যা হয়েছে, তাতো হয়েই গিয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (আন নিসা: ২৩)

### পর্দার নিয়ম ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি

(৬) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرِزْوَانِكِ وَبَيْنَتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ  
يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيْمًا ۝

অর্থ : হে নবী! তোমার স্ত্রী, কন্যা ও ঈমানদার লোকদের মহিলাদেরকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের উপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। ইহা অধিক উত্তম নিয়ম ও রীতি। যেন তাদেরকে চিনতে পারা না যায় ও তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (আল আহযাব: ৫৯)

### অন্য মহিলার কাছে কিছু চাইলে অবশ্যই পর্দার আড়াল থেকে

(৭) وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ  
ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۝

অর্থ : তোমরা তাঁর (নবী) স্ত্রীদের কাছে যখন কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটাই তোমাদের এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতম পন্থা। (আল আহযাব: ৫৩)

(এছাড়াও দেখুন, নূর: ১৯, ৫৮, ৫৯, ৬০, আহযাব: ৩২, ৩৩, ৫৩, ৫৯, আ'রাফ: ২৬)

## হাদীস

নির্জনে সাক্ষাৎ জায়েয নেই

(১) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

قَالَ: لَا يَخْلُونُ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ কোন অন্য মেয়ের সাথে নির্জনে মিশবে না। তবে তার সাথে তার কোন মুহরিম পুরুষ থাকলে ভিন্ন কথা। (বুখারী ও মুসলিম)

এক বিছানায় ঘুমানো ও অপরের সতরের দিকে তাকানো নাজায়েয

(২) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى

عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا

تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, কোন পুরুষ কোন পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং কোন নারী অন্য কোন নারীর সতরের দিকে তাকাবে না। দু'জন পুরুষ লোক একত্রে একই বস্ত্রের মধ্যে জড়াজড়ি করে ঘুমাবে না। অনুরূপভাবে দু'জন মহিলাও একত্রে একই বস্ত্রের মধ্যে জড়াজড়ি করে ঘুমাবে না। (মুসলিম)

স্বামীর ভাই, ভাতিজা, চাচাত ভাই-এর সাথে সাক্ষাত জায়েয নেই

(৩) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

أَفْرَيْتَ الْحَمُو؟ قَالَ الْحَمُو كَالْمَوْتِ.

অর্থ : হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, পর নারীর সাথে মেলামেশা করা থেকে বিরত থাক। একজন বলল,

দেবরের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে আপনার কি মত? তিনি বললেন, দেবর মৃত্যুর মত ভয়ংকর। (আল 'হামউ' অর্থ স্বামীর আত্মীয় যেমন ভাই, ভাতিজা এবং চাচাত ভাই।) (বুখারী ও মুসলিম)

### যিনার বিভিন্ন ধরন

(৪) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:  
 كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الرَّئِي مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ:  
 الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ  
 زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبُطْشُ وَالرَّجُلُ زِنَاهَا الْخَطَا وَالْقَلْبُ  
 يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكْذِبُهُ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা), রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের একটি অংশ নির্দিষ্ট করা আছে। এটা সে নিঃসন্দেহে পাবেই। দু'চোখের যিনা পর স্ত্রীর প্রতি নয়র করা, দু'কানের যিনা হল যৌন উত্তেজক কথাবার্তার শ্রবণ করা, মুখের যিনা হল আলোচনা করা, হাতের যিনা স্পর্শ করা, পায়ের যিনা ঐ উদ্দেশ্যে যাতায়াত করা। অন্তর ঐ কাজের প্রতি কুপ্রবৃত্তিকে জাহত করে এবং তার আকাংখা সৃষ্টি করে। আর যৌনাঙ্গ এমন অবস্থা সত্যায়িত বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। (বুখারী ও মুসলিম)

### হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে সরিয়ে নিবে, দ্বিতীয় দৃষ্টি শয়তানের

(৫) عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
 لِعَلِيِّ يَا عَلِيُّ لَا النَّظْرَةَ تَتَّبِعُ النَّظْرَةَ فَإِنَّكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ  
 الْآخِرَةَ.

অর্থ : হযরত বুরাইদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন : হে আলী! কোন অপরিচিতা মহিলার উপর হঠাৎ

দৃষ্টি পড়ে গেলে তা ফিরিয়ে নিবে এবং দ্বিতীয়বার তার প্রতি আর দৃষ্টিপাত করবে না। কেননা প্রথম দৃষ্টি তোমার আর দ্বিতীয়টি তোমার নয় (শয়তানের)। (আবু দাউদ ও তিরমিযি)

অবৈধ দৃষ্টিদানের শাস্তি

(৬) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ نَظَرَ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَنْ

شَهْوَةٍ صُبَّ فِي عَيْنَيْهِ لِأَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : নবী (সা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন অপরিচিত নারীর প্রতি যৌন লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিয়ামতের দিনে তার চোখে উজ্জ্বল গলিত লোহা ঢেলে দেয়া হবে। (কাদীর)

মহিলাদেরকে শয়তান আকর্ষণীয় করে দেখায়

(৭) عَنِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجْتَ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

অর্থ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন, মহিলারা হলো পর্দায় থাকার বস্তু। তারা যখন পর্দা উপেক্ষা করে বাইরে আসে, তখন শয়তান তাদেরকে অন্য পুরুষের চোখে আকর্ষণীয় করে দেখায়। (তিরমিযি)

অবাধ মেলামেশা সামাজিক

শৃঙ্খলা ভেঙ্গে দেয়।

## তাকওয়া বা আল্লাহভীতি

তাকওয়া অর্থ ভয় করা, বিরত থাকা, পরহেযগারী অবলম্বন করা। যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাহ, তারা সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বিধান অনুযায়ী চলে এবং দুনিয়ার মোহে মোহিত না হয়ে খারাপ জিনিস হতে বিরত থাকে। এরই নাম তাকওয়া অবলম্বন, আর যারা এটা করে তারাই মুত্তাকী। সে কথাই আলোচনা করা হয়েছে নিম্নোক্ত কুরআন-হাদীসে।

### কুরআন

আল্লাহর কাছে সম্মানের মানদণ্ড হলো তাকওয়া

(১) إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহ ভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (আল হুজরাত: ১৩)

কাঙ্ক্ষিত তাকওয়া মুসলমানদের পরিচয়

(২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَتَّى تَقْتَهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا

وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ○

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাকে যেরূপ ভয় করা উচিত এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (আলে ইমরান: ১০২)

সং বন্ধু আল্লাহ ভীতি অর্জনে সহায়ক

(৩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ○

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদী লোকদের সঙ্গী হও। (আত তাওবা: ১১৯)

আল্লাহভীরু লোকেরাই সফলকাম

(৫) وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْفَائِزُونَ ○

অর্থ : আর সফল কাম হবে ঐ সমস্ত লোক, যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম পালন করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তার নাফরমানী হতে দূরে থাকে। (আন নূর: ৫২)

শান্তি হতে বাঁচার উপায় হলো তাকওয়া

(৫) وَمَا تَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

অর্থ : রাসূল (সা) তোমাদের যা দান করেন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যা নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (আল হাশর: ৭)

আল্লাহভীরু লোকেরাই কল্যাণ লাভের হকদার ও তাদের করণীয়

(৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا

اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ۝

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য অবলম্বন কর, বাতিল পন্থীদের মোকাবেলায় দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন কর, সত্যের খেদমতের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে। (আলে ইমরান: ২০০)

প্রতিযোগিতা হবে কল্যাণ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে

(৭) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

অর্থ : পূণ্য ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর, আর যা গুনাহ ও সীমালংঘনের কাজ তাতে কেউ একবিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর, কেননা তাঁর দণ্ড অত্যন্ত কঠিন। (আল মায়দা: ২)

মুশ্বাকীদের জন্য আখিরাতই মুখ্য

(৮) قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا

تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝

অর্থ : (হে রাসূল সা) বলে দাও! দুনিয়ার জীবন সম্পদ খুবই নগণ্য। আর পরকাল একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তির জন্য অতিশয় উত্তম। আর তোমাদের প্রতি একবিন্দু পরিমাণ যুলুম করা হবে না। (আন নিসা: ৭৭)

আল্লাহকে ভয় করার সাথে মু'মিনগণ সত্যবাদীদের সাথী হয়

(৯) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝

অর্থ : হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথী হও।  
(আত তাওবা: ১১৯)

(আরো দেখুন, হাশর: ১৮, মায়েদা: ৩৫, তাওবা: ১১৯, ফাতির: ২৮, নাহল: ১২৮, মুলক: ১২, আহযাব: ১, তাগাবুন: ১৬, মুজাদালা: ৯, মুমিনুন: ৫২, হুজরাত: ১, হাদীদ: ২৮, নিসা: ১, ৭৭, বাক্বারাহ: ১২৩, ১৮৯)

## হাদীস

ছোট গুনাহ বড় গুনাহের জন্ম দেয়

(১) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا.

অর্থ : হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, হে আয়েশা! ক্ষুদ্র ও নগণ্য গুনাহ থেকেও আত্মরক্ষা করে চলবে। কারণ আল্লাহর দরবারে সেগুলো সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (ইবনে মাজাহ)

## মুত্তাকী হওয়ার শর্ত

(২) عَنْ عَطِيَّةِ السَّعْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذْرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ.

অর্থ : হযরত আতিয়া সা'দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, বান্দাহ ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, যতক্ষণ না সে গুনাহর কাজে নিমজ্জিত হবার আশংকায় ঐ সব কাজও পরিত্যাগ করে, যাতে কোন গুনাহ নেই। (তিরমিযি)

সন্দেহ সংশয় পাপের জন্ম দেয়

(৩) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَعَا مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَآنِينَةٌ وَ الْكِذْبُ رَيْبَةٌ.



অর্থ : হযরত হাসান ইবনে আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে এ কথাগুলো মুখস্থ করেছি। সন্দেহজনক জিনিস পরিত্যাগ করে সেই জিনিস গ্রহণ করো যাতে কোন সন্দেহ-সংশয় নেই। কেননা সত্যই শান্তি ও প্রশস্তির প্রতীক, আর মিথ্যা হচ্ছে সন্দেহ সংশয়ের বাহন। (তিরমিযি)

**খোদাভীতি অপরের অধিকার সংরক্ষণের গ্যারান্টি**

(৪) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هُنَا وَيُسْبِرُ إِلَى صَدْرِهِ تَلْكَ مِرَارٍ بَحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তাঁর প্রতি যুলুম করে না, তাকে ঘৃণা করে না, অসহায় বন্ধুহীন করে না। তাকওয়া এখানে (তিনি) বন্ধের দিকে তিনবার ইঙ্গিত করলেন। মানুষের দুষ্কৃতির জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট মনে করবে। প্রতিটি মুসলমানের খুন, সম্পদ ও ইচ্ছত সমস্ত মুসলমানের জন্য পবিত্র আমানত। (মুসলিম)

আল্লাহভীতিই মানুষকে  
প্রকৃত মানুষ করে।

## আখিরাত

পৃথিবী মানুষের আসল ঠিকানা নয়, এটা একটা সাময়িক মুসাফির খানা, কিন্তু মানুষ পৃথিবীর কৃত্রিম রূপ, রস আর গন্ধে বিমোহিত হয়ে ভুলে যায় তার গন্তব্য বা শেষ ঠিকানা, আখিরাত নামের অনন্ত জীবনের কথা। এটা শুধু তারাই পারে যাদের শ্লোগানঃ ‘দুনিয়াটা মস্তবড় খাও দাও ফুর্তি কর’। আর তাদের এ শ্বেচ্ছাচারিতাই মানুষকে করে বিপথগামী; তখন শুধুই ভোগে মত্ত হয়ে পড়ে সে। কিন্তু যারা মু’মিন তারা কখনও ভুলে যায় না পরকালের সত্যিকারের হিসেব নিকেশের কথা। আর তা সত্যই ফুটে ওঠেছে আলোচ্য কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে।

### কুরআন

প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিবে

(১) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ○

অর্থ : সেই দিন (কিয়ামতের) তাদের জিহ্বা, তাদের হাত এবং তাদের পা তারা যা কিছু করেছে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে। (আন নূর: ২৪)

ক্ষমতা আল্লাহর হাতে কেউ কারো জন্য কিছু করতে পারবে না

(২) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

অর্থ : এটা সেই দিন যখন কেউ কারো জন্য কিছু করার সাধ্য থাকবে না, ফয়সালা সেদিন একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারে থাকবে। (আল ইনফিতার: ১৯)

আখিরাত অবশ্যই যথাসময়ে হবে

(৩) قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا

تَسْتَقْدِمُونَ ○

অর্থ : বলুন হে নবী! তোমাদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট দিন নির্ধারিত করা হয়েছে যা এক মুহূর্ত আগে ও পরে করতে সক্ষম নও। (আস সাবা: ৩০)

নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে

(১) ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

অর্থ : তারপর সেই দিন (কিয়ামতের) তোমাদের দেয়া সকল নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (আত তাকাসুর: ৪৮)

কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না

(৫) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا

يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

অর্থ : আর তোমরা ভয় কর ঐ দিনকে (কিয়ামত) যেদিন কোন মানুষ অন্য মানুষের কোন দাবী পরিশোধ করতে পারবে না, কবুল করা হবে না কারো পক্ষ থেকে কারো জন্য কোন সুপারিশ, গ্রহণ করা হবে না কারো পক্ষ থেকে কোন বিনিময় এবং তাদেরকে কোন সাহায্যও করা হবে না। (আল বাক্বারাহ: ৪৮)

(এছাড়াও দেখুন, ক্বাফ: ২৩, যারিয়াত: ৬০, মা'আরিজ: ৪৩, নাবা: ১৭, হা-মীম আস সাজদা: ২০, ক্বারিয়াহ, যিলযাল, দুখান: ৪০, হাশর: ১৮, আনআম: ৩২, আ'রাফ: ১৮৭, বনী ইসরাইল: ২১, মারয়াম: ২৫-৮৭, নামল: ৪, ৫, মু'মিন: ১৬, ১৭, আ'লা: ১৬, ১৭, নাহল: ১১১, যুমার: ৭০, ফুরক্বান: ১১, আখিয়া: ৩৫, শুরা: ২০, গাশিয়া: ১-৪, আত ত্বহা: ১০৯, ১২৪-১২৬)

হাদীস

দুনিয়াম কিয়ামতের দৃশ্য দেখার উপায়

(১) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأَى عَيْنِ

فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا

السَّمَاءُ انشَقَّتْ.

অর্থ : হযরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি কিয়ামতের দৃশ্য দেখতে চায় সে যেন সূরা তাক্বীর, সূরা ইনফিতার, সূরা ইনশিকাক পাঠ করে। (মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযি)

কিয়ামতে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব অবশ্যই দিতে হবে

(২) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ حَتَّى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) রাসূল (সা) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন, তিনি এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের দু'পা এক একদমও নাড়াতে পারবে না, যতক্ষণ না সে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিবে, (১) তার জীবনকাল কিভাবে ব্যয় করেছে? (২) যৌবনকাল কোন কাজে কাটিয়েছে? (৩) ধন-সম্পদ কিভাবে আয় করেছে? (৪) ধন-সম্পদ কোথায় ব্যয় করেছে? (৫) দীনের কতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে, আর সে অনুযায়ী কতটুকু কাজ করেছে? (তিরমিযি)

কবর যিয়ারত আখিরাতে স্মরণ করিয়ে দেয়

(৩) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُّوْهَا فَإِنَّهَا تُرْهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। হ্যাঁ, এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো। কারণ কবর যিয়ারত দুনিয়ার প্রতি অনাশক্তি সৃষ্টি করে দেয় আর পরকালের কথা অন্তরে সজীব করে তোলে। (ইবনে মাজাহ)

বুদ্ধিমান লোকেরা আখিরাতে প্রস্তুতি নেয়

(৪) عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا نَبِيَّ اللَّهُ مَنْ أَكْيَاسُ النَّاسِ وَأَحْزَمُ النَّاسِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ زِكْرًا

لِلْمَوْتِ أَكْثَرُهُمْ اسْتَعْدَادًا أَوْلَيْكَ الْاَكْيَاسُ ذَهَبُوا بِشَرْفِ الدُّنْيَا  
وَكَرَامَةِ الْاٰخِرَةِ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহর নবী (সা)! লোকদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সতর্ক ব্যক্তি কে? উত্তরে নবী করীম (সা) বলেছেন, লোকদের মধ্যে যে মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করে এবং উহার জন্য যে সবচেয়ে বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করে তারাই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমান ও হুশিয়ার লোক, তারাই দুনিয়ার সম্মান ও পরকালের মর্যাদা লাভ করতে পারে। (তাবরানী ও মু'জাম্মুস সাগীর)

মৃত্যুর পরেও যে তিনটি আমল উপকারে আসে

(৫) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিন ধরনের আমলের সাওয়াব সদাসর্বদা অব্যাহত থাকে। ১. সাদকায়ে জারিয়াহ। ২. মানুষের উপকারী ইলম। ৩. সু-সন্তান যে তার পিতামাতার জন্য দু'আ করে। (মুসলিম)

আখেরাতের সফলতাই  
আসল সফলতা।

## মু'মিনের গুণাবলী

সকল মানুষেরই একমাত্র কামনা হচ্ছে তাঁরই প্রভুর সন্তোষ অর্জন। আর তার সন্তোষপ্রাপ্ত লোকদের হতে হয় কিছু বিশেষ গুণ সম্পন্ন। তারা হবে সমাজের অন্যান্য লোকদের ব্যতিক্রম। গড়ে ওঠবে ভিন্ন প্রক্রিয়ায়। তাদের চলন, বলন, কথন-এ থাকবে মাধুর্যতা। সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে থাকবে ভারসাম্যতা, এজন্যই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহতে একটা ছবি আঁকা হয়েছে, প্রিয় বান্দাহদের। তা তুলে ধরা হলো নিম্নরূপ।

### কুরআন

#### মু'মিনদের অবশ্য করণীয়

(১) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۝

অর্থ : এ সব লোক তাঁরই যারা বলে, হে আল্লাহ! আমরা ঈমান এনেছি; আমাদের গুনাহখাতা মাফ কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও। এরা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী-সত্যপন্থী, বিনীত-অনুগত, দাতা এবং এরা রাতের শেষভাগে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করে থাকে। (আলে ইমরান: ১৬-১৭)

#### প্রকৃত মু'মিনের পরিচয়

(২) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

অর্থ : নিশ্চয়ই ঈমানদারগণ তো এরূপই হয় যে, যখন (তাদের সম্মুখে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শুনান হয়, তখন সেই আয়াতসমূহ

তাদের ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়, আর তারা নিজেদের পরওয়ারদিগারের উপর নির্ভর করে।

আর যারা নামায প্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি যা কিছু তাদের দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে; এরাই সত্যিকারের ঈমানদার; এদের জন্য রয়েছে উচ্চ পদসমূহ তাদের রবের কাছে, আর ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয়িক। (আল আনফাল: ২-৪)

### প্রকৃত মু'মিনের কাজসমূহ

(৩) إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا ببيِعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ التَّائِبُونَ الْعِبْدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّائِحُونَ الرِّكْعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْخَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে কখনও লোকদেরকে হত্যা করে (মারে) আবার কখনও নিহত (শহীদ) হয়ে যায়। এ সমস্ত সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে। আর কে আছে আল্লাহর চেয়ে বেশি ওয়াদা রক্ষাকারী? অতএব তোমরা খুশি থাক এই ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির (বাইয়াতের) উপর যা তোমরা সম্পাদন করেছো। আর ইহাই বিরাট সফলতা।

তারা (মু'মিন) হচ্ছে তাওবাকারী, ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, রোযা পালনকারী, রুকু ও সিজদাকারী (নামায কায়েম রাখে), সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাঁধা প্রদানকারী, আর আল্লাহর সীমাসমূহের (আহকামের) সংরক্ষণকারী। আর আপনি (এমন গুণে গুণান্বিত) মু'মিনদেরকে সুসংবাদ গুনিয়ে দিন। (আত তাওবাহ: ১১১-১১২)

### মু'মিনদের আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ

(৪) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا

الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝  
وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۝

অর্থ : যারা বড় বড় গুনাহ ও নির্লজ্জতাজনক কাজকর্ম হতে বিরত থাকে, আর ক্রোধ হলে তা ক্ষমা করে দেয়।

যারা নিজেদের রবের হুকুম মানে, নামায কায়েম করে, নিজেদের যাবতীয় সামগ্রিক ব্যাপার পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে, আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে খরচ করে। আর যখন তাদের উপর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয়, তখন উহার মুকাবিলা করে। (আশ শূরা: ৩৭-৩৯)

মু'মিনদের চাল-চলন ও আচার-আচরণ যেভাবে হওয়া উচিত

(৫) يُبْنَىٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

অর্থ : হে পুত্র! নামায কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ কর, খারাপ কাজ হতে নিষেধ কর। আর যে বিপদই আসুক না কেন, সেজন্য ধৈর্য ধারণ কর। এ কথাগুলো এমন, যে বিষয়ে খুব তাকিদ করা হয়েছে। লোকদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না, জমিনের উপর অহংকার সহকারে চলাফেরা করবে না। আল্লাহ কোন আত্ম-অহংকারী দাস্তিক মানুষকে পছন্দ করেন না। নিজের চাল-চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং নিজের কণ্ঠসর কিছুটা খাটো রাখ। সব আওয়াজের মধ্যে গর্দভের আওয়াজই হচ্ছে সব চেয়ে কর্কশ। (লোকমান: ১৭-১৯)

মু'মিনগণ আল্লাহর শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না

(৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের অভিন্ন শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (আল মুমতাহিনা: ১)



(এছাড়াও দেখুন, ফোরকান: শেষ রুকু, নূর: ৫১, ৫২, ৫৫, ৬২, বাক্বারাহ: ২৫৭, লোকমান: ৩-৫, ৮, ৯, মু'মিনুন: ১-১১, মুহাম্মাদ: ৭, ২৯, মা'আরিজ: ২৩-৩৫, হুজরাত: ৭, ১০, রা'দ: ২৮, আলে ইমরান: ২৮, ১৩৯, -১৭৩, তাওবাহ: ৭১-৭২, আহযাব: ৪৭, রুম: ৪৭, নিসা: ৫৭, নাহল: ৯৭, মারয়াম: ৯৬, ইবরাহীম: ২৭, হজ্জ: ৩৫)

## হাদীস

জিহ্বা ও লজ্জাস্থান হেফায়ত ঈমানের দাবী

(১) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَتِهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

অর্থ : হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় জিহ্বা ও লজ্জাস্থান হিফায়তের জামিন হবে; আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হবো। (বুখারী)

মু'মিনরা অপরের দুঃখে দুঃখী হয়

(২) عَنِ النَّعْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى عَيْنَهُ اشْتَكَى كُلَّهُ إِنْ اشْتَكَى رَأْسَهُ اشْتَكَى كُلَّهُ.

অর্থ : হযরত নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, সমস্ত মু'মিন একই ব্যক্তি-সত্তার মত। যখন তার চোখে যন্ত্রণা হয়, তখন তার গোটা শরীরই তা অনুভব করে। যদি তার মাথা ব্যাথা হয় তাতে তার গোটা শরীরই বিচলিত হয়ে পড়ে। (মিশকাত)

দয়া ও ভালবাসা মু'মিনের চরিত্র

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ مَالِفٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَالِفُ وَلَا يُؤَلَفُ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, মু'মিন মহক্বত ও দয়ার প্রতীক। ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, যে কারো সাথে মহক্বত রাখে না এবং মহক্বত প্রাপ্ত হয় না। (বুখারী)

মু'মিনরা একে অপরের খোঁজ নেয়

(৬) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি : সে ব্যক্তি মু'মিন নয়, যে পেট পুরে খায়, অথচ পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার যাতনায় ভুগে। (বায়হাকী)

মু'মিন বার বার ভুল করে না

(৭) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ حُجْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মু'মিন এক গর্ভে দু'বার নিপতিত হয় না। (বুখারী ও মুসলিম)

মু'মিনগণই আব্দুল্লাহর  
খিয় বান্দাহ।

## শপথ বা বাই'য়াত

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজের জান ও মালকে ইসলামী সংগঠনের দায়িত্বশীলের নিকট আনুগত্যের শপথের মাধ্যমে আল্লাহর পথে সপে দেয়ার শপথ, ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতির নাম বাই'য়াত। সত্যিকার মুসলিম রূপে আত্ম-পরিচয় পেশ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য এর কোন বিকল্প নেই। নিম্নোক্ত কুরআন-হাদীস একধারই প্রতিধ্বনি।

### কুরআন

ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলের নিকট বাই'য়াত মূলত আল্লাহর নিকট বাই'য়াত

(১) إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ

أَيْدِيهِمْ ۝

অর্থ : হে রাসূল (সা)! যেসব লোক আপনার নিকট বাই'য়াত হচ্ছিল, তার আসলে আল্লাহর নিকট বাই'য়াত হচ্ছিল। তাদের হাতের উপর আল্লাহর কুদরতের হাত ছিল। (আল ফাতহ: ১০)

বাই'য়াত আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উৎকৃষ্ট উপায়

(২) لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ

الشَّجَرَةِ ۝

অর্থ : হে রাসূল! আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নীচে আপনার নিকট বাই'য়াত হচ্ছিল। (আল ফাতহ: ১৮)

দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের বিনিময়ে বিক্রয় করে দেয়াই হল বাই'য়াতের দাবী

(৩) فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ

نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

অর্থ : আল্লাহর পথে লড়াই করা উচিত তাদের যারা দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে দেয় আখিরাতের বিনিময়ে। আর যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় অথবা গাজী হয় উভয়কে আমি সীমাহীন প্রতিদান দিবো। (আন নিসা: ৭৪)

বাই'য়াত অর্থ হচ্ছে সব কিছু আল্লাহর

(৫) قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

অর্থ : আপনি বলুন! আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। (আল আন'আম: ১৬২)

বাই'য়াতী যিন্দেগী আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা প্রাপ্তির অন্যতম শর্ত

(৫) بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

অর্থ : আর যে ব্যক্তি তার ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ করবে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে (সে আল্লাহ তা'আলার প্রিয়ভাজন হবে)। আর নিশ্চিতভাবে আল্লাহ পাক মুত্তাকীদের ভালবাসেন। (আলে ইমরান: ৭৬)

বাই'য়াত বা ওয়াদা ভঙ্গের পরিণতি

(৬) إِنْ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ

لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

অর্থ : আর যারা আল্লাহর সাথে করা অংগীকার ও নিজের শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে দেয়, তাদের জন্য আখিরাতে কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পাক পবিত্রও করবেন না। বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (আলে ইমরান: ৭৭)

(এছাড়াও দেখুন, নাহল: ৯১, তাওবাহ: ১১১)

হাদীস

বাই'য়াত ছাড়া মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যুর নামাস্তর

(১) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ

مَاتَ وَ لَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً .

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) রাসূলে পাক (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বাইয়া'তের রজ্জু গলদেশে ঝুলানো অবস্থা ছাড়া মারা যাবে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

### বাই'য়াতের বিষয়সমূহ

(২) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে দিনার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা) এর কাছে বাইয়া'ত গ্রহণ করতাম, শ্রবণ ও আনুগত্যের উপর এবং তিনি আমাদের সামর্থ অনুযায়ী উক্ত বিষয়ে আমল করার অনুমতি দিয়েছেন। (মুসলিম)

### বাই'য়াতের দাবী

(৩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرِهِ وَأَنْ لَا تُنَازَعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا لَا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

অর্থ : হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা) এর কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করেছি শ্রবণ ও আনুগত্যের ব্যাপারে এবং এটা স্বাভাবিক অবস্থা, কঠিন অবস্থা, আগ্রহ ও অনাগ্রহ সর্বাধিকার জন্য প্রযোজ্য।

আমরা আরো বাইয়া'ত গ্রহণ করেছি যে, আমরা কোন ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবো না এবং সর্বাধিকার সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এ ব্যাপারে, কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরোয়া করব না। (নাসায়ী)

## ত্যাগ, কুরবানী ও ঈমানের পরীক্ষা

আল্লাহর প্রেমে পাগলপাড়া ও তাঁরই সন্তোষ অর্জনে ব্যাকুল বান্দাহদেরকে আল্লাহ অনেক সময়ই পরীক্ষা করে থাকেন বিভিন্নভাবে। যার অসংখ্য উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে। আর ভোগ নয়, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ। এ কথারই প্রমাণ রেখে গেছেন তারা। এ পথে চলতে গেলে আসে বাঁধার পাহাড়, বিপদ ও মুসিবতের ডালা। সব কিছুকেই মাড়িয়ে ভোগের মোহে আচ্ছন্ন না হয়ে ত্যাগ করে হাসিমুখে সামনে চলার মধ্যেই থাকে কাঙ্ক্ষিত সফলতা। তাই সত্যিকারের মু'মিনদের যদি অতি প্রিয় বস্তু জীবনটাও বিলিয়ে দিতে হয়, তাতেও তারা পিছপা হয় না, হয় না কুণ্ঠিত, বরং ধৈর্যের পাহাড় রচনা করে এগিয়ে যায় সম্মুখপানে। স্বাভাবিকভাবে মানুষকে আল্লাহ যেসব জিনিস দিয়ে পরীক্ষা করেন, তাই আলোকপাত করা হলো এখানে অতি সংক্ষিপ্তভাবে।

### কুরআন

#### পরীক্ষা সবার জন্য

(১) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

وَالْيَنَّا تُرْجَعُونَ ۝

অর্থ : প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর আমরা ভালো ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করছি। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকলকে আমাদের দিকেই ফিরে আসতে হবে। (আল আশিয়া: ৩৫)

#### জান্নাতের পথ বড় বন্ধুর

(২) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ

خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَرُوُلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۝

অর্থ : তোমরা কি মনে করেছ! যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে? অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায়

(বিপদ-আপদ) আবর্তিত হয়নি তাদের উপর বহু কষ্ট-কঠোরতা ও কঠিন বিপদ-মুসিবত আবর্তিত হয়েছে, তাদেরকে অত্যাচারে-নির্যাতনে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছে। এমন কি শেষ পর্যন্ত তদানীন্তন রাসূলের এবং তাঁর সংগী-সাথীগণ আর্তনাদ করে ওঠেছে (বলেছে), আল্লাহ্র সাহায্য কবে আসবে? তখন তাদেরকে সান্তনা দিয়ে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্র সাহায্য অতি নিকটে। (আল বাক্বারাহ: ২১৪)

পরীক্ষায় উত্তীর্ণরাই খাঁটি মু'মিন

(৩) أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ۝

অর্থ : লোকেরা কি এই মনে করে নিয়েছে যে, “আমরা ঈমান এনেছি” এটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমরা তো এদের পূর্বে অতিক্রান্ত সকল লোককেই পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে, কে সত্যবাদী, আর কে মিথ্যাবাদী। (আল আনকাবুতঃ ২-৩)

বিপদ মুসিবত আসে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে

(৫) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

অর্থ : কোন বিপদ কখনও আসে না, কিন্তু আসে আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে আল্লাহ তার দিলকে হিদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ সবকিছু জানেন। (আত তাগাবুন: ১১)

বিপদ মুসিবতে ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য সুসংবাদ

(৫) وَلَنَبَلِّغُنَّكُمْ بِبَشِيرٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ۝

অর্থ : আমরা নিশ্চয়ই ভয়, বিপদ, অনশন, জ্ঞানমালের ক্ষতি এবং আমদানী হ্রাসের দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। তাদেরকে সুসংবাদ দাও যারা এই সব অবস্থায় ধৈর্য অবলম্বন করে। (আল বাক্বারাহ: ১৫৫)

### দুনিয়ার চাকচিক্যময় পরীক্ষার বস্ত্রসমূহ

(৬) زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ  
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ  
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ  
الْمَآبِ ۝

অর্থ : মানুষের জন্য তাদের মনঃপুত জিনিস, নারী, সন্তান, স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তম্ভ, বাছাই করা ঘোড়া, গৃহপালিত পশু ও কৃষি-জমি বড়ই আনন্দদায়ক ও লালসার বস্ত্র বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা দুনিয়ার সাময়িক ও ক্ষনস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। মূলত ভাল আশ্রয় তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে। (আলে ইমরান: ১৪)

### আল্লাহর পথে শহীদেরা মৃত নয় বরং জীবিত

(৭) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ  
وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

অর্থ : আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলা না, প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত; কিন্তু তোমারা তা জান না। (আল বাক্বারাহ: ১৫৪)

### আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তিগণ জীবিত ও রিযিকপ্রাপ্ত

(৮) وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَزَقُونَ ۝

অর্থ : যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত, তারা খোদার নিকট হতে রিযিক প্রাপ্ত। (আলে ইমরান: ১৬৯)



বিশজন ধৈর্যশীল দু'শ জনের ওপর বিজয়ী হবে

(৭) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ  
عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا  
أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝

অর্থ : হে নবী! তুমি মু'মিনদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ কর (মনে রেখ) তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন ধৈর্যশীল লোক থাকে, তাহলে তারা দু'শজনের ওপর বিজয়ী হবে। আবার তোমাদের মাঝে (ধৈর্যশীল) যদি একশ লোক হয়, তাহলে তারা এক হাজার লোকের উপর জয় লাভ করবে, কারণ হচ্ছে কাফিররা এমন জাতি যারা (আল্লাহর শক্তি সম্পর্কে) কিছুই বুঝে না। (আল আনফাল: ৬৫)

(এছাড়াও দেখুন, বাক্বারাহ: ২০৭, ২৪৫, তাগাবুন: ১১, ১৫, ১৬, তাওবাহ: ২৪, আহযাব: ১১, মূলক: ২, হাদীদ: ২২, আলে ইমরান: ১৪২, মুহাম্মাদ: ৩১, মুনাফিকুন: ৯)

হাদীস

সম্পদ-ই সবচেয়ে বড় পরীক্ষার বস্তু

(১) عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ.

অর্থ : হযরত কা'ব ইবনে 'ইয়ায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক জাতির জন্য একটি ফিতনা (পরীক্ষার বস্তু) আছে। আর আমার উম্মতের ফিতনা হলো সম্পদ। (তিরমিযি)

দুনিয়াটা মু'মিনের জন্য কারাগার বা পরীক্ষার স্থান

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
ﷺ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, দুনিয়াটা হলো ঈমানদারদের জন্য কারাগার এবং কাফেরের জন্য বেহেশত। (মুসলিম)

মু'মিনদের জীবন অতি সাধারণ আসহাবে সুফফা তার প্রমাণ

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ

مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ أَوْ إِزَارٌ وَ أَمَا كِسَاءٌ

فَقَدْ رِبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نَصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا

يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةً أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সত্তরজন আসহাবে সুফফাকে দেখেছি, তাঁদের কারো কোনো চাদর ছিল না। কারো হয়তো একটি লুংগী আর কারো একটি কম্বল ছিল। তারা এটাকে নিজেদের গলায় বেঁধে রাখতেন। কারোটা হয়তো তাঁর পায়ের গোছার অর্ধাংশ পর্যন্ত পৌছতো; আর কারোরটা হাঁটু পর্যন্ত। লজ্জাস্থান দেখা যাওয়ার ভয়ে তারা হাত দিয়ে এটাকে ধরে রাখতেন। (বুখারী)

ধৈর্য সফলতার  
প্রথম সোপান।

## আত্মগঠন ও আত্ম উন্নয়ন

আত্মগঠন : অর্থ নিজকে গঠন। মূল **زَكَّى** (যাকিয়া) শব্দ থেকে নির্গত, যার অর্থ উন্নতি, প্রবৃদ্ধি, দোষমুক্ত হওয়া, পবিত্র হওয়া, যোগ্যতা বৃদ্ধি। পরিভাষায়, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালে জওয়াবদিহির লক্ষ্যে নিজকে উন্নত, পবিত্র ও যোগ্য করে গড়ে তোলার চেষ্টা-সাধনা করার নামই আত্মগঠন ও মানোন্নয়ন।

### কুরআন

১। সফলতা ও কল্যাণের নিশ্চয়তা

(১) **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا** ○

অর্থ : নিঃসন্দেহে কল্যাণ লাভ করলো সে, যে নিজের নফসের পবিত্রতা বিধান করল এবং ব্যর্থ হলো সে, যে প্রবৃত্তির দাসত্ব করলো। (আশ শামস: ৯-১০)

পরকালীন জীবনে সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি

(২) **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ** ○

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে যে, সে আগামী দিনের জন্য কি সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছে। আল্লাহকেই ভয় করতে থাক। আল্লাহ নিশ্চিতই তোমাদের সেসব আমল সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা কর। (আল হাশর: ১৮)

দৌড়াতে হবে জান্নাত প্রাপ্তি ও মাগফিরাতের জন্য

(৩) **وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ** ○

অর্থ : সে পথে তীব্র গতিতে চল যা তোমাদের আল্লাহর ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রস্থত বেহেশতের দিকে চলে গেছে এবং যা আল্লাহতীর্থ লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (আলে ইমরান: ১৩৩)

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○

অর্থ : দৌড়াও। একে অপর হতে অগ্রসর হয়ে যেতে চেষ্টা কর, তোমাদের প্রভুর ক্ষমা এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিশালতা ও বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায়, যা প্রস্তুত করা হয়েছে সে লোকদের জন্য যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। ইহা একান্তভাবে আল্লাহর অনুগ্রহ বিশেষ। ইহা তিনি যাকে চান দান করেন। আর আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল। (আল হাদীদ: ২১)

আত্মগঠন ও মানোন্নয়নের পদ্ধতি হচ্ছে জ্ঞানার্জন

(৬) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَةُ رَبِّهِمْ آيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

অর্থ : প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই, যাদের দিল আল্লাহর স্মরণকালে কেঁপে ওঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের আল্লাহর ওপর আস্থা এবং নির্ভরতা রাখে। (আল আনফাল: ২)

(এছাড়াও দেখুন, বাক্বারাহ: ১৫৩, জুমুআ: ২, আলে ইমরান: ১৬৪)

হাদীস

দিনের সর্বোত্তম ব্যবহার করে মানোন্নয়ন করতে হবে

(১) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنْ فَجْرٍ يَوْمٍ يُنْشَأُ إِلَّا وَيُنَادِي مَلَكًا يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا يَوْمَ جَدِيدٌ وَعَلَىٰ عَمَلِكَ شَهِيدٌ فَتَرَوُدَ مِنِّي فَإِنِّي لَا أَعُودُ إِلَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : মহানবী (সা) বলেছেন, দু'জন ফেরেশতা নিম্নরূপ আহ্বান ব্যতীত একটি প্রভাতও আসে না, হে আদম সন্তান! আমি একটি নতুন দিন এবং আমি তোমার কাজের সাক্ষী! সুতরাং আমার সর্বোত্তম ব্যবহার কর। শেষ বিচার দিনের আগে আমি আর কখনো ফিরে আসব না। (আল-মা'ছার নবী সা)

আত্মগঠন ও মানোন্নয়ন চেষ্টা করতে হবে প্রতিদিন

(২) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ اسْتَوَىٰ مِنْ يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُورٌ.

অর্থ : মহানবী (সা) বলেছেন, যার দু'টি দিন একই রকম যায় নিঃসন্দেহে সে ক্ষতিগ্রস্ত। (সুনান আদ দাইলামী)

## দায়িত্বশীলের গুণাবলী

হাদীসের ভাষায় নেতৃত্ব হচ্ছে জাতির খাদেম। আর তাদেরকে আবর্তিত হয়ে থাকে একদল কর্মী বাহিনী। কর্মীবাহিনী সাধারণত তাদের নেতৃত্বের অনুসারী হয়ে থাকে। তাই তাদের অর্জন করতে হয় অনুসরণীয় অনন্য গুণাবলী। আর সেগুলোই তুলে ধরা হলো এখানে।

### কুরআন

#### দায়িত্বশীলদের মৌলিক গুণাবলী

(১) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنَّفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝

অর্থ : এটা আল্লাহর অনুগ্রহ মাত্র যে আপনি (১) কোমল হৃদয় সম্পন্ন, যদি আপনি কঠোরভাষী ও তিক্ত মেজাজ সম্পন্ন হতেন, তাহলে এরা আপনার চার পাশ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতো। (২) কাজেই এদের ত্রুটিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখুন (৩) এদের জন্য শাফায়াত (ক্ষমা) চান এবং (৪) বিভিন্ন বিষয়ে এদের সাথে পরামর্শ করুন। (৫) অতঃপর পরামর্শের পর যখন কোন বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প হয়ে যান (৬) তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ (তার উপর) ভরসাকারীদের ভাল বাসেন। (আলে ইমরান: ১৫৮)

#### অনুসরণকারীদের প্রতি বিনয়ী হতে হবে

(২) وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

অর্থ : যারা তোমার অনুসরণ করে, সে সকল বিশ্বাসীদের প্রতি তুমি বিনয়ী হও। (আশ শু'রার: ২১৫)

#### মু'মিনগণ মু'মিনদের প্রতি রহম দিল বা বিনয়ী

(৩) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۝

অর্থ : মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি বজ্র-কঠোর। আর নিজেরা নিজেদের প্রতি বড়ই করুণাশীল। (আল ফাতাহ: ২৯)

রহমানের বান্দারা নশ্র হবে

(৪) وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

অর্থ : তারাইতো রহমান আল্লাহর প্রকৃত বান্দা, যারা জমিনে নশ্রতার সাথে চলাফেরা করে। আর যখন মূর্খ লোকেরা তাদের সাথে আল্লাহর বিষয়ে তর্ক করে তখন তারা বলে দেয় তোমাদের সালাম। (আল ফুরকান: ৬৩)

(আরো দেখুন, ইয়াসীন: ৭৬, লুকমান: ২৩, আহকাফ: ৩৫, ইউনুস: ১০৯, তাওবা: ১২৮, শু'রার: ২১৫, ২১৮, ২১৯।)

হাদীস

দায়িত্ব পালনে অবহেলাকারী জাহান্নামে যাবে

(১) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا وَالِ وَإِلِيَّ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَلَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ وَلَمْ يَجْهَدْ لَهُمْ لِنُصْحِهِ وَجُهِدِهِ لِنَفْسِهِ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ.

অর্থ : হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম (সা) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলমানের কোন বিষয় ও ব্যাপারে দায়িত্বশীল হলো। কিন্তু তাদের (জনগণ/কর্মী) খেদমত ও কল্যাণের জন্য ততটুকু চেষ্টাও করল না, যতটুকু সে নিজের জন্যে করে থাকে। তবে তাকে (দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে) আল্লাহ উপড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (মু'জামুস সাগীর)

যিনি যতবড় দায়িত্বশীল তার জবাবদিহিতাও তত বড়

(২) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الْأَعْظَمُ الَّذِي  
عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

অর্থ : সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে। মুসলমানদের যিনি বড় নেতা তিনিও দায়িত্বশীল এবং তাঁকে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

স্বামীশীলদের আল্লাহ ইচ্ছত ও দানশীলদের সম্পদ বৃদ্ধি করেন

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ  
مَا نَقَصْتُ صَدَقَةً مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا  
تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দানের দ্বারা সম্পদ কমে না। স্বামীর দ্বারা আল্লাহ তার বান্দাহর ইচ্ছত ও সম্পদ বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই করেন না। আর যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয়ী ও নম্রতার নীতি অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। (মুসলিম)

নরম আচরণ আল্লাহর বিশেষ গুণ

(৪) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفِيقَ فِي الْأَمْرِ كَلِّهِ.

অর্থ : হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ নরম আচরণকারী এবং যাবতীয় কার্যক্রমে তিনি নরম আচরণই পছন্দ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

## ঋণ ও খিয়ানত

আমাদের সমাজে ঋণ ও খিয়ানত শব্দ দু'টি অতি পরিচিত। মানুষ তার প্রয়োজনে মানুষের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে থাকে কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য ঋণ নিয়ে তার প্রাপককে যথাযথভাবে আদায় না করে, করে থাকে উষ্টোটা অর্থাৎ খিয়ানত। খিয়ানতকারীর শাস্তিটা কত ভয়াবহ এবং ঋণ নেয়া-দেয়ার নীতিমালা কি তাই তুলে ধরা হলো নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসের মাধ্যমে।

### কুরআন

ঋণ দানে স্বাক্ষীসহ লিখিত চুক্তি হতে হবে

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٥



অর্থ : ওহে, তোমরা যারা ঈমান এনেছো! তোমরা যখন পরস্পরের সাথে নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্যে ঋণের চুক্তি করো তখন অবশ্যই তা লিখে রাখবে। তোমাদের মধ্যকার যে কোন একজন লেখক সুবিচারের ভিত্তিতে (চুক্তিনামা) লিখে দিবে, আল্লাহ তা'য়ালার যাকে লেখা শিখিয়েছেন তাদের কখনো লেখার কাজে অস্বীকৃতি জানানো উচিত নয়।

লেখার সময় ঋণগ্রহীতা লেখককে বলে দিবে কি শর্ত সেখানে লিখতে হবে। লেখককে অবশ্যই তার মালিক আল্লাহকে ভয় করা উচিত, চুক্তিনামা লেখার সময় কিছুই যেন বাদ না পড়ে।

যদি ঋণগ্রহীতা অঙ্ক-মূর্খ ও সব দিক দিয়ে দুর্বল হয়, অথবা চুক্তিনামার কথাবার্তা বলে দেবার ক্ষমতা না থাকে তাহলে তার পক্ষ থেকে তার কোন অভিভাবক ন্যায়ানুগ পন্থায় বলে দেবে। কি কি কথা লিখতে হবে।

তার পরেও তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন পুরুষকে এই চুক্তিপত্রে সাক্ষী বানিয়ে নিয়ো। যদি দু'জন পুরুষ একত্রে না পাওয়া যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী হবে। যাতে করে তাদের একজন ভুলে গেলে দ্বিতীয় জন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। এমন সব লোকের মধ্য থেকে সাক্ষী নিতে হবে যাদের সাক্ষী উভয় পক্ষ পছন্দ করবে। সাক্ষীদের যখন সাক্ষী দেবার জন্য ডাকা হবে তখন তারা তা অস্বীকার করবে না। লেনদেনের পরিমাণ ছোট হোক কিংবা বড় হোক দিনক্ষণ সহ তা লিখে রাখার ব্যাপারে অবহেলা করো না। এটা আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয় ও সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে অধিক মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং পরবর্তী কালে কোন সন্দেহ-সংশয় দেখা দিলে তা দূর করাও এতে সহজ হয়। যা কিছু তোমরা নগদ (হাতে হাতে) আদান প্রদান করো তা সব সময় না লিখলেও তোমাদের কোন ক্ষতি নেই, এতে ব্যবসায়িক লেন-দেনে চুক্তি সম্পাদনের সময় অবশ্যই সাক্ষী হাজির রাখবে। লেখক ও সাক্ষীদের (মত বদলানোর জন্য) কখনো কষ্ট দেয়া যাবে না। তারপরও তোমরা যদি তাদের এ ধরনের যাতনা প্রদান করো, তাহলে তা হবে একটি মারাত্মক গুনাহ। এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে সব কিছুই শিখিয়ে দিচ্ছেন, কেননা আল্লাহ সব কিছু জানেন। (আল বাক্বারাহ: ২৮২)

ঋণগ্রহীতাকে পর্যাণ্ট সময় দিতে হবে

(২) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا

خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

অর্থ : তোমাদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আর যদি সদকা করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা অনুধাবণ করতে পারো। (আল বাক্বারাহ: ২৮০)

খিয়ানতকারীগণ আল্লাহর পাকড়াও এর স্বীকার হবেন

(৩) وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا ۖ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝ هَآأنتُمْ هُوَآلَآءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝

অর্থ : যারা নিজেদের প্রতি খিয়ানত করে, তুমি তাদের সাহায্য কর না। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ খিয়ানতকারী ও পাপিষ্ট লোকদের পছন্দ করেন না।

এরা মানুষের নিকট থেকে নিজেদের কর্মকাণ্ড লুকাতে পারে, কিন্তু আল্লাহর নিকট থেকে গোপন করতে পারে না। তিনি তো ঠিক সেই সময়ও সঙ্গে থাকেন, যখন এরা রাতে গোপনে আল্লাহর ইচ্ছার খেলাফ পরামর্শ করতে থাকে। এদের সমস্ত কাজই আল্লাহর আওতাধীন। হ্যাঁ, তোমরা এই সব অপরাধীর পক্ষ সমর্থনে দুনিয়ার জীবনে তো খুব ঝগড়া করে নিলে, কিন্তু কিয়ামতের দিন এদের পক্ষে কে ঝগড়া করবে? সেখানে তাদের উকিল কে হবে? (আন নিসা: ১০৭-১০৯)

খিয়ানতকারী তার খিয়ানত নিয়েই কিয়ামতে হাজির হবে

(৪) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلُفَ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

অর্থ : নবীর পক্ষে কোন বস্তুর খিয়ানত করা সম্ভবই নয়। আর যে খিয়ানত করবে, কিয়ামতের দিন সে তার খিয়ানতসহ হাজির হবে। অতঃপর সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিফলই লাভ করবে, কারও প্রতি এক বিন্দুও জুলুম করা হবে না। (আলে ইমরান: ১৬১)

## হাদীস

ঋণমুক্ত জীবনই জান্নাতের নিশ্চয়তা

(১) عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَرِيئًا مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ الْكَبِيرَ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ.

অর্থ : হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তিনটি জিনিস থেকে মুক্ত অবস্থায় আসবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জিনিস তিনটি হলো (১) অহংকার (২) চুরি ও (৩) ঋণ। (নাসায়ী, ইবনে হাব্বান, হাকেম)

আত্মসাৎকারীকে প্রশ্ন দেয়া আত্মসাৎকারীর মতোই অপরাধ

(২) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَا بَعْدُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُوا مَنْ يَكْتُمُ غَالًا فَإِنَّهُ مِخْلَةٌ.

অর্থ : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন খিয়ানতকারী ও আত্মসাৎকারীকে প্রশ্ন দেবে ও তার পরিচয় গোপন করবে, সে ঐ আত্মসাৎকারীরই পর্যায়ভুক্ত হবে। (আবু দাউদ)

ঋণ গ্রহণ মানুষের দুর্ভিক্ষের কারণ

(৩) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيَّاكُمْ وَالذَّيْنِ فَإِنَّهُ هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَمُذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ.

অর্থ : হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা ঋণ হতে সাবধান থাক! কেননা ঋণ রাত্রে হুমকি ও দিনের লাঞ্ছনার কারণ। (বায়হাকী)

## গুনাহ, তাওবাহ ও ক্ষমা

গুনাহ, তাওবাহ ও ক্ষমা আমাদের অতি পরিচিত একই সূতায় গাঁথা তিনটি শব্দ। মানুষ স্বভাবগতভাবে প্রবৃত্তির পূজারী আর সে কারণেই সে গুনাহর কাজ করে প্রায়শই। আর পবিত্র আত্মার চেতনা ফিরে আসে গুনাহ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথেই, তাইতো সে ফিরে আসে আল্লাহর কাছে এটাই মূলত তাওবাহ। আর মহান আল্লাহ তার বান্দাহকে ভালবাসেন বলেই গুনাহ ক্ষমা করে দেন, তবে তাকে নয় যে পাপ করে পুনঃপুনঃ। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত গুনাহ মুক্ত জীবনযাপন। আর শয়তান যদি গুনাহে বাধ্য করেই থাকে তাহলে প্রয়োজন অতি সত্ত্বর তাওবাহ। সে কথাই প্রতিফলিত হচ্ছে নিম্নোক্ত উপস্থাপনায়।

### কুরআন

আল্লাহ তাদের তাওবাহ কবুল করে যারা তাৎক্ষণিক তাওবাহ করে

(۱) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

অর্থ : জেনে রেখো, আল্লাহর নিকট তাওবাহ গৃহীত হওয়ার অধিকার তারাই লাভ করতে পারে যারা অজ্ঞাত কারণে কোন অন্যায় কাজ করে বসে এবং এর পর অবিলম্বে তাওবাহ করে নেয়। এমন লোকদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং অতিশয় সু-বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। (আন নিসা: ১৭)

অব্যাহত পাপকারীদের ও মৃত্যুকালীন তাওবাহ আল্লাহ কবুল করেন না

(۲) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُكَ اللَّهُمَّ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا ۚ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

অর্থ : কিন্তু তাদের জন্য তাওবাহর কোন অবকাশ নেই। যারা অব্যাহত ভাবে পাপ কাজ করতেই থাকে। এই অবস্থায় যখন তাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, এখন আমি তাওবাহ করলাম। অনুরূপ ভাবে

তাদের জন্যও কোন তাওবাহ নেই, যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফেরই থেকে যায়।  
এইসব লোকের জন্য আমরা কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছি।  
(আন নিসা: ১৮)

সত্যিকার তাওবাহকারী অবশ্যই ক্ষমা পাবে

(৩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نُّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۝

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নিকট তাওবাহ কর ঝাটি ও সত্যিকার তাওবাহ। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তোমাদের এ দোষত্রুটিগুলো তোমাদের থেকে দূর করে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন সব জান্নাতে দাখিল করে দিবেন যার নিল্লদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা সদা প্রবাহমান থাকবে। (আত তাহরীমঃ ৮)

তাওবাহর পর ঈমান আনলে আল্লাহ মাফ করবেন

(৪) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

অর্থ : আর যারা কারাপ কাজ করবে তারপর তাওবাহ করবে ও ঈমান আনবে নিশ্চয়ই এই তাওবাহ ও ঈমানের পরে তোমার রব অতীব ক্ষমাশীল ও অশেষ করুণাময়। (আল আ'রাফ: ১৫৩)

হাদীস

শয়তানের প্রতাপে গুনাহ করলে অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমা করবেন

(১) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ إِبْلِيسُ وَ عِزَّتِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَمَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ فَقَالَ: وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي.

অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, ইবলিস বলেছিল, তোমার প্রতাপের শপথ তোমার বান্দাহদের দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আমি তাদেরকে বিপথগামী করতে থাকবো। জবাবে আল্লাহ বলেছিলেন, আমার প্রতাপ ও মহিমার শপথ, তারা যতক্ষণ ক্ষমা চাইতে থাকবে, আমি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকবো। (মুসনাদে আহমদ)

মহানবীর ভাষায় মানুষের রোগ হলো গুনাহ আর ঔষধ হলো ক্ষমা প্রার্থনা

(২) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى دَائِكُمْ وَدَوَائِكُمْ أَلَا إِنَّ دَاءَكُمْ الذُّنُوبُ وَدَوَاءَكُمْ الْإِسْتِغْفَارُ.

অর্থ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে জানাবো না, তোমাদের রোগ কি এবং তার ঔষধ কি? তোমাদের রোগ হলো গুনাহ, আর তোমাদের ঔষধ হলো ইসতিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা। (বায়হাকী)

দুঃশিক্ষিতা মুক্ত জীবন যাপনের জন্য চাই পুনঃ পুনঃ তাওবাহ

(৩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هِمٍّ فَرْجًا وَمِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঘণ ঘণ গুনাহ মাফ চায়, আল্লাহ তার প্রত্যেক দুঃশিক্ষিতা দূর করবেন। প্রত্যেক সংকট নিরসন করবেন এবং সে কল্পনাও করতে পারে না এমন উপায়ে তাকে জীবিকা দান করবেন। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

গুনাহ মাফের জন্য ৩ ঘণ্টার মধ্যেই (তাড়াতাড়ি) তাওবাহ করতে হবে

(১) عَنْ أُمِّ عِصْمَةَ الْعُوصِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْمَلُ ذَنْبًا إِلَّا وَقَفَ الْمَلَكُ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ فَإِنْ اسْتَغْفَرَ مِنْ ذَنْبِهِ لَمْ يَكْتُبْهُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : হযরত উম্মে ইসমাত আল আওসিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, কোন মুসলমান কোন গুনাহর কাজ করলে ফেরেশতা তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করেন। সে যদি এর মধ্যে গুনাহ মাফ চায়, তাহলে তার ঐ গুনাহ তিনি লেখেন না এবং আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে আযাবও ভোগ করান না। (হাম্বলী)

পানি যেমন ময়লা পরিষ্কার করে  
তেমন তাওবাহ গুনাহ মুক্ত করে।

## পিতা-মাতার অধিকার

এ পৃথিবীতে অত্যন্ত কাছের এবং আপনজন হলো পিতা ও মাতা। তাই সন্তানের কাছে রয়েছে তাদের অধিকার এবং এ অধিকার আল্লাহর অধিকারের পর। আর সে কথাই বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্তভাবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে।

### কুরআন

পিতা-মাতার সাথে আচরণের (ধরন) পদ্ধতি

(১) وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغْنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتُنِي صَغِيرًا ۝

অর্থ : তোমার প্রতিপালক এ আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ভিন্ন অপর কারো ইবাদত করো না। পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করো। যদি তাদের একজন অথবা উভয়ই তোমার নিকট উপনীত হয়; তবে তাদের কখনো ‘উহ্’ শব্দ পর্যন্ত বলবে না। তাদেরকে ধমক দিবে না, বরং তাদের সাথে মার্জিত কথা বলবে। আর তাদের উদ্দেশ্যে অনুগ্রহ ও বিনয়ের বাহু অবনমিত করবে। আর বল, (তাদের জন্য দুয়া কর) হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়কে অনুগ্রহ কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন। (বনী ইসরাঈল: ২৩-২৪)

পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর শিখানো দু’য়া

(২) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۝

অর্থ : হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও আমার গৃহে মোমেন রূপে প্রবেশকারীদেরকে এবং সকল ঈমানদার নর-নারীকে ক্ষমা করুন। জালিমদের জন্যে চূড়ান্ত ধ্বংস ছাড়া কিছুই তুমি বৃদ্ধি করো না। (নূহ: ২৮)

(আরও দেখুন, নিসা: ৩৬, লোকমান: ১৪, আহকাফ: ১৫, ‘আনকাবুত: ৮)



## হাদীস

### পিতা-মাতার কাছেই জান্নাত ও জাহান্নাম

(১) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَيَّ وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ.

অর্থ : হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা) কে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর পিতা-মাতার কি হক আছে? তিনি বললেন, তারা তোমার বেহেশত ও দোষণ। (ইবনে মাজাহ)

### সবচেয়ে বেশি অধিকার মাতার

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبُوكَ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার সর্বোত্তম ব্যবহারের হকদার কে? হজুর (সা) বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, অতঃপর কে? হজুর (সা) বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? এবারও জবাব দিলেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? এবারে নবী করীম (সা) জওয়াব দিলেন, তোমার বাবা। (বুখারী ও মুসলিম)

### পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান ও দাইউস জান্নাতে যাবে না

(৩) عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَائِي بَوَالِدَيْهِ وَالذَّيُوثُ وَرَجُلَةٌ مِنَ النِّسَاءِ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, দাইউস (আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী) ও পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলা। (হাকেম, জামিউস সাগীর)

## ইসলামী অর্থনীতি

মানব জীবনে অর্থের গুরুত্ব অপরিসীম, ইহা হচ্ছে সমাজের চালিকা শক্তি। এজন্য বলা হয়ে থাকে 'Money is the Second Father'। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হওয়ায় এ গুরুত্বপূর্ণ দিক ইসলামে অনুপস্থিত নয় বরং উপস্থিত। আর তাই ধনিত হবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নোক্তভাবে।

### কুরআন

ইসলামী অর্থনীতি পরিচালিত হয় ব্যবসার মাধ্যমে

(১) وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۝

অর্থ : আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে অতঃপর যে বিরত হয়েছে তার অতীতের কার্যকলাপ তো পিছনেই পড়ে গেছে এবং তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আল্লাহর এখতিয়ারে। (আল বাক্বারাহ: ২৭৫)

দেহ ব্যবসা সম্পদ আয়ের নিষিদ্ধতম পছা

(২) وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيئَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنِ ارْتَدْنَ تَحْصُنَا لَتَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝

অর্থ : তোমরা দাসদাসীদেরকে পার্থিব সম্পদ অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। (আন নূর: ৩৩)

অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই

(৩) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

অর্থ : নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই, আর শয়তান তাঁর প্রভুর সাথে কুফরী করেছে। (বনী ইসরাঈল: ২৭)

(এছাড়াও দেখুন, বাক্বারাহ: ১৮৮, ২৬৮, ২৭২, ২৭৮, নিসা: ৫, ২৯, ৩০, ৩১, আলে ইমরান: ৯২, ১৩০, ১৬১, বনী ইসরাইল: ২৬, ২৯, যারিয়া: ১৯, মায়েদা: ৯০, মুতাফফিফিন: ১-৩, ফাতির: ২৯, ৩০, কাছাছ: ৭৭, হাশর: ৭)

## হাদীস

প্রয়োজনীয় ব্যয় করা যাবে

(১) عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ تُصَدِّقُوا وَ اَلْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطِ اسْرَافٌ وَ لَهُ مَحِيئَةٌ.

অর্থ : হযরত আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন; তোমরা আহার করো, পান করো, দান করো এবং পরিধান করো, যতক্ষণ না অহংকারের ও অপচয়ের সংমিশ্রণ না ঘটে। (নাসাঈ)

হালাল রুখীর সন্ধান সকলের জন্য ফরয

(২) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, হালাল জীবিকা সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। (তাবরানী ও বায়হাকী)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, হালাল রুখীর সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিম নারী ও পুরুষের জন্য ওয়াজিব। (তাবরানী)

সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতে শহীদের সাথী হবেন

(৩) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَلتَّاجِرُ اَلْأَمِينُ اَلصَّدُوقُ اَلْمُسْلِمِ مَعَ اَلشَّهَدَاءِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ.

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, একজন বিশ্বস্ত সত্যবাদী মুসলমান ব্যবসায়ী শেষ বিচারের দিবসে মহান শহীদগণের সাথী হবেন। (হাকীমে মুস্তাদরিক)

## জান্নাত

‘জান্নাত’ অর্থ বাগান। আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের জন্য তাঁরই সৃষ্টি এক অপার নেয়ামত যা শুধু তাঁর প্রিয় লোকেরাই পাবে। যারা এ দুনিয়ায় তাঁরই আদেশ-নিষেধ মেনে চলেছেন সকল বাঁধা বিপত্তি মাড়িয়ে। তারই ছোট একটি চিত্র আঁকা হয়েছে নিম্নোক্তভাবে।

### কুরআন

জান্নাত যারা পাবে

(১) **وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ**

**جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۝**

অর্থ : হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি সুসংবাদ প্রদান করুন যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে ঝরনাসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। (আল বাক্বারাহ: ২৫)

জান্নাতে যা থাকবে

(২) **مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ**

**أَسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ**

**لِلشَّرِيبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ**

**وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ۝**

অর্থ : আল্লাহতীর্থ লোকদের জন্য ওয়াদাকৃত জান্নাতে থাকবে স্বচ্ছ সুমিষ্ট পানি, কখনো বিষাদ হবে না এমন দুধ, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুপেয় পানি এবং স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন মধু প্রবাহিত ঝরণাধারা। সেখানে তাদের জন্য থাকবে সব ধরনের ফলফলাদি এবং মহান প্রভুর পক্ষ থেকে ক্ষমা। (মুহাম্মাদ: ১৫)

ডানপাশীরা হবে জান্নাতী আর পাবে মৌসুমী ফল

(৩) **وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۝ فِي سِدْرٍ**

**مَخْضُودٍ ۝ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ۝ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ۝ وَمَاءٍ**

**مَسْكُوبٍ ۝ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۝**

অর্থ : ডানপছী লোকেরা আসলে সত্যি ভাগ্যবান। তারা থাকবে এমন এক বাগানে যেখানে আছে কাটাবিহীন কুল গাছ, কাঁদি ভরা কলা গাছ, সম্প্রসারিত ছায়া, সদা প্রবাহমান পানি ও প্রচুর ফল-ফলাদি। (আল ওয়াকিয়া: ২৭-৩২)

**জান্নাত হবে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত**

(৬) لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا ۝

অর্থ : তাদেরকে (জান্নাতবাসী) সেখানে কষ্ট দিবে না। সূর্যতাপ ও শৈতপ্রবাহ। অর্থাৎ সেটা হবে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। (আদ দাহর: ১৩)

**জান্নাত হবে নিয়ামতে ভরপুর বিশাল সাম্রাজ্য**

(৫) وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۝

অর্থ : সেখানে (জান্নাত) যেদিকে তোমরা তাকাবে শুধুই দেখবে নিয়ামত আর নিয়ামত ও বিশাল সাম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম। (আদ দাহর: ২০)

**জান্নাতী নারীরা হবে কুমারী ও প্রেমানুরাগী**

(৬) إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنْسَاءً ۝ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۝ عُرْبًا أُمَّرَاتًا ۝

অর্থ : তাদের স্ত্রীদেরকে (জান্নাতী নারী) আমি নতুন করে পয়দা করব। তাদেরকে কুমারী বানিয়ে দেব। স্বামীর প্রতি অতিশয় প্রেমানুরাগী এবং বয়সে করব সমান। (আল ওয়াকিয়াহ: ৩৫-৩৭)

(এছাড়াও দেখুন, নিসা: ১২১, রাদ: ২৩, ২৪, ২৫, ছোয়াদ: ৪৯-৫৪, আহযাব: ৪৪, নাহল: ৩২, যুমার: ৩৩, হাজর: ৪৮, ছফ্ফাত: ৪০-৫০, রহমান: ৪৬-৭৮, ওয়াকিয়া: ২৫, ২৬, তাওবাহ: ৭২, হামীম আস-সিজদা: ৩১, আলে ইমরান: ১৩৩)

**হাদীস**

**জান্নাতে যারা যাবে**

(১) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا

مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ : হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি এ কথার ঘোষণা দেয় “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং এ অনুযায়ী আমল করে) এবং এরই উপর মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। (মুসলিম)

জান্নাতে থাকবে অকল্পনীয় নেয়ামতসমূহ

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন, আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাহদের জন্য জান্নাতে এমন সব নিয়ামতসমূহ তৈরী করে রেখেছি যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্তঃকরণও তা সম্পর্কে ধারণা রাখেনি। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর ভয় ও সচ্চরিত্র জান্নাতে প্রবেশ করায়

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ قَالَ: الْفُجْأُ وَالْفَرْجُ وَ سئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশী দোযখে প্রবেশ করায়? তিনি বললেন, মুখ ও লজ্জাস্থান। তার পর জিজ্ঞেস করা হলো, কোন জিনিস সবচেয়ে বেশী বেহেশতে প্রবেশ করায়? তিনি বললেন, আল্লাহর ভয় ও সচ্চরিত্র। (তিরমিযি)

জান্নাতী মহিলারা হুরদের চেয়েও হবে সম্মানিত

(৪) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْبِرْنِي نِسَاءَ الدُّنْيَا أَفْضَلُ أَمْ الْحُورِ الْعَيْنِ؟ قَالَ بَلْ نِسَاءَ الدُّنْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ كَفَضْلِ الظُّهَارِ عَلَى الْبِطَانَةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمَاذَا؟ قَالَ بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِ هُنَّ وَ عِبَادَتِهِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থ : হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল (সা)! বলুন, পৃথিবীর নারীরা উত্তম না জান্নাতের ছুরেরা? তিনি বলেন, বরং পৃথিবীর নারীরা ছুরদের চেয়ে উত্তম। যেমন কাপড়ের বাহিরের দিকটি ভিতরের দিকের চেয়ে উত্তম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলান্নাহ (সা)! এটা কেন? তিনি বললেন, তাদের সালাত, রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের কারণে যা তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে থাকে। (তাবরানী)

আরশের নীচে ছায়া ও জান্নাত লাভকারী হবে সাত ব্যক্তি

(৫) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ خُذِرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ كَانَ كَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ فَاجْتَمَعَ عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَقَانَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ.

অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন, সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়ার নীচে ছায়া দিবেন। (১) ন্যায়বিচারক বাদশাহ বা সরকার, (২) আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন যুবক, (৩) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর একবার মসজিদ থেকে বের হয়ে আসার পর আবার মসজিদে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকে, (৪) যে দু'জন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালবাসে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়, (৫) ঐ ব্যক্তি যে নীরবে একাকী আল্লাহর স্মরণে অশ্রু প্রবাহিত করে, (৬) যাকে কোন উচ্চ বংশীয় পরমা সুন্দরী নারী একান্তে মিলিত হওয়ার আহ্বানের উত্তরে বলে, আমি শুধুমাত্র আল্লাহকে ভয় করি এবং (৭) ঐ ব্যক্তি যে এমনভাবে দান করে যে তার বাম হাত জানে না যে তার ডান হাত কি দান করেছে। (তিরমিযি)

## জাহান্নাম

এই দুনিয়ায় যারা আল্লাহর পথকে ভুলে বিপথগামী হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে যে কঠিন শাস্তি দিবেন মৃত্যুর পরে তাই জাহান্নাম। কুরআন- সুন্নাহর আলোকে তারই চিত্র তুলে ধরা হলো নিম্নোক্তভাবে।

### কুরআন

অবিশ্বাসীরা জাহান্নামবাসী হবে

(১) وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ

অর্থ : যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য শাস্তি কমিয়েও দেয়া হবে না, এভাবেই আমি প্রত্যেক কাফিরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (আল ফাতির: ৩৬)

### জাহান্নামের অবস্থা

(২) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ۝ وَظِلٍّ مِّنْ يَّخْمُومٍ ۝ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ

অর্থ : তারা (জাহান্নামের অধিবাসীরা) লু-হাওয়া, টগবগ করা ফুটন্ত পানি এবং কালো ধোঁয়ার মাঝে থাকবে। তা না ঠাণ্ডা না শাস্তিপ্রদ হবে। (আল ওয়াক্বিয়াহ: ৪২-৪৪)

### বামপন্থীরা হবে জাহান্নামী

(৩) وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مِمَّا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ۝ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ

অর্থ : বামপন্থীরা সত্যিই হতভাগা। তুমি কি জানো বামপন্থী কারা? আর বামপন্থীরাই হবে জাহান্নামী। তারা থাকবে উত্তণ্ড ফুটন্ত পানিতে। (আল ওয়াক্বিয়াহ: ৪১-৪২)



অত্যাচারী নেতা-কর্মী সবাই জাহান্নামে যাবে

(৬) أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ۝ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ

مَسْئُولُونَ ۝ مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ ۝ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۝

অর্থ : একত্রিত কর জালিম ও তাদের সঙ্গী-সাথীদেরকে এবং তাদেরকে (গাইরুল্লাহ) যাদের তারা ইবাদত (অনুসরণ) করত আল্লাহর পরিবর্তে এবং তাদেরকে পরিচালিত কর (নিয়ে যাও) জাহান্নামের পথে। অতঃপর থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তোমাদের কী হল যে তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না? আসলে সেদিন তারা আত্মসমর্পন করবে। (আস সাফফাত: ২২-২৬)

আল্লাহর শত্রু গোমরাহকারী অভিভাবকদের পদদলিত করতে চাইবে জাহান্নামীরা

(৭) ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا

كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ

أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنِ

الْأَسْفَلِينَ ۝

অর্থ : এটাই আল্লাহর দুষমনদের প্রতিফল (জাহান্নাম)। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আবাস, আমার নিদর্শনাবলীর অস্বীকৃতির প্রতিফল স্বরূপ অবিশ্বাসীরা (কাফির) বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, যেসব জ্বিন ও মানব (অভিভাবক) আমাদেরকে গোমরাহ করেছিল তাদের উভয়কে দেখিয়ে দিন, আমরা উভয়কে পদদলিত করব। যাতে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। (হা-মীম আস সাজদা: ২৮-২৯)

মহান আল্লাহর পরিবারের সদস্যদেরকেও জাহান্নাম থেকে বাঁচার নির্দেশ দিয়েছেন

(٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। যার ইন্দন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের ফিরিশতাগণ। তারা অমান্য করে না আল্লাহর আদেশ যা করতে বলেছেন এবং তারা তাই করেন যা আল্লাহ করতে আদেশ দিয়েছেন। (আত তাহরীম: ৬)

(এছাড়াও দেখুন, বাক্বারাহ: ২৪, ৫৬, ছদ: ১১৯, তাহরীম: ৬, মা'য়ারিজ: ১৭-১৮, নিসা: ২৬, আন'য়াম: ২৭-৩১, আ'রাফ: ৩৬-৪১, ৫০-৫১, মুলক: ৬-১১, গাসিয়া: ১-৭, মুদাসসির: ৪২-৪৭।)

## হাদীস

জালিম বিচারক জাহান্নামে যাবে

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلَهُ

جَوْرُهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানের বিচারকের পদ প্রার্থনা করলো এবং পদ লাভের পর তার ন্যায়বিচার জুলুমের উপর বিজয়ী হলো সে জান্নাতবাসী হবে, আর যদি ন্যায়বিচারের উপর জুলুম বিজয়ী হয়ে যায় তবে তার জন্যে জাহান্নাম। (আবু দাউদ)

## মিথ্যাবাদী জাহান্নামী

(২) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيَاكُمْ وَالكِذْبُ فَإِنَّ الكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (সা) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই মিথ্যা হতে দূরে থাকবে। কেননা মিথ্যা মানুষকে পাপ ও নাফরমানীর কাজের দিকে পরিচালিত করে। আর পাপ ও নাফরমানী মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। (তিরমিযি)

## জ্বর জাহান্নামের অংশ

(৩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ قَالَ الحُمَى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالمَاءِ.

অর্থ : হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, জ্বর জাহান্নামের প্রচণ্ড উত্তাপের অংশ বিশেষ। তোমরা পানি দিয়ে তা ঠাণ্ডা কর। (বুখারী ও মুসলিম)

## জাহান্নাম দেখলে মানুষ আরাম ছেড়ে জঙ্গলে যেত

(৪) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ إِنَّ السَّمَاءَ أَطْثَ وَحَقُّ لَهَا وَحَقُّ لَهَا أَنْ وَحَقُّ لَهَا تَنْطَ مَا فِيهَا مَوْضِعَ أَرْبَعِ أَصَابِعِ إِلَّا وَمَلَكَ وَاضِعُ جَبْهَتِهِ سَاجِدًا لِلَّهِ وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَذُّثُ ثُمَّ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرْشَاتِ وَالْخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّغَدَاتِ نَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ.

অর্থ : হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি ঐ সমস্ত বিষয়সমূহ দেখছি যা তোমরা দেখছনা আর ঐ সমস্ত

বিষয় শুনেছি যা তোমরা শুনছ না। নিশ্চয়ই আকাশ আবোল-তাবোল বকছে, আর তার উচিতও তা করা, কেননা তার মধ্যে কোথাও এক বিঘত পরিমাণ স্থান নেই যেখানে কোননা কোন ফিরিশতা আল্লাহর জন্য সিজদা করেনি। আল্লাহর কসম! যদি তোমরা তা জানতে যা আমি জানি, তাহলে তোমরা কম হাসতে আর বেশি করে কাঁদতে। বিছানায় স্ত্রীর সাথে আরামদায়ক রাত্রি যাপন ত্যাগ করতে, আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য জঙ্গল ও মরুভূমিতে চলে যেতে। (ইবনে মাজাহ)

**জাহান্নামে সবচেয়ে কম আযাব পাবে আবু তালেব**

(৫) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعَلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জাহান্নামে সবচেয়ে হালকা আযাব দেয়া হবে আবু তালেবকে, সে এক জোড়া জুতা পরে থাকবে, আর এর ফলে তার মস্তিষ্ক বিগলিত হয়ে পড়তে থাকবে। (মুসলিম)

**অহংকার করে টাখনুর নিচে পোশাক পরিধানকারী জাহান্নামী**

(৬) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُفَّيْنِ مِنَ الْأَزَارِ فِي النَّارِ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী কারীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি এরশাদ করেন, লুঙ্গির যে অংশ টাখনুর নিচে যাবে তা জাহান্নামী হবে। (বুখারী)

## দীন ও ইসলাম

সমাজতন্ত্রের পতনসহ মানব রচিত মতবাদ যখন বিশ্ব মানবতাকে দিক নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ। যখন শান্তির শ্বেত কবুতর হাতে ধরা ছোয়ার বাইরে, তখন মানুষ আবার বলতে শুরু করেছে। No east no west islam is the best. অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মহান আল্লাহ মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য ইসলামের সুমহান আদর্শকে তুলে ধরেছেন। শুধু একটা ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমিত রাখেননি। বলা হয়েছে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। বলা হয়, Islam is the only one complete code of life পবিত্র কুরআন সূরাহতে সে কথাই প্রতিধ্বনি।

### কুরআন

আল্লাহর মনোনিত জীবন ব্যবস্থা ইসলাম

(১) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۝

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য (দীন) জীবন ব্যবস্থা একমাত্র ইসলাম। (আলে ইমরান: ১৯)

সকল ক্ষেত্রে ইসলামকেই গ্রহণ করতে হবে

(২) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي

الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

অর্থ : যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম (মতাদর্শ) তালাশ করে, কখনো তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (আলে ইমরান: ৩৫)

মু'মিনগণ ইসলামে প্রবেশ করবে পরিপূর্ণভাবে

(৩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۝

অর্থ : ওহে, তোমরা যারা ঈমান এনেছ! ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ দাখিল হয়ে যাও। (আল বাক্বারাহ: ২০৮)

পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর নিয়ম মানে

(৪) أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝

অর্থ : এরা কি আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা (দীন) ছাড়া অন্য কোন পন্থা পেতে চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে তা সবই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, সেই একক আল্লাহর সম্মুখে নত হয়ে আছে এবং শেষে সবাইকে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (আলে ইমরান: ৮৩)

### পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম

(৫) الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থ : আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। আর তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই (দীন) জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম। (আল মায়িদা: ৩)

(এছাড়াও দেখুন, সফ: ৯, নূর: ২, বাইয়্যোনাহ: ৫, নাহল: ৫২, যুমার: ২৩, বাক্বারাহ: ২১১।

### হাদীস

আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পণই ইসলাম  
(১) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّقْفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْتَلُّ عَنْهُ أَحَدًا  
بَعْدَكَ قَالَ قُلْ أَمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ.

অর্থ : হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ সাক্বফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, “হে আল্লাহর রাসূল (সা)! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি শিক্ষা প্রদান করুন, যে সম্পর্কে আমাকে আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না।” তিনি বললেনঃ বলো, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর এ কথার উপর অটল অবিচল হয়ে থাকো। (মুসলিম)

কোন এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন :

يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدِّثْنِي بِالْإِسْلَامِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
الْإِسْلَامُ أَنْ تَسْلِمَ وَجْهَكَ لِلَّهِ.

অর্থ : হে আল্লাহর রাসূল (সা) আমাকে ইসলামের তত্ত্ব বলে দিন। নবী করীম (সা) বললেন, ইসলাম হচ্ছে এই যে, তুমি তোমার পূর্ণ সত্তাকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দিবে, আল্লাহর সম্পূর্ণ অনুগত করে দিবে।

## শাহাদাত বা সাক্ষ্য

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) সত্য। একথার চূড়ান্ত সাক্ষী দিতে গিয়ে যারা ধর্ম বিরোধীদের হাতে নিহত হয়, শরীয়তের পরিভাষায় তাঁকেই শহীদ বলা হয়। এ মৃত্যু সম্পর্কে কুরআনুল কারীম ও হাদীসে অনেক মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। তা থেকে এখানে সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনার প্রয়াস পাব মাত্র।

### কুরআন

#### আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত লোক

(১) وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ

عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ○

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে সে ঐসব লোকদের সঙ্গী হবে যাদের নিয়ামত দান করা হয়েছে। তারা হলো নবীগণ, সিদ্ধিকগণ, শহীদগণ এবং সালেহগণ। (আন নিসা: ৬৯)

#### শহীদদের জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে পুরস্কার

(২) وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ○

অর্থ : শহীদদের জন্য তাদের রবের (প্রভুর) নিকট রয়েছে প্রতিফল এবং তাদের নূর। (আল হাদীদ: ১৯)

#### প্রিয় লোকদেরকে আল্লাহ শহীদ হিসেবে গ্রহণ করেন

(৩) وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ○

অর্থ : তোমাদেরকে বিপদ-মুসিবত দিয়ে আল্লাহ জেনে নিতে চান তোমাদের মধ্যে কারা প্রকৃত ঈমানদার এবং এজন্য তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। (আলে ইমরান: ১৪০)

(এছাড়াও দেখুন, হজ্জ: ৫৮-৫৯, আলে ইমরান: ১৫৭, ১৬৯, ১৯৫, বাকুরাহ: ১৫৪, মুহাম্মাদ: ৪-৬, ইয়াসিন: ২৬, মু'মিন: ২৮, বুরূজ: ৮-৯)

## হাদীস

বান্দাহুর হক ছাড়া সব গুণাহ মাফ হয়ে যাবে

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدِّينَ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আ'স থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালার (বান্দাহুর) শহীদদের সমস্ত গুণাহ মাফ করে দিবেন, শুধুমাত্র ঋণ ব্যতীত। (মুসলিম)

সকলের শাহাদাতের তামান্না থাকতে হবে

(২) عَنْ سَهْلِ بْنِ حَنيفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ.

অর্থ : হযরত সাহল ইবনে হানীফ থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহুর নিকট শাহাদাত প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন। যদি সে ঘরে তার বিছানায়ও মৃত্যুবরণ করে। (মুসলিম)

শাহাদাতের মর্যাদা অনুধাবন যোগ্য নয়

(৩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَمَةِ.

অর্থ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, বেহেশতে প্রবেশের পরে একমাত্র শহীদ ব্যতীত আর কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না, অথচ তার জন্য দুনিয়ার সবকিছুই নিয়ামত হিসেবে থাকবে। সে দুনিয়ায় ফিরে এসে দশবার শহীদি মৃত্যু বরণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে। কেননা বাস্তবে সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখতে পাবে। (বুখারী)



## ব্যক্তিগত আমল ভালো করার উপায়

সর্বকালেই সুন্দর ও নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার জন্য রয়েছে রিপোর্টিং সিস্টেম। এর মাধ্যমে নেয়া যায় সুষ্ঠু পরিকল্পনা, কাজটি করা যায় পরিচ্ছন্ন ভাবে। মানব জীবনেও নিয়মতান্ত্রিকতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য রয়েছে এর অপরিসীম গুরুত্ব। তা-ই তুলে ধরা হলো নিম্নোক্তভাবে।

### কুরআন

#### আমলনামা ভাল হওয়ার পূর্ব প্রস্তুতি

(১) اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

অর্থ : আপন কর্মের রেকর্ড পড়! আজ তোমার নিজের হিসাব দেয়ার জন্য তুমিই যথেষ্ট। (বনী ইসরাইল: ১৪)

#### মানুষের সকল কথা ও কাজ রেকর্ড হয়

(২) اِذْ يَتَلَفَّى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا

يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

অর্থ : দু'জন লেখক তাদের ডানে বামে বসে সব কিছু রেকর্ড করে চলেছে। তাদের (মানুষ) মুখ থেকে এমন কথাই বের হয় না। যা রেকর্ড করার জন্যে একজন সজাগ সচেতন প্রহরী উপস্থিত না থাকবে। (কাফ: ১৭-১৮)

#### সকল কাজ লেখার জন্য রয়েছে দু'জন সম্মানিত লেখক

(৩) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كَرَامًا ۝ كَاتِبِينَ ۝ يَكْتُمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝

অর্থ : তোমাদের উপর পরিদর্শক নিযুক্ত রয়েছে, তারা হলেন সম্মানিত লেখকবৃন্দ। যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজ জানেন যা তোমরা কর। (আল ইনফিতার: ১০-১২)

### হাদীস

#### সে প্রকৃত বুদ্ধিমান যে প্রস্তুতি নেয়

(১) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ الْكَائِسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَ عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَ الْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ وَ تَمَنَّى عَلَى اللَّهِ.

অর্থ : হযরত সাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান, আর যে ব্যক্তি নিজেকে কুপ্রবৃত্তির গোলাম বানায় অথচ আল্লাহর নিকট প্রত্যাশা করে সেই অন্ধম। (তিরমিযি)

## ইনফাক ফি সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়

মহান আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার বা সান্নিধ্য লাভের যে ক'টি উপায় রয়েছে কুরআন ও হাদীসে। তার অন্যতম হচ্ছে ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়। আর সে কথাই বর্ণিত হয়েছে নিম্নাঙ্কভাবে।

### কুরআন

আল্লাহর প্রিয় লোকদের পরিচয়

(১) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ০

অর্থ : যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায় দান করে, যারা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যারা মানুষদেরকে ক্ষমা করে এসব নেককার লোকদেরকেই আল্লাহ ভালবাসেন। (আলে ইমরান: ১৩৪)

প্রকৃত কল্যাণ পেতে হলে প্রিয় বস্তু দান করতে হবে

(২) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ০

অর্থ : তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলোকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। (আলে ইমরান: ৯২)

আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় মূলতঃ অর্থের প্রবৃদ্ধি ঘটায়

(৩) مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ০

অর্থ : যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে (যাকাত দেয়, দান-খয়রাত করে) তাদের উপমা একটি শস্য বীজের ন্যায়। যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যাদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞাত। (আল বাক্বারাহ: ২৬১)

অনিচ্ছাকৃত দান আল্লাহ কবুল করেন না

(৪) وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ نَفَقَتَهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ

وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرَهُونَ ০

অর্থ : তাদের অর্থ ব্যয় করুল না হওয়ার এ ছাড়া কোন কারণ নেই। যে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফুরি করেছে। আর তারা সালাতে অলসতার সাথে আসে এবং অনিচ্ছাকৃত ভাবে অর্থ ব্যয় করে। (আত তাওবাহ:৫৪)

আল্লাহ প্রেমিকগণ সম্পদ দান করে

(৫) وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ۝

অর্থ : আল্লাহর ভালবাসার তাকিদে তারা মাল দান করে। (আল বাক্বারাহ: ১৭৭)

(এছাড়াও দেখুন, মুনাফিকুন: ১০-১১, বাক্বারাহ: ১৯৫, ২৫৪, ২৬২, ২৭২, ইব্রাহিম: ৩১, আনফাল: ৩৬, হাদীদ: ১০-১১, আলে ইমরান: ১৩৪, তাওবাহ: ১২১, মুহাম্মাদ: ৩৮)

হাদীস

আল্লাহর পথে দান করলে নিশ্চিত বহুগুণ পাওয়া যাবে

(১) عَنْ أَبِي يَحْيَىٰ خَرِيمِ ابْنِ فَاتِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعُ مِائَةِ ضِعْفٍ.

অর্থ : হযরত আবু ইয়াহইয়া খারিম ইবনে ফাতিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে আল্লাহর পথে একটি জিনিস দান করলো, তার জন্য সাত শত গুণ সাওয়াব লিখা হবে। (তিরমিযি)

কৃপণ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ إِلَّا مَكَانَ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمْ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْقَا.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখনই আল্লাহর বান্দাহরা প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে, তখনই দু'জন ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়। তার মধ্যে একজন বলতে থাকেন হে আল্লাহ! তুমি দানকারীকে প্রতিদান দাও। আর অন্যজন বলতে থাকেন হে আল্লাহ! কৃপণ ব্যক্তিকে ধ্বংস কর। (বুখারী ও মুসলিম)

## ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ

জন্ম নিয়ন্ত্রণ বর্তমানে বহুল প্রচলিত একটি শব্দ। যার অর্থ সন্তান জন্মগ্রহণ নিয়ন্ত্রণে রাখা। অথচ মানুষ কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। বরং আল্লাহ-ই একমাত্র স্রষ্টা। এজন্য বলা হয় জীবন মৃত্যুর বাগডোর আল্লাহর হাতে। অতএব জন্ম নিয়ন্ত্রণ মানুষের ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। নিশ্চয়ই মানব ক্রোনিংও কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না। মূলত এটা অবৈধ যৌনাচারের লাইসেন্স এবং আল্লাহর সাথে বিদ্রোহের সামিল। নিম্নে আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে তা খতিয়ে দেখব।

### কুরআন

জন্ম নিয়ন্ত্রণ মানব হত্যার শামিল

(১) وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ  
إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا ۝

অর্থ : তোমরা অভাবের আশংকায় সন্তান হত্যা করো না। আমরা তাদের এবং তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে থাকি। তাদের হত্যা করা নিঃসন্দেহে মহা অপরাধ। (বনী ইসরাইল: ৩১)

সন্তান হত্যার পরিকল্পনা ক্ষমতার অপব্যবহার

(২) وَإِذَا تَوَلَّى سَفَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ  
الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

অর্থ : আর যখন তারা ক্ষমতা হাতে পায়, তখন খোদার দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি এবং ফল-শস্য ও সন্তান-সন্ততি ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে, আর আল্লাহ বিপর্যয়কারীদের ভালবাসেন না। (আল বাক্বারাহ: ২০৫)

পৃথিবীর সবার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর

(৩) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ  
مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

অর্থঃ পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেননি এবং তিনিই প্রত্যেকের ঠিকানা এবং শেষ বিদায়ের স্থান অবগত আছেন। এসব কিছুই একটি গ্রন্থে লেখা আছে। (হুদ: ৬)

## মহান আল্লাহ তা'আলা রিযিকদাতা ও শক্তিশালী

(১) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

অর্থ : নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলাই রিযিকদাতা এবং তিনি মহাশক্তিশালী ও পরাক্রান্ত। (আয যারিয়াত: ৫৮)

(এছাড়াও দেখুন, বাক্বারাহ: ১৬৮-১৬৯, নিসা: ১১৯, 'আনকাবুত: ১৭, ৬০, শূরা: ১২, মারয়াম: ৫৮, হিজর: ২০-২১, হুদ: ৬)

### হাদীস

#### জন্ম ও মৃত্যু আল্লাহর হাতে

(১) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا مِنْ كَلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْئًا لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ.

অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) কে আযল সম্পর্ক জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সবটুকু পানিতে সম্ভান সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ যখন কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন কোন কিছুই উহা রোধ করতে পারে না। (অর্থাৎ সামান্য বীর্ষ পতিত হলেও সম্ভান হবে, তাহলে কেন অনর্থক আযল করতে চাও?) (মুসলিম)

#### জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র

(২) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَصَبْنَا سَبِيًّا فَكُنَّا نَعْزِلُ ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا وَ أَنْكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَ أَنْكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَ أَنْكُمْ لَتَفْعَلُونَ مَا مِنْ نَسْمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هُوَ كَائِنَةٌ.

অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের হাতে কিছু সংখ্যক দাসী এল, আমরা আযল করলাম এবং এ সম্পর্কে রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, তোমরা কি এরূপ কর? তোমরা কি এরূপ কর? তোমরা কি এরূপ কর? অথচ কিয়ামত পর্যন্ত যে সব শিশুর জন্ম নির্ধারিত আছে, তারা তো জন্মাবেই। (মুসলিম)

## সুদ ও ঘুষ

সুদ শব্দের আরবী হচ্ছে 'রিবা' যার অর্থ অতিরিক্ত বা বেশী। কোন সম্পদ বা টাকা কোন ব্যক্তিকে ঋণ দিয়ে প্রদত্ত জিনিসের চেয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ বেশী সম্পদ গ্রহণ করার নামই হচ্ছে সুদ বা রিবা। যার ফলে উন্নয়ন হয় বাধাছাড়া এবং মানুষ হয়ে পড়ে কর্মবিমুখ। সমাজে ধনীদের দ্বারা গরীবেরা শোষিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বিশৃংখল পরিবেশ দেখা দেয় সমাজ ও রাষ্ট্রে। আর ঘুষও সম অর্থবোধক প্রায় অর্থাৎ এমন বিনিময় গ্রহণ যার মধ্যে থাকে গ্রহণকারীর পক্ষাবলম্বন করার হীনমানসিকতা আর বিপক্ষকে হারানোর প্রবণতা। যা খুবই নিন্দনীয় এবং দৃষ্টিকটু। সে কারণে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এই জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। যা সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে উপস্থাপিত হলো।

### কুরআন

সুদ না ছাড়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের নামাশুর

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تَظْلُمُونَ ۝

অর্থ : হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। অতঃপর তোমরা যদি তা (বকেয়া সুদ) না ছাড় তবে জেনে রেখ এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ করার শামিল। আর যদি তোমরা তাওবাহ কর তবে মূলধন তোমাদেরই। তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিত হবে না (আল বাক্বারাহ: ২৭৮-২৭৯)

সুদ সম্পদ ধ্বংস এবং যাকাত সম্পদ বৃদ্ধি করে

(২) وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۝

অর্থ : মানুষের ধনে তোমাদের ধন বৃদ্ধি পাবে এ উদ্দেশ্যে তোমরা সুদে যা দিয়ে থাক আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাকাত দিয়ে থাকে তাদেরই ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়, তারাই সমৃদ্ধশালী। (আর রুম: ৩৯)

ঘুষ দেয়া ও নেয়া উভয়ই নাজায়েয

(৩) وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى  
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ۝

অর্থ : তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না এবং মানুষের ধন সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারককে উৎকোচ দিবে না। (আল বাক্বারাহ: ১৮৮)

সুদ গ্রহণকারী জাহান্নামী

(৪) الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ  
رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي  
الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝

অর্থ : যারা সুদ খায় তারা সে ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে। এ জন্য যে তারা বলে বেচা-কেনা তো সুদের মতই। আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে, অতঃপর সে বিরত হয়েছে, অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছাভিত্তিক। যারা পুনরায় গ্রহণ করবে তারা ই দোষখবাসী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ সুদকে নিষিদ্ধ করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন। আর তিনি কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না। (আল বাক্বারাহ: ২৭৫-২৭৬)

(এছাড়াও দেখুন, আলে ইমরান: ১৩০)

## হাদীস

### সুদের সাথে সংশ্লিষ্টরা অভিশপ্ত

(১) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّةَ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

অর্থ : হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা) সুদখোর, সুদ দাতা, সুদের লেখক, স্বাক্ষরী সবাইকে অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন, এরা সবাই সমান। (মুসলিম)

### ঘুষ সুদের মতই অপরাধ

(২) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً فَأَهْدَىٰ لَهُ هَدِيَّةً عَائِيهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَىٰ بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.

অর্থ : হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো জন্যে কোন সুপারিশ করল আর এজন্য সুপারিশ-প্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে কোন হাদিয়া দিল এবং সে তা গ্রহণ করল, তবে নিঃসন্দেহে সে সুদের দরজাসমূহের একটি বড় দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। (আবু দাউদ)

### ঘুষ গ্রহণ এবং প্রদানকারী উভয়ই অভিশপ্ত

(৩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ اللَّهُ لُعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِ وَالْمُرْتَشِيِ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ঘুষ গ্রহণকারী এবং ঘুষ দানকারী উভয়ের ওপরই আল্লাহর লা'নত। (বুখারী ও মুসলিম)

### ঘুষ সমাজে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে

(৪) عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّبَا إِلَّا أُخِذُوا بِالسُّنَّةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّشَا إِلَّا أُخِذُوا بِالرُّغْبِ.



অর্থ : হযরত আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম (সা) কে বলতে শুনেছি, যে সমাজে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে তারা দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত না হয়ে থাকে না। আর যে সমাজে ঘুষ ছড়িয়ে পড়ে সে সমাজে ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি না হয়ে থাকে না। (মুসনাদে আহমাদ)

### বিনিময় গ্রহণ সুদের নামাস্তর

(৫) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدِي إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّائِبَةِ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ.

অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কাউকে ঋণ দেয়, আর গ্রহীতা যদি তাকে কোন তোহফা দেয় কিংবা তার যানবাহনে আরোহন করায়, তখন সে যেন তার তোহফা কবুল না করে এবং তার যানবাহনে আরোহন না করে। অবশ্য পূর্ব থেকেই যদি উভয়ের মধ্যে একরূপ লেন-দেনের ধারা চলে এসে থাকে তবে তা ভিন্ন কথা। (ইবনে মাজাহ)

### সামান্য সুদ গ্রহণ যিনার চেয়েও মারাত্মক

(৬) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرُّهُمْ بِرُّهُمْ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِنْتِهِ وَثَلَاثِينَ زُنْيَةً.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি জেনেগুনে সুদের একটি দিরহাম (সামান্য টাকা) খায়, তার এই অপরাধ ছত্রিশবার ব্যভিচারের চাইতেও অনেক কঠিন। (মুসনাদে আহমাদ)

### সর্বনাশা ৭টি গুনাহর একটি হলো সুদ খাওয়া

(৭) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ

الشِّرْكَ بِاللَّهِ. وَ السِّحْرُ. وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْأَ  
بِالْحَقِّ وَ أَكْلُ الرِّبَا وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ التَّوَلَّى يَوْمَ الرُّحْفِ وَ  
قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা সর্বনাশা সাতটি (কবিরা) গুনাহ থেকে দূরে থাক। সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ গুনাহগুলো কি কি? রাসূল (সা) বললেন- (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা (২) জাদু করা (৩) অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা (৪) সুদ খাওয়া (৫) এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা (৬) যুদ্ধের সময় রনাজন থেকে পালানো (৭) সরলমনা সতী মু'মিন রমনীদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটানো। (বুখারী ও মুসলিম)

জাহান্নামে সুদখোরের পেট হবে সাপে ভর্তি ঘরের মতো

(۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى قَوْمٍ بَطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَاثُ تَرَى مِنْ خَارِجٍ بَطُونَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ أَكْلَةُ الرِّبَا.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ইসরার রাতে (শবে মিরাজে) আমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম, যাদের পেট ছিল সাপে ভর্তি ঘরের মত; পেটের বাইরে থেকে সাপগুলো দেখা যাচ্ছিল। তখন আমি বললাম, “হে জিবরাঈল! এরা কারা?” তিনি জবাব দিলেন, “এরা হলো সুদখোর।” (ইবনে মাজাহ)

## মদ-জুয়া ও লটারী

মানুষকে অনিয়ম ও অনৈতিকতা করার জন্য যে সমস্ত জিনিস উদ্ভুক্ত এবং উৎসাহিত করে, সমাজকে করে ক্ষত-বিক্ষত, যুব সমাজ হয় বিপথগামী, তারই অপর নাম-মদ-জুয়া ও লটারী। এ কারণে সমাজ ও রাষ্ট্রে যে সমস্ত ক্ষতি হয় তার বর্ণনা করে মহান আল্লাহ এবং তার প্রেরিত রাসূল (সা) যা বলেছেন তা নিম্নরূপ।

### কুরআন

#### মদ মহাপাপের উৎস

(১) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ

وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ نَّفَعَهُمَا

অর্থ : (হে রাসূল!) মানুষ আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, উভয়ের মধ্যেই রয়েছে মহাপাপ। যদিও তাতে মানুষের জন্য কিছুটা উপকারিতাও রয়েছে। কিন্তু তাতে উপকারের চাইতে পাপের মাত্রাই বেশি। (আল বাক্বারাহ: ২১৯)

#### মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা ও লটারী শয়তানের কাজ

(২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ

وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَ

الْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ

الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও লটারী এ সবই মূর্খতা এবং শয়তানের কাজ। তোমরা তা হতে বিরত থাক। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। শয়তান তো মদ ও জুয়ার মাধ্যমে

তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসাবিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদের আল্লাহর যিকর ও নামাযে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চায়। তাই তোমরা এসব জিনিস হতে কি বিরত থাকবে না? (আল মায়িদা: ৯০-৯১)

## হাদীস

মদ পানকারীরা আখিরাতের সুপেয় মদ থেকে বঞ্চিত হবে

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حَرَمَهَا فِي الْآخِرَةِ.

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে লোক দুনিয়ার মদপান করল, অতঃপর তা থেকে তওবা করল না, সে আখিরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে। (বুখারী)

আল্লাহর অভিশাপ মদের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার উপর

(২) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন মদকে, উহার পানকারীকে, উহা যে পান করায় তাকে। উহা যে ক্রয় করে তাকে, উহার প্রস্তুতকারী, অর্ডার প্রদানকারী, বহনকারী এবং যার কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তাকেও। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

## পোশাক-পরিচ্ছদ

ইসলাম সার্বজনীন ও সুন্দর একটি জীবন ব্যবস্থার নাম। যার মাধ্যমে মানুষের আভিজাত্য ও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসেবে সৌন্দর্য প্রকাশের রয়েছে সুবর্ণ সুযোগ। আর কি পোশাক পরলে মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে, ইচ্ছত ও আবরূর সুরক্ষা ও সংরক্ষণ হবে তার নির্দেশনা রয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে। যা উল্লেখ করা হলো নিম্নরূপভাবে :

### কুরআন

সবচেয়ে ভাল হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক

(১) يَبْنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا  
وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُوْنَ ۝ يَبْنِيْ  
اٰدَمَ لَا يَفْتِنٰنِكُمْ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اَبُوْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا  
لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا اِنَّهٗ يَرْتِكُمْ هُوَ وَّقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا  
تَرُوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاۗءَ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

অর্থ : হে আদম সন্তানগণ! আমি তোমাদের জন্য পোশাক পাঠিয়েছি তোমাদের লজ্জাস্থানসমূহ আবৃত ও সৌন্দর্য বিকাশের জন্য। সর্বোত্তম পোশাক হলো (তাকওয়ার) আল্লাহ ভীতির পোশাক।

হে আদম সন্তানেরা! শয়তান তোমাদের প্রথম পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে বিবস্ত্র করেছিল, তাদের লজ্জাস্থান উভয়ের সামনে প্রদর্শনের জন্য। তোমাদেরকে শয়তান যেন সেভাবে উদ্বুদ্ধ করতে না পারে। শয়তান ও তার দল তোমাদেরকে দেখে কিন্তু তোমরা দেখো না। যারা ঈমান আনে না শয়তান তাদের বন্ধু বানিয়েছে। (আল্ আ'রাফ: ২৬-২৭)

যে পোশাক নিরাপত্তার গ্যারান্টি

(২) يَاۡٓيٰٓهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَّبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ  
يٰٓذٰنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِيْنَ  
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

অর্থ : হে নবী! তোমার স্ত্রী, কন্যা ও ঈমানদার লোকদের মহিলাদেরকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের উপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। ইহা অধিক উত্তম নিয়ম ও রীতি। যেন তাদেরকে চিনতে পারা না যায় ও তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (আল্ আহযাব: ৫৯)

### হাদীস

মহিলারা পুরুষের এবং পুরুষেরা মহিলার পোশাক পরবে না

(১) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ الْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النَّاسِ وَ فِي رِوَايَةٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূল (সা) নারীদের বেশ ধারণকারী পুরুষ এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী নারীদের অভিশাপ দিয়েছেন। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (সা) নারীদের অনুকরণকারী পুরুষদের এবং পুরুষদের অনুকরণকারী নারীদের অভিশাপ করেছেন। (বুখারী)

অহংকারী পোশাক আল্লাহ পছন্দ করেন না

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّازَرَهُ بَطْرًا.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না যে অহংকার বশে তার তহবন্দ বা পাজামা (দু'পায়ের টাখনুর নিচে) ঝুলিয়ে দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

পুরুষদের জন্য রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার হারাম

(৩) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَ الذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَ أَجَلٌ لَنَا ثَهُمْ.

অর্থ : হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, আমার উম্মতের পুরুষের জন্য রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার হারাম করা হয়েছে এবং তাদের নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে। (তিরমিযি)

## ইসলামে রাজনীতি

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। তাই সকল দিক ও বিভাগের মত এখানে রাজনীতিও সমুপস্থিত। যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কুরআন- হাদীসের আলোকে তুলে ধরা হলো নিম্নরূপভাবে।

### কুরআন

#### সার্বভৌমত্ব আল্লাহর

(১) **وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ**

অর্থ : আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানুষের ওপর হুকুমাত কায়ম কর, তাদের খেয়ালখুশী ও ধারণা-বাসনার অনুসরণ করো না। (আল মায়েরা: ৪৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন-

**أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. تَبَارَكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ**

অর্থ : সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই এবং এর ওপর প্রভুত্ব চালাবার, একে শাসন করার অধিকারও একমাত্র তাঁরই। আল্লাহ বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের মালিক। (আল আ'রাফ: ৫৪)

#### চূড়ান্ত ফায়সালার মালিক আল্লাহ

(২) **وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ**

অর্থ : তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো না কেন তার চূড়ান্ত মিমাংসা আল্লাহর নিকট থেকে নিতে হবে। (আশ্ শুরা: ১০)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

**أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ**

**يُوقِنُونَ**

অর্থ : তারা কি জাহিলিয়াতের ফায়সালা চায়? অথচ বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম ফায়সালাকারী আর কে হতে পারে? (আল মায়েরা: ৫০)

সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ

(৩) يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۝

অর্থ : তারা বলে (শাসনতন্ত্রে) আমাদের কোন ইখতিয়ার আছে কি? বল, ইখতিয়ার সবটুকু-ই আল্লাহর। (আলে ইমরান: ১৫৪)

একক আধিপত্য আল্লাহর

(৪) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ۝ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۝ ذُو الْعَرْشِ

الْمَجِيدُ ۝ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝

অর্থ : তিনিই সূচনা করেন, তিনিই পুনরাবৃত্তি করেন, তিনি ক্ষমাশীল, তিনি প্রেমময়, তিনি মহান, তিনি রাজ্য-সিংহাসনের একচ্ছত্রাধিপতি। তিনি যা ইচ্ছে তাই করেন। (আল বুরূজ: ১৩-১৬)

আল্লাহর খলিফাগণই সুবিচার করে

(৫) يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ

بِالْحَقِّ ۝

অর্থ : হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর। (ছোয়াদ: ২৬)

কুরআনুল কারীম ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান

(৬) إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا

أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۝

অর্থ : হে নবী! নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি পূর্ণ কুরআন পরম সততার সাথে এ জন্যই নাযিল করেছি যে, তুমি সে অনুযায়ী মানুষের উপর আল্লাহর দেখানো পন্থায় রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এবং বিচার-ইনসাফ কায়েম করবে। (কুরআনকে যারা রাজনীতিতে ব্যবহার করে না) তুমি এসব খিয়ানতকারীদের সাহায্যকারী এবং পক্ষাবলম্বনকারী হয়ে যেও না। (আন নিসা: ১০৫)



হাদীস

দীন হচ্ছে সবার জন্য উপদেশ

(১) عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ  
الدِّينُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثًا قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ  
لِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ عَامَّتِهِمْ.

অর্থ : হযরত তামীমুদ-দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উপদেশ দান ও কল্যাণ কামনাই হচ্ছে দীন। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তা কার জন্য? তিনি বললেনঃ আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য। মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং মুসলিম সর্ব-সাধারণের জন্য। (মুসলিম শরীফ)

মহান আল্লাহ রাজাধিরাজ ও সকল শক্তির উৎস

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ  
أَنَا الْمَلِكُ أَيَّنْ مُلُوكُ الْأَرْضِ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ মুষ্টিবদ্ধ করবেন আর আকাশকে তার ডান হাতে ভাজ করে রাখবেন। অতঃপর বলবেন, আমি রাজাধিরাজ, এখন কোথায় পৃথিবীর রাজারা? (মুসলিম)

## ইসলামে নির্বাচন বা ভোট

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হওয়ার কারণেই নির্বাচনও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। জাতির নেতাই সাধারণ মানুষের কাগুরী, কাগুরী যদি দুঃশ্চরিত্র, মাদক সেবী, ইসলাম বিরোধী হয় তাহলে সাধারণভাবেই জনগণ অনুরূপ খারাপ হতে বাধ্য। যেমন আমরা দেখি কোন গাড়ীর ড্রাইভার যদি মাতাল হয় তাহলে যেমন গাড়ী লক্ষ্যপানে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়, অনুরূপ জাতির প্রতিনিধি যদি খারাপ হয় তাহলে আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাও হবে ব্যর্থ। দেখা দেবে সমাজে বিপর্যয়, মানুষ এগুতে থাকবে জাহান্নামের দিকে। তাই নিশ্চিন্তভাবে আমরা তুলে ধরবো আলোচনার মাধ্যমে ভোট কেন ও কাকে দেব?

### কুরআন

আমানত রাখতে হবে যথোপযুক্ত পাত্রে

(১) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, সকল প্রকার আমানত (ভোটসহ) তার উপযোগী লোকদের নিকট পৌঁছে দাও। (আন নিসা:৫৮)

সুপারিশ অনুযায়ী পাপ-পুণ্য হয়

(২) مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ

يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ مُّقْبِتًا

অর্থ : যে ব্যক্তি ভাল (সৎ) কাজের সুপারিশ বা সমর্থন করবে সে তা হতে অংশ পাবে। আর যে খারাপ কাজের সুপারিশ বা সমর্থন করবে, সেও তা হতে অংশ পাবে। মূলত আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের উপর দৃষ্টি রাখেন। (আন নিসা:৮৫)

সকল ভাল ও খারাপ কাজ আমলনামায় যুক্ত হবে

(৩) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ

ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

অর্থ : আসলে যে লোক বিন্দু পরিমাণও ভাল কাজ করবে সে তা পরকালে দেখতে পাবে। আর যে বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সেও তা দেখতে পাবে। (সে অনুযায়ী ফল ভোগ করবে)। (আয যিলযাল: ৭-৮)

ভাল মানুষকে নির্বাচিত করলে জাতির ভাগ্য বদলায় :

(৪) إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۝

অর্থ : আসল কথা এই যে, আল্লাহ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না। যতক্ষণ সেই জাতির লোকেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন না করে। (আর রাদ: ১১)

মু'মিনরা মু'মিনদের বাদ দিয়ে কাফিরদের কখনো বন্ধু হবে না

(৫) لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ۝

অর্থ : মু'মিনগণ যেন অন্য মু'মিনকে বাদ দিয়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। (আলে ইমরান: ২৮)

(এছাড়াও দেখুন, আনফাল: ২৯, নিসা: ১৩৫, বাক্বারাহ: ১৪০, ২৮৩, মায়িদাহ: ২, কাছাছ: ৮৩, আলে ইমরান: ১৫৯, ইউসুফ: ৫৫)

হাদীস

ক্ষমতালিপসুদের ভোট দেয়া যাবে না

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الْأَمْرِ حَتَّىٰ يَقَعَ فِيهِ .

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, যারা পদকে ভীষণভাবে অপছন্দ করে তারা তাতে সংশ্লিষ্ট হলে, তখন তোমরা তাদেরকে সর্বোত্তম লোক হিসেবে পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

**বিশ্বাসঘাতক নেতা জাহান্নামে যাবে**

(২) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَعَشَّهُمْ هُوَ فِي النَّارِ.

অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন বিষয়ের দায়িত্বশীল হল, অতঃপর তাতে বিশ্বাসঘাতকতা করল, সে দোযখে যাবে। (মু'জামুস সাগীর)

**সৎ লোক বাদ দিয়ে অসৎ লোক নির্বাচিত করা বিশ্বাসঘাতকতার  
শামিল**

(৩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عَصَابَةٍ وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَرْضُ اللَّهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ.

অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি সৎ লোক থাকা সত্ত্বেও অসৎ আত্মীয়কে কর্মচারী নিযুক্ত অথবা নির্বাচিত করে, সে আন্লাহ, রাসূল (সা) ও মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। (হাকেম)

## মিথ্যা বলা ও মিথ্যা কসম করা

হাদীসে এরশাদ করা হয়েছে ‘মিথ্যা সকল পাপের মূল’। যা ঘটেনি তা ঘটেছে বলে চালানোকেই বলা হয় মিথ্যা। এই মিথ্যাচারের ফলে হতে পারে যে নির্দোষ সে হয়ে যায় দোষী আর যে দোষী সে হয়ে যায় নির্দোষ। এতে করে সমাজে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং ক্ষতিগ্রস্থ হয় মারাত্মক ভাবে নির্দোষ ব্যক্তি। আর মিথ্যা কসম সে তো এক চরম অপরাধ। তাই এ সামাজিক ব্যাধি থেকে আমাদেরকে এবং আমাদের সমাজকে মুক্ত থাকতে হবে। আর তাহলেই আমাদের সমাজ হয়ে ওঠবে শান্তির নীড় আর বইবে সু-বাতাস। পৃথিবীটাই হয়ে ওঠবে জান্নাতের অংশ। যা প্রকাশ পাবে নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসে।

### কুরআন

একজনের পাপ অন্যের ওপর চাপানো জঘন্য অপরাধ

(১) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ

اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝

অর্থ : যে ব্যক্তি একটি অন্যায় কিংবা পাপ কাজ করলো, কিন্তু সে দোষ চাপিয়ে দিলো একজন নির্দোষ ব্যক্তির ওপর, এই কাজের ফলে সে (আসলে) সাংঘাতিক একটি অপবাদ ও জঘন্য গুনাহের বোঝা নিজের ঘাড়ে ওঠিয়ে নিলো। (আন্ নিসা: ১১২)

কাউকে ঠকানোর জন্য শপথ করলে বিপথগামী হয়ে যাবে

(২) وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَرِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا

وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

অর্থ : তোমরা শপথকে পরস্পরকে ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করো না। (এমন করলে মানুষের) পা একবার স্থির হওয়ার পর পুনরায় পিছলে পড়ে যাবে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষের বাধা দেয়ার কারণে (এ দুনিয়াতেও) তোমাদের শান্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং (আখিরাতেও) তোমাদের জন্যে থাকবে কঠোর আযাব। (আন্ নাহল: ৯৪)

আল্লাহর অভিশপ্ত লোকদের পরিচয় তারা মিথ্যা কসম করে

(৩) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ

مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَخْلِفُوْنَ عَلٰى الْكُذِبِ وَهُمْ يٰعْلَمُوْنَ ۝

অর্থ : (হে নবী!) তুমি কি সে সম্প্রদায়ের অবস্থা কখনো লক্ষ্য করোনি, যারা এমন জাতির সাথে বন্ধুত্ব পাতায়। যাদের ওপর আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। এই (সুবিধাভোগী) লোকেরা যেমন তোমাদের আপন নয়। (তেমনি) তারা ওদেরও আপন নয়। এরা জেনেশুনে মিথ্যা শপথ করে বেড়ায়। (আল্ মুজাদালাহ: ১৪)

মিথ্যা কসমকারীরা প্রথম শ্রেণীর মিথ্যাবাদী ও শয়তানের দলের লোক

(৪) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيَخْلِفُوْنَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُوْنَ لَكُمْ

وَيَخْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ اِسْتَحْوَذَ

عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنۡسَهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ اَلَا اِنَّ

حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

অর্থ : যেদিন আল্লাহ তা'য়লা তাদের সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। আশ্চর্য সেদিনও তারা তার সামনে (এই মিথ্যা) শপথ (করে দায়িত্ব মুক্তির চেষ্টা) করবে, যেমনি করে তারা (আজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য) তোমাদের সাথে মিথ্যা শপথ করছে, তারা ভাববে (দুনিয়ার মতো সেখানেও বুঝি এর মাধ্যমে) কিছু উপকার পাওয়া যাবে, (হে রাসূল!) তুমি সাবধান থেকো, এরা প্রথম শ্রেণীর মিথ্যাবাদী।

শয়তান এদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে নিয়েছে, শয়তান এদের আল্লাহর স্মরণকে সম্পূর্ণ রূপে ভুলিয়ে দিয়েছে, এরা হচ্ছে শয়তানের দল। হে রাসূল! আপনি জেনে রাখুন যে শয়তানের দলের ধ্বংস অনিবার্য। (আল্ মুজাদালাহ: ১৮, ১৯)

অন্যায়ভাবে মু'মিনদের কষ্ট দেয়া আর পাপের বোঝা মাথায় নেয়া সমান

(৫) وَالَّذِيْنَ يُؤۡذُوْنَ الْمُؤۡمِنِيْنَ وَالْمُؤۡمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوۡا

فَقَدۡ اِحْتَمَلُوۡا بُهۡتٰنًا وَّاِنَّمَا مُبِيۡنًا ۝

অর্থ : যেসব লোক মু'মিন পুরুষ ও নারীদের বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা বড় একটা মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেয়। (আল্ আহযাব: ৫৮)

মিথ্যাবাদীরা আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাস রাখে না

(৬) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكِذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۝

অর্থ : মিথ্যা তারাই বলে, যারা আল্লাহর আয়াতে ঈমান রাখে না। (আন নাহল: ১০৫)

মিথ্যাচার আর মুনাফেকী একই সূত্রে গাথা

(৭) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۝

অর্থ : অবশ্যই মুনাফিকরা চরম মিথ্যাবাদী। (আল্ মুনাফিকুন: ০১)

হাদীস

মিথ্যা শপথ জাহান্নাম ওয়াজিব করে

(১) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِيَّاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اقْتَطَعَ حَوْءَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ كَانَ قَضِيًّا مِّنْ أَرَاكَ .

অর্থ : হযরত আবু উমামা ইয়াস ইবনে সালাবা আল হারিসী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে কোন মুসলমানের অধিকার বা স্বত্ব আত্মসাৎ করল, আল্লাহ তার জন্য দোষখ অবশ্যম্ভাবী করে দেন এবং বেহেশত হারাম করে দেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সেটা যদি সামান্য জিনিস হয়? তিনি বলেন, সেটা পিলু গাছের ছোট একটি ডাল হলেও। (মুসলিম)

বিক্রয়ে অতিরিক্ত শপথ বরকত ধ্বংস হয়

(২) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَوُ .

অর্থ : হযরত আবু কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছেন, তোমরা বিক্রয়ের সময় অতিরিক্ত শপথ থেকে বিরত থাকো। কেননা এতে যদিও বিক্রয় বেশী হয় কিন্তু বরকত ধ্বংস হয়ে যায়। (মুসলিম)

স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টির নামে শপথ শিরক ও কুফরী তুল্য

(৩) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَا وَ الْكُفْبَةَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, না! কাবার শপথ। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বললেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু নামে শপথ করো না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু নামে শপথ করে, সে কুফরী অথবা শিরক করে। (তিরমিযি)

মিথ্যাবাদিতা জাহান্নামে নিয়ে যায়

(৪) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كِذَابًا.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, সত্যবাদিতা কল্যাণের দিকে পথ দেখায় এবং কল্যাণ মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। কোন মানুষ সত্য কথা বলতে থাকলে আল্লাহ তাকে সত্যবাদীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন। মিথ্যাচার পাপাচারের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপাচার মানুষকে দোযখে নিয়ে যায়। কোন লোক মিথ্যা কথা বলতে থাকলে আল্লাহ তাকে মিথ্যাবাদীদের তালিকাভুক্ত করেন। (বুখারী ও মুসলিম)



## শিরক বা অংশীদার

শিরক কুরআন-সুন্নাহর অন্যতম একটি মৌলিক পরিভাষা। এর অর্থ হলো- অংশীদার। যা তাওহীদ বা একত্ববাদের বিপরীত।

পরিভাষায়, মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার সার্বভৌম ক্ষমতার তথা জাত ও সিফাতের সাথে অন্য কোন শক্তির অংশিদারিত্ব স্থাপনকে বলে শিরক। অমার্জনীয় অপরাধগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো শিরক। যে অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না বলেও ঘোষণা করেছেন। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত শিরক মিশ্রিত ঈমান বা মুশরিক না হয়ে নির্ভেজাল ও শিরক মুক্ত মজবুত ঈমান গ্রহণ, এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। আর সে কথাই এখানে প্রতিফলিত হচ্ছে নিম্নোক্তভাবে।

### কুরআন

সকল গুনাহ আল্লাহ মাফ করলেও শিরক মাফ করবেন না

(১) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না এবং শিরক ব্যতীত অন্য যেকোন গুনাহ তিনি মাফ করেন। বস্তুত যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে সে এক মহাপাপ করে। (আন নিসা: ৪৮)

মুশরিকদের জান্নাত হারাম আর জাহান্নাম ওয়াজিব

(২) إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

অর্থ: নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। এই জালিমদের (সেদিন) কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (আল মায়িদা: ৭২)

আল্লাহর সাথে সাক্ষাত প্রার্থী সৎকাজ করে ও শিরক মুক্ত থাকে

(৩) فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত কামনা করে, তার নেক আমল করা উচিত এবং আল্লাহর কোন ইবাদতে তার শরীক করা উচিত নয়। (আল কাহ্ফ:১১০)

শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম

(৬) وَإِذْ قَالَ لُقْمَنٌ لِّابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ

الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝

অর্থঃ স্মরণ করুন, লোকমান যখন নিজের ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছিল, তখন সে বলল: হে আমার ছেলে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক একটি অতি বড় জুলুম। (লোকমান: ১৩)

ইবাদতকারীকে আল্লাহ শরীক করতে নিষেধ করেছেন

(৫) وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۝

অর্থঃ তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব তথা ইবাদত করো। আর অন্য কোন কিছুকেই তার সঙ্গে শরীক করো না। (আন নিসা: ৩৬)

যারা যাকাত দেয় না তারা মূলতঃ মুশরিক

(৬) وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۝ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ

بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝

অর্থঃ সেসব মুশরিকদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য, যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে। (হা-মীম আস সাজদাহ: ৬-৭)

হাদীস

শিরককারী যাবে জাহান্নামে আর যিনি শিরক মুক্ত তিনি যাবে জান্নাতে

(১) عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

ثَنَّتَانِ مُوجِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ قَالَ

مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ

بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থঃ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দু'টি বিষয় অপর দু'টি বিষয়কে অনিবার্য করে তোলে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! সে দু'টি বিষয় কী? নবী করীম (সা) বললেন, যে আল্লাহর সঙ্গে কাউকেও শরীক করে মৃত্যুবরণ করেছে, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে, পক্ষান্তরে যে আল্লাহর সঙ্গে কাউকেও শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। (মুসলিম)

**মহান আল্লাহ মুশরিকদের শিরক থেকে পবিত্র**

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ! قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ - فَمَنْ عَمِلَ أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ الَّذِي أَشْرَكَ

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ বলেন- আমি মুশরিকদের শিরক থেকে পবিত্র। যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করলো যাতে আমাকে ছাড়া আর কাউকেও শরীক করা হয়েছে, আমি তার সাথে সম্পর্কহীন, তার সম্পর্ক তার সাথে যাকে সে শরীক করেছে। (ইবনে মাজাহ ও মুসলিম)

**লোক দেখানো ইবাদত তথা কাজও শিরক**

(৩) عَنْ سَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ.

অর্থঃ হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি লোক দেখিয়ে নামায পড়লো সে শিরক করলো। আর যে ব্যক্তি লোক দেখিয়ে রোযা রাখলো সেও শিরক করলো। (মুসনাদে আহমাদ)

**সামান্যতম অহংকার বা রিয়া হলো শিরক**

(৪) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ

النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ قَالَ يُبْكِينِي شَيْءٌ سَعَيْتُهُ مِنْ  
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ يَسِيرًا الرِّيَاءِ شَرُّكَ.

অর্থঃ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা নবী করীম (সা)-এর মসজিদে উপস্থিত হলে সেখানে দেখেন, যে মুয়াজ বিন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কবরের কাছে বসে কাঁদছেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন কেন কাঁদছো? মুয়াজ বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ থেকে একটা কথা শুনেছিলাম। একথাই আমাকে কাঁদাচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, সামান্যতম রিয়া ও (অহংকার) শিরক। অর্থাৎ মূর্তির সিজদাই শুধু শিরক নয় অপরকে সম্বলিত ও লোক দেখানো কাজও শিরক। (মিশকাত)

আল্লাহর সাথে শিরককারী জান্নাতে যাবে না

(৫) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَ  
إِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى سَرَقَ.

অর্থঃ হযরত আবু জর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, জিব্রাইল (আ) আমাকে এ মর্মে সুসংবাদ দিয়েছেন যে তোমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে ইশ্তেকাল করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম যদি সে ব্যক্তি ব্যভিচার ও চুরি করে। তিনি বললেন, যদিও সে ব্যভিচার ও চুরি করে। (মুসলিম)

আল্লাহর হকের অন্যতম তাঁর সাথে শরীক না করা

(৬) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ  
يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَوُّْ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ  
قَالَ أَنْ يَغْبُدُوهُ وَ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قَالَ أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ  
قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَلَا يُعَذِّبُهُمْ.

অর্থঃ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হে মুআয! তুমি কি জান বান্দার ওপর আল্লাহর হক কি? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহর ইবাদত করা এবং তার সাথে কাউকে শরীক না করা। রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহর ওপর বান্দার হক কি জান? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) ভাল জানেন। রাসূল (সা) বললেন, বান্দাকে শাস্তি না দেওয়া। (বুখারী)

শিরক একটি কবীরা গুনাহ

(৭) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِبَائِرُ الْأَشْرَاقُ بِاللَّهِ وَغُفُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ.

অর্থঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, কবীরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা ও মিথ্যা শপথ করা। (বুখারী)

শিরক আল্লাহ কখনো  
মাফ করবেন না।

## আটটি জান্নাত

### কুরআন

জান্নাতীরা জান্নাতে তাদের স্ত্রীদের সাথে থাকবে

(১) إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ ۝ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ ۝ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ  
وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ۝ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ۝

অর্থঃ সেদিন জান্নাতবাসীগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে। তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে থাকবে তাদের জন্য ফলমূল এবং তাদের জন্যে চাহিদা অনুযায়ী সবকিছু। পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে সালাম। (ইয়াসিন: ৫৫-৫৮)

### জান্নাতের খাবার বা নিয়ামতের বর্ণনা

(২) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ  
أَسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّة  
لِّشْرَابٍ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُل الثَّمَرَاتِ وَ  
مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا  
فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝

অর্থঃ পরহেয়গারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার অবস্থান নিম্নরূপ, তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাদের জন্যে আছে রকমারী ফলমূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। পরহেয়গারেরা কি তাদের সমান যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা তাদের নাড়িভুড়ি বিচ্ছিন্ন করে দিবে? (মুহাম্মাদ: ১৫)

জান্নাতীদের জন্য ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সাদর সম্বাষণ

(৩) وَ سَيُقِ الْذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۝ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ هَا وَ فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَرْنَتْهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِيدِينَ ۝ وَ قَالَُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَ عَدَّهُ وَ أَوْزَنَّا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ۝

অর্থঃ যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উনুজ দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌছাবে এবং জান্নাতের রক্ষিরা তাদেরকে বলবে তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাকো, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদাপূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবো। মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই চমৎকার। (আয যুমার: ৭৩-৭৪)

জান্নাতীরা থাকবে খোশ মেজাজে

(৪) وَ جُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝ لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِأَغْيَةٍ ۝ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۝ وَ أَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۝ وَ نَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۝ وَ زَرَابِيُّ مَبْنُوتَةٌ ۝

অর্থঃ সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে সজিব। তাদের কর্মের কারণে সম্ভ্রষ্ট। তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে। তথায় শুনবে না কোনো অসার কথাবার্তা। তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝর্ণা। থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন এবং সংরক্ষিত পানপাত্র। আর সারি সারি গালিচা এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট। (আল গাশিয়াঃ ৮-১৬)

সত্যবাদিতার পুরস্কার হলো জান্নাত

(৫) هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ

অর্থঃ এই তো সেদিন, যেদিন সত্যবাদীগণকে তাদের সত্যবাদিতা বিশেষ উপকার দিবে। তাদের জন্য রয়েছে পরম পুরস্কার জান্নাত। (আল মায়িদা: ১১৯)

## হাদীস

### জান্নাত হবে অকল্পনীয়

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَعَدَّتْ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَأَقْرَبُوا إِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ.

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য (জান্নাতে) এমন সব নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্তরও তা সম্পর্কে কোন ধারণা রাখে না। আর এর সত্যতার জন্য তোমরা এ আয়াতটি তিলাওয়াত করতে পারো “ফালা তা'লামু নাফসুম মা উখফিয়া লাহম মিন কুররাতি আ'ইউনিন”। অর্থাৎ আল্লাহ চোখ জুড়ানো সেসব নিয়ামত নেক বান্দাদের জন্য দৃষ্টির অন্তরাল করে রেখেছেন, তা সম্পর্কে কেউ কোন জ্ঞান রাখে না। (মুসলিম)

### জান্নাত দুনিয়ার সব কিছু থেকে উত্তম

(২) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْضِعُ سُوطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

অর্থঃ রাসূল (সা) বলেছেন, জান্নাতের একটা কোড়া (বেত্রদণ্ড) রাখার মতো স্থান, দুনিয়া এবং দুনিয়ার সব জিনিসের চাইতেও উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

### জান্নাতে সবচেয়ে বড় পাওয়া আল্লাহ্র দীদার

(৩) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرَ فَيُؤْتِيكَ؟ فَيَقُولُ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبَّنَا وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ



تُعْطِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ  
فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَ أَى شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ أَحُلُّ عَلَيْكُمْ  
رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا.

অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ জান্নাতবাসীদের বলবেন, হে জান্নাতবাসী! তারা বলবে: হে আমাদের রব! আমরা উপস্থিত আছি, সকল প্রকার মঙ্গল আপনার হাতে। কি নির্দেশ বলুন! আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন: তোমরা কি আমার পুরস্কার পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা জবাব দিবে: হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এমন সব নেয়ামত দিয়েছেন যা অন্য কাউকে দেননি, তাহলে আমরা সন্তুষ্ট হবো না কেন? তখন আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করবেন: আমি কি এর চাইতে তোমাদেরকে উত্তম ও উন্নত জিনিস দান করবো না? তারা বলবে: এর চাইতে অধিক উত্তম জিনিস আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ বলবেন: আমি চিরকাল তোমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকবো, তোমাদের ওপর আর অসন্তুষ্ট হবো না। (মুসলিম ও বুখারী)

আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের জন্য প্রিয় উপহার ৮টি জান্নাত। ক্রমানুসারে নিম্নরূপ:

## ১। জান্নাতুল ফিরদাউস

(১) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ

الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝

অর্থঃ নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তাদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। (আল কাহফ: ১০৭)

## ২। দারুল মাকাম

(২) الَّذِينَ أَحَلْنَا دارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ

وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۝

অর্থঃ যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে বসবাসের স্থায়ী আবাস দিয়েছেন। তথায় কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না, স্পর্শ করে না ক্লান্তি। (আল ফাতির: ৩৫)

৩। জান্নাতুল মাওয়া

(৩) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى

نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

অর্থঃ যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়ন স্বরূপ বসবাসের জান্নাত। (আস সাজদাহ: ১৯)

৪। দারুল ক্বারার

(৪) يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ

الْقَرَارِ ۝

অর্থঃ হে কওম! দুনিয়ার এ জীবন তো কয়েক দিনের জন্য মাত্র। আর একমাত্র আখিরাতই চিরদিনের আবাস স্থল। (আল মু'মিন: ৩৯)

৫। দারুল সালাম

(৫) لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ۝

অর্থঃ তাদের জন্য প্রতিপালকের নিকট নিরাপত্তার গৃহ রয়েছে এবং তিনি (আল্লাহ) তাদের বন্ধু তাদের কৃতকর্মের কারণে। (আল আন'য়াম: ১২৭)

৬। জান্নাতুল আদন

(৬) وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ

مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

অর্থঃ আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন-কুঞ্জনের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় ঝর্ণা। তারা সেগুলোর মাঝে স্থায়ীভাবে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি আর এটিই হলো মহাসাফল্য। (আত তাওবা: ৭২)

৭। জান্নাতুন নাদ্বিম

(৭) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

وَلَا دُخْلَانَاهُمْ جَنَّةٍ نَعِيمٍ ۝

অর্থঃ যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনতো এবং আল্লাহ ভীতি অবলম্বন করতো তবে আমি তাদের মন্দ বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নিয়ামতের উদ্যানসমূহে প্রবেশ করতাম। (আল মায়িদা: ৬৫)

৮। জান্নাতুল খুলদ

(৮) قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةِ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ

لَهُمْ جَزَاءً وَوَصِيرًا ۝

অর্থঃ বলুন এটা উত্তম, না চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে মুক্তাকিদেরকে? সেটাই হবে তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তন স্থান। (আল ফুরকান: ১৫)

দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট  
বেষ্টন করে আছে জান্নাত।

## সাতটি জাহান্নাম

### কুরআন

জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না

(১) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ  
جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ  
الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ يُرِيدُونَ  
أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخُرِجِينَ مِنْهَا وَ  
لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝

অর্থঃ নিশ্চয়ই যারা (আল্লাহর নির্দেশের অবমাননা করে) কুফুরী করেছে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য পৃথিবীতে যাকিছু আছে (এ সবকিছু) এবং এর সমান বস্তুও যদি এর সাথে দেয়া হয়, তবুও তা তাদের পক্ষ হতে গৃহীত হবে না বরং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করবে, কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না, তাদের জন্য রয়েছে অনন্তকাল স্থায়ী আযাব। (আল মায়িদা: ৩৬-৩৭)

জাহান্নামীরা চিরস্থায়ী তারা মৃত্যুবরণ করবে না

(২) وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَ  
لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ۝

অর্থঃ আর যারা কুফুরী করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (আল ফাতির: ৩৬)

জাহান্নামীরা মরবেও না বাঁচবেও না

(৩) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيمَا وَلَا يُحْيِي ۝

অর্থঃ সেখানে সে মৃত্যুবরণ করবে না এবং জীবিতও হবে না। (আল আলা: ১)

জাহান্নামীদের জন্য রয়েছে চরম ভিরস্কার

(৪) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ إِذَا  
الْقَوْمَ فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۝ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ  
كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝ قَالُوا بَلَى  
قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ۝ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا  
فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۝ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي  
أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَنَسْحَقًا لِأَصْحَابِ  
السَّعِيرِ ۝

অর্থঃ যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। যখন তারা সেখানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তারা বিকট গর্জন শুনতে পাবে। ক্রোধে জাহান্নাম ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি? তারা বলবে: হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম: আল্লাহ তা'আলা কোন কিছুই নাযিল করেনি। তোমরা তো মহা বিভ্রান্তিতে পড়ে আছো। তারা আরো বলবে, যদি আমরা গুণতাম বা বুদ্ধি খাটাতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অতএব ধ্বংস জাহান্নামীদের জন্য। (আল মুলক: ৬-১১)

অবিশ্বাসীদের হাকিয়ে নেয়া হবে জাহান্নামে

(৫) وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ وَهَا وَ

فَتَحَّتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا ۝

অর্থঃ আর কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে হাকিয়ে নেয়া হবে। এমনকি যখন তারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন জাহান্নামের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের প্রহরী তাদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট কি কোন আহ্বানকারী আসেনি? (আয যুমার: ৭১)

জাহান্নামের নিম্নস্তরে থাকবে মুনাফিকরা

(٦) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ

نَصِيرًا

অর্থঃ নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরের শাস্তি (অবস্থান) ভোগ করবে। আর তার জন্য কখনো সাহায্যকারী পাবে না। (আন নিসা: ১৪৫)

জাহান্নাম থেকে সার্বক্ষণিক পানাহ চাইতে হবে

(٧) رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয়ই এর শাস্তি তো নিশ্চিত ধ্বংস বা বিনাশ। (আল ফুরকান: ৬৫)

হাদীস

জাহান্নামের শাস্তি শুধুই আগুন

(١) عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ فِي أَحْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ.

অর্থঃ হযরত নুমান ইবনে বশির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জাহান্নামে যাকে সবচেয়ে কম শাস্তি দেয়া হবে তা হলো দু' পায়ের তলায় জাহান্নামের আগুনের দু'টি অঙ্গার রেখে দেয়া হবে, যার ফলে কোন উঁচু চুলার উপর যেমনভাবে ফুটতে থাকে, তেমনভাবে তার মগজ ফুটতে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় কম ঘুমানো

(٢) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ

هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا.

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জাহান্নামের মত ভয়াবহ আর কিছুই আমি দেখিনি, অথচ তা থেকে যারা বাঁচতে চায় তারা ঘুমাচ্ছে (অলস সময় কাটাচ্ছে) এবং জান্নাতের মতো আরামদায়ক আর কিছুই দেখিনি অথচ উহা যারা পেতে চায় তারাও ঘুমাচ্ছে (অলস সময় কাটাচ্ছে)। (তিরমিযি)

দুনিয়ার ভোগ বিলাস জাহান্নামকে পরিবেষ্টন করে আছে

(৩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

خَفَّتِ النَّارُ بِالشَّهْوَاتِ وَخَفَّتِ الْجَنُّ بِالْمَكَارِهِ.

অর্থঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, (দুনিয়ার) ভোগ-বিলাস জাহান্নামকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট পরিবেষ্টন করে আছে জান্নাতকে। (মুসলিম)

আল্লাহর নাশ্বরমান বান্দাহদের জন্য চির অপমাণের জায়গা সাতটি জাহান্নাম। স্তর অনুযায়ী সাজানো হলো নিম্নরূপভাবে :

১। জাহান্নাম

(১) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ

لَيْسَ الْمِهَادُ ۝

অর্থঃ আর যখন তাকে বলা হয় যে, আল্লাহকে ভয় করো, তখন তার পাপ তাকে অহংকারে উদ্বুদ্ধ করে। সূতরাং তার জন্য দোষখই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা হলো নিকৃষ্টতর ঠিকানা। (আল বাক্বারাহ: ২০৬)

২। হাবিয়াহ

(২) وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝

অর্থ : আর যার পাল্লা হালকা হবে তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। (আল ক্বারিয়াহ: ৮)

৩। জাহীম

(৩) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُّ عَنْ

أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ۝

অর্থঃ নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি। আর আপনি দোষখবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না। (আল বাক্বারাহ: ১১৯)

## ৪। সাক্বার

(৬) سَأْضَلِيهِ سَقَرٌ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ۝ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۝

অর্থঃ আমি তাকে দাখিল (প্রবেশ) করাব অগ্নিতে। আর আপনি অগ্নি সম্পর্কে কি জানেন? এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না। (আল মুদ্দাস্‌সির: ২৬-২৮)

## ৫। সায়ীর

(৫) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي

بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلُونَ سَعِيرًا ۝

অর্থঃ নিশ্চয়ই যারা এতিমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা নিজেদের পেট আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্ত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে। (আন নিসা: ১০)

## ৬। হতামাহ

(৬) كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝ نَارُ

اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ۝

অর্থঃ কখনই না সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। আপনি পিষ্টকারী সম্পর্কে কি জানেন? এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। (আল হুমায়হ: ৪-৬)

## ৭। লায়ী

(৭) كَلَّا إِنَّهَا لَأُظَىٰ ۝ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۝

অর্থঃ কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি। যা চামড়া তুলে নিবে। (আল মা' যারিজ: ১৫-১৬)

দুনিয়ার আরাম-আয়েশ  
বেষ্টন করে আছে জাহান্নাম।



## পবিত্র ও পবিত্রতা অর্জনের উপায়

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত। পাক-সাফ বা পবিত্র থাকলে দেহ-মন দু'টিই ভাল থাকে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি হচ্ছে পাক-পবিত্র থাকলে বিভিন্ন রোগ হতে মুক্ত থাকা যায়। সুতরাং সর্বদিক হতেই ইসলামের এই বিধান সার্বজনীন। নিম্নোক্ত কুরআন-সুন্নাহ সেকথারই প্রতিধ্বনি।

### কুরআন

আল্লাহ পবিত্রতা অবলম্বনকারীকে ভালবাসেন

(১) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন আর পবিত্রতা অবলম্বনকারীকেও ভালোবাসেন। (আল বাকুরাহ: ২২২)

কুরআন স্পর্শের পূর্বশর্ত পবিত্র হওয়া

(২) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۝ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا

الْمُطَهَّرُونَ ۝

অর্থঃ নিশ্চয়ই ইহা এক অতীব মর্যাদার কুরআন। ইহা এক সুরক্ষিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া এটা কেউ স্পর্শ করতে পারে না। (আল ওয়াকিয়াহ: ৭৭-৭৯)

পবিত্রতা অর্জন ফরয

(৩) يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝ وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ ۝ وَتِيَابِكَ

فَطَهِّرْهُ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْهُ ۝

অর্থঃ হে চাদরাবৃত! উঠুন ও সতর্ক করুন। আপনার পালনকর্তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আর আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। (আল মুদ্দাসসির: ১-৫)

পবিত্রতা অর্জন আল্লাহর নির্দেশ

(৪) وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۝

অর্থঃ যদি তোমরা অপবিত্র থাক তাহলে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। (আল মায়িদা: ০৬)

আসমান থেকে আসা বৃষ্টির পানি পবিত্র

(৫) وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

অর্থঃ আমরা আসমান থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করে থাকি। (আল ফুরকান: ৩৮)

হাদীস

পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ

(১) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ . سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا أَوْ مُؤَبِّقُهَا .

অর্থঃ হযরত আবু মালিক আশয়ারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অংশ। আলহামদুলিল্লাহ বা আল্লাহর প্রশংসা মানুষের আমলের পাল্লাকে পূর্ণ করে দেয়। সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ এ দু'টি ভরে দেয় অথবা (এর সাওয়াব) আসমান ও জমিনের মধ্যে যা আছে তাকে পূর্ণ করে দেয়। নামায আলোকস্বরূপ, দান (দাতার) দলিল, ধৈর্য হলো জ্যোতি, কুরআন হলো তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ সকালে ওঠে আত্মকে-ক্রয়-বিক্রয় করে। হয় তাকে (এভাবে) মুক্তি করে না হয় ধ্বংস করে। (মুসলিম)

ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত পবিত্রতা

(২) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ .

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, পবিত্রতা ছাড়া কোন নামাযই কবুল হয় না। আর হারাম মালের সদকাও গৃহীত হয় না। (তিরমিযি)

## অপবিত্রতা ও চোগলখুরীর জন্য শাস্তি

(৩) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لِيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেন, এই কবরদ্বয়ে শায়িত লোক দু'টির উপর আযাব হচ্ছে। তেমন কোনো বড় গুনাহের কারণে এ আযাব হচ্ছে না। (বরং খুবই ছোট গুনাহের দরুণ আযাব হচ্ছে, অথচ উহা হতে বেঁচে থাকা কঠিন ছিল না)। এদের একজনের আযাব হচ্ছে এ কারণে যে, সে প্রস্রাবের স্বলনতা ও অপবিত্রতা হতে বেঁচে থাকার অথবা পবিত্র থাকার কোনো চেষ্টাই করতো না। আর দ্বিতীয়জনের উপর আযাব হওয়ার কারণ হচ্ছে, সে চোগলখুরী করতো। (মুসলিম)

### প্রস্রাবই বেশীরভাগ কবর আযাবের কারণ

(৪) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ.

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (সা) হতে বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) বলেছেন: প্রস্রাবই বেশির ভাগ কবরের আযাবের কারণ হয়ে থাকে। (মুসনাদে আহমদ)

### ক। অযু

অযু ব্যতীত নামায হয় না। নামায আল্লাহর নিকট গৃহীত হওয়ার পূর্বশর্ত হলো পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা। আর যদি তার উপর গোসল ফরয হয় তবে অযু গোসল দু'টিই করতে হবে। কেউ যদি গোসলের পূর্বে অযু করে তবে গোসলের অযু না করলেও চলবে। নামাযী লোকের মুখমণ্ডলসহ হাত, পা অযুর কারণে কিয়ামতের দিন উজ্জ্বল ও চকচক করবে যা হাদীসে উল্লেখ আছে। আর এই চিহ্ন দেখে হুজুর (সা) কিয়ামতের দিন অসংখ্য লোকের মধ্যে তার উম্মতকে চিনতে পারবেন ও তাদের জন্যে সুপারিশ করবেন।

কুরআনুল কারীমে ওয়ুর চার ফরয

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا  
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ  
أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۝

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াবে (তার পূর্বে) তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল এবং দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করো। আর তোমরা তোমাদের মাথা মাসেহ করো এবং পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করো। (আল মায়িদা: ৬)

হাদীস

অযুর কারণে কিয়ামতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উজ্জ্বল হবে

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
ﷺ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أثارِ  
الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন যখন আমার উম্মতকে ডাকা হবে, তখন ওয়ুর প্রভাবে তাদের হাত পা ও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও আলোকোজ্জ্বলিত হবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ আছে সে যেন তার উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নেয়। (বুখারী)

নামায কবুলের পূর্বশর্ত অযু

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْبَلُ  
صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحَدَتْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তির ওয়ু ভঙ্গ হয়েছে, ওয়ু না করা পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। (মুসলিম)

অযু না করার কারণেই গুনাহ বাড়তে পারে

(৩) عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.

অর্থঃ হযরত উসমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ওযু করে এবং উত্তমরূপে ওযু করে তার সমস্ত শরীর হতে গুনাহ ঝরে পড়ে এমনকি তার নখের নীচ হতেও। (বুখারী ও মুসলিম)

### খ। গোসল

নিয়তের সাথে সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করাকে গোসল বলে। ফরয গোসলে নিয়ত অত্যাবশ্যিক। তিন অবস্থায় গোসল ফরয হয়- স্বপ্নদোষ, সহবাস, মহিলাদের হায়েয-নেফাস। জমহুরের মতে, দু' লজ্জাস্থান একত্র হলে গোসল ফরয। এছাড়া দৈনন্দিন গোসল মুস্তাহাব। দুই ঈদের নামাযে ও জুমআর গোসল করা সুন্নাত। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া ওয়াজিব। নিম্নে গোসলের বিধান উল্লেখ করা হলো:

### কুরআন

আল কুরআনে গোসলের বিধান

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى حَتَّى

تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশায় মাতাল অবস্থায় থাকো তখন নামাযের কাছেও যেও না। নামায তখনই পড়বে যখন তোমরা যা বলছো তা বুঝতে পারো। অনুরূপভাবে অপবিত্র অবস্থাতেও নামাযের কাছেও যেও না যতক্ষণ না তোমরা গোসল করবে। (আন নিসা: ৪৩)

পবিত্রতা অর্জন আত্মাহর নির্দেশ

(২) وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا

অর্থঃ আর যদি তোমরা অপবিত্র হয়ে থাকো, তবে (গোসল করে) পবিত্র হয়ে নাও। (আল মায়িদা: ৬)

## হাদীস

### রাসূল (সা)-এর গোসল পদ্ধতি

(১) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ أَرَوَى بَشْرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَقَالَتْ كُنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا.

অর্থঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন জানাবাতের (অপবিভ্রতা দূর করণার্থে) গোসল করতেন, প্রথমে তিনি দু'হাত ধুতেন এবং নামাযের ওয়ূর ন্যায় ওয়ূ করতেন। অতঃপর তিনি (নিম্নরূপে) গোসল করতেন। দু'হাতের দ্বারা চুলগুলো খেলাল করতেন এবং যখন তিনি মনে করতেন মাথার চামড়া ভিজে গেছে, তখন তিনি মাথার উপরে তিনবার পানি ঢালতেন। অতঃপর তিনি সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এবং রাসূল (সা) একই পাত্র হতে গোসল করতাম এবং দু'হাত দ্বারা পানি নিয়ে নিজ শরীরে ঢালতাম। (বুখারী)

### গোসল ফরয হয় যখন

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي شُعْبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ.

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ স্ত্রী লোকের চারটি শাখার মুখোমুখি বসে এবং প্রয়াস পায় (অর্থাৎ মহিলাদের যৌনাসঙ্গের মধ্যে পুরুষাসঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করবে তখনই গোসল ওয়াজিব হবে) তখন সে অবস্থায় বীর্যপাত না হলেও গোসল ফরয হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

### মেয়ে লোকের স্বপ্নদোষেও গোসল ফরয

(৩) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى

الْمِرَاةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا اِحْتَلَمْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمِرَاةُ فَقَالَ تَرَبَّتْ يَدَاكَ فَبِمَ يَشْبَهُهَا وَلَدَهَا.

অর্থঃ হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলাইম একবার রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! আল্লাহ তা'আলা হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। তাই মেয়েলোকের যখন স্বপ্নদোষ হয় তখন কি তার ওপর গোসল ফরয? রাসূল (সা) বললেন হ্যাঁ, যখন সে বীর্ঘ দেখবে। একথা (শুনে) উম্মে সালামা বললেন: ইয়া রাসূলান্নাহ! মেয়েলোকেরও কি স্বপ্ন দোষ হয়? তিনি বললেন, তোমার উভয় হাত ধূলিময় হোক, তাহলে সম্ভান কিসের দ্বারা তার সদৃশ হয়। (মুসলিম)

বেনী বাঁধা অবস্থায় পবিত্রতা অর্জনের উপায়

(৬) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَفَرَ رَأْسِي أَفَأَنْقِضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ لَا إِنَّمَا يَكْفِيهِ أَنْ تَحْتِي عَلَى رَأْسِكَ تِلْكَ حَتِّيَاتٍ ثُمَّ تَفِيضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطَهَّرِينَ.

অর্থঃ হযরত উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা) কে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাথার চুলে শক্ত বেনী বাঁধি। ফরয গোসলের জন্যে আমি তা খুলে ফেলব? রাসূল বললেন না, তুমি মাথার উপরে তিন অঞ্জল পানি ঢালবে, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর তুমি তোমার সারা শরীরে পানি ঢালবে এবং পবিত্রতা অর্জন করবে। (মুসলিম)

স্বামী-স্ত্রীর একত্রে গোসলের বিধান

(৫) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكِلَانَا جُنُبٌ وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَزُرُ فَيُبَاشِرُونِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

অর্থঃ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং নবী করীম (সা) নাপাক অবস্থায় দু'জনই একই পাত্রে গোসল করতাম। আর আমার হায়েয অবস্থায় তিনি আমাকে নির্দেশ দিতেন, আমি শক্ত করে তহবন্ধ লজ্জাস্থানের উপরে কাপড় বেঁধে নিতাম এবং হুজুর (সা) আমার সঙ্গে একত্রে শুইতেন। এ ছাড়া তিনি ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে তাঁর মাথা বের করে দিতেন আমি ঋতুবতী অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম। (বুখারী)

হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সম্পর্কের ধরন

(৬) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهُوَ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَانَكَ بِأَعْلَاهَا.

অর্থঃ হযরত য়ায়িদ ইবনে আসলাম (রা) হতে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার স্ত্রী ঋতুবতী থাকে, তখন আমার তার সাথে কি ধরনের কাজ জায়েয হবে। হুজুর (সা) বললেন, তার লজ্জাস্থানের উপরে কাপড় বেধে নাও। অতঃপর তোমার জন্যে কাপড়ের উপরে (কামনা পূর্ণ করা) জায়েয আছে। (মুআত্তা ইমাম মালেক)

গ. তায়াম্মুম

তায়াম্মুম শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছে করা। ইসলামী পরিভাষায়, এর অর্থ হচ্ছে পানি পাওয়া না গেলে অথবা ব্যবহারে অপারগ হলে পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় (যেমন পাথর, বালি, চুনা, পাথর) জিনিস দিয়ে নির্দিষ্ট অঙ্গসমূহ মাসেহ করে পবিত্রতা অর্জন করা। তায়াম্মুম হচ্ছে ওয়ু এবং গোসলের বিকল্প। মানুষ যখন কোনো কারণে পানি সংগ্রহ করতে কিংবা তা ব্যবহার করে পবিত্রতা অর্জন করতে অপারগ হয় তখন বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তায়াম্মুম করা হয়।

কুরআন

আল কুরআনে তায়াম্মুমের বিধান বা তিন ফরয

(১) وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا



অর্থঃ যদি তোমরা রোগগ্রস্ত হও কিংবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ প্রশ্রাব-পায়খানা করে আসে কিংবা তোমরা নারী স্পর্শ কর এবং পানি না পাও, তাহলে তোমরা পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা তায়ান্মুম করবে। তা দ্বারা তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ করবে। নিশ্চয়ই আব্বাহ দয়াবান ও ক্ষমাশীল। (আন নিসা: ৪৩)

## হাদীস

তিনটি কারণে উম্মতে মুহাম্মাদী মর্যাদাবান

(১) عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
فَضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ  
وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تَرَبُّثُهَا لَنَا طَهُورًا  
إِذَا لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ.

অর্থঃ হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তিনটি বিষয়ে সমগ্র মানবজাতির উপরে আমাদের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। (ক) নামাযে আমাদের সারি বেঁধে দাঁড়ানো ফেরেশতাদের সারির ন্যায় করা হয়েছে; (খ) আর সমগ্র পৃথিবীকে আমাদের জন্যে মসজিদ তুল্য করা হয়েছে; (গ) আর যখন পানি না পাওয়া যাবে তখন মাটিই আমাদের জন্যে পবিত্রতাকারী হবে। (মুসলিম)

পানির পরিবর্তে মাটিই পবিত্রতার মাধ্যম

(২) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءَ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ  
سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمْسَسْهُ بِشْرَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ.

অর্থঃ হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, পবিত্র মাটি মুসলমানের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম, দশ বৎসর পর্যন্ত পানি পাওয়া না গেলেও। অবশ্য পরে যদি কখনো পানি পাওয়া যায় তখনই সেই পানি দিয়ে স্বীয় শরীর পবিত্র করে নেবে। (আহমদ ও আবু দাউদ)

## ইসলামে নারীর অধিকার

কবির ভাষায়—

পৃথিবীতে যা কিছু চির কল্যাণকর,

অর্ধেক তার আনিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

ইসলামই সর্বপ্রথম নারীর মর্যাদা দিয়েছে। সমাজে নারীর মর্যাদা দান রাসূল (সা)-এর একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার। ইসলাম পূর্বযুগে অন্য কোনো ধর্মই নারীকে উপযুক্ত মর্যাদা দানের ব্যবস্থা করেনি। প্রাক ইসলাম যুগে আরবের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা এত নিম্নস্তরে ছিল যে, কন্যা সন্তানের জন্ম ছিল আরব সমাজে অভিসম্পাতস্বরূপ। এ অভিশাপ এড়াবার জন্য পিতা তার কন্যাকে জীবন্ত কবর দিতো। এ ঘৃণ্যতম অবস্থা হতে নারী জাতিকে কল্যাণময়ী ও পুণ্যময়ী রূপ দিয়ে গৌরবের উচ্চস্থানে উন্নীত করে সত্যিকারার্থে কন্যা-স্ত্রী ও মায়ের মর্যাদা দিয়েছে ইসলাম। তাই ইসলামের আলোকে নারীর অধিকার নিম্নে তুলে ধরা হলো:

### কুরআন

নারীর অধিকার প্রদানে আল্লাহর নির্দেশ

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَ  
لَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَّا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা মোটেই বৈধ নয়। আর তোমরা যে মোহরানা তাদেরকে দিয়েছো তার কিছু অংশ তাদেরকে কষ্ট দিয়ে আত্মসাৎ করাও তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তবে তারা যদি কোনো সুস্পষ্ট চরিত্রহীনতার কাজে লিপ্ত হয়। (তাহলে অবশ্য তোমরা তাদেরকে কষ্ট দেয়ার অধিকারী হবে।) নারীদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করো। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হয়তো এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। (আন নিসা: ১৯)

মোহরানা প্রদানের মাধ্যমে অধিকারের নির্দেশ

(২) وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

অর্থ : তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা খুশি মনে দিয়ে দাও। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করতে পারো। (আন নিসা: ১৯)

সম্পত্তিতে রয়েছে নারীদের নির্ধারিত অংশ

(৩) لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

অর্থ: পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, অল্প হোক কিংবা বেশি হোক। এ অংশ নির্ধারিত আছে। (আন নিসা: ৭)

নারী-পুরুষ একে অপরের পোষাক স্বরূপ

(৪) أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَثِ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

অর্থ: রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পোষাক স্বরূপ এবং তোমরাও তাদের পোষাক স্বরূপ। (আল বাক্বারাহ: ১৮৭)

নারী-পুরুষ নির্ধারিত বিষয়ে সমান অধিকারী

(৫) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبْرًا

অর্থঃ সে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক, যদি কোনো সৎকাজ করে ও ঈমানদার হয় তবে তারা জান্নাতে যাবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না। (আন নিসা: ১২৪)

**নারীদের উপর রয়েছে পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব**

(৬) وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

অর্থঃ পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আল্লাহ হচ্চেন পরাক্রমশালী। (আল বাক্বারাহ: ২২৮)

**নারী-পুরুষ সকলে এক ও অভিন্ন**

(৭) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ  
ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۝

অর্থঃ অতঃপর উত্তরে তাদের প্রতিপালক বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে কারো আমলকে নষ্ট করে দিব না পুরুষ হোক কিংবা নারী, তোমরা তো সকলেই এক জাতের লোক। (আলে ইমরান: ১৯৫)

**হাদীস**

**পরিবারে উত্তম ব্যক্তিই সর্বোত্তম ব্যক্তি**

(১) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَ أَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَ إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ  
فَدَعَوْهُ.

অর্থঃ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, যে তার পরিবার-পরিজনের নিকট উত্তম, আমি আমার পরিজনের কাছে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম, আর তোমাদের কোন সঙ্গী যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন তাকে তোমরা ক্ষমা করে দিবে। (অর্থাৎ তার সম্পর্কে খারাপ উক্তি করবে না)। (তিরমিযি ও দারেমী)

পূর্ণাঙ্গ মু'মিন সে যে পরিবারের প্রতি সদয়

(২) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَ الطُّفْهُم

بِأَهْلِهِ.

অর্থঃ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: পূর্ণ মু'মিন সেই ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম এবং যে তার পরিবার-পরিজনের (স্ত্রী-পুত্রদের) প্রতি সদয়। (তিরমিযি)

পুত্র ও কন্যা সম্ভান একই দৃষ্টিতে দেখায় রয়েছে জান্নাতের নিশ্চয়তা

(৩) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَنْثَى فَلَمْ يَبْذُهَا وَلَمْ يَهْنُهَا وَلَمْ يُؤْتِرْ وَلَدَهُ

عَلَيْهَا يَغْنِي الذَّكَورَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন: কোনো ব্যক্তির ঘরে কন্যা সম্ভান ভূমিষ্ট হওয়ার পর সে যেন তাকে জাহেলিয়াত যুগের ন্যায় জীবিত কবর না দেয় এবং তাকে তুচ্ছ মনে না করে, আর পুত্র সম্ভানকে উক্ত কন্যা সম্ভানের উপর প্রাধান্য না দেয়, তাহলে আল্লাহ তাকে বেহেশত দান করবেন। (আবু দাউদ)

দোষখের ঢাল কন্যাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে

(৪) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا

ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا

إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ

فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ ابْتُلَى هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ

فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.

অর্থঃ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন বিপন্ন মহিলা দু'টি কন্যা সন্তানসহ আমার কাছে কিছু পাওয়ার আসায় এসেছিল, কিন্তু আমার কাছে তখন একটি খুরমা ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য ছিল না। আমি তা তাকে দিলাম। মহিলা খুরমাটি দু'ভাগ করে দুই কন্যাকে দিল এবং নিজে কিছু খেলো না। অতঃপর সে চলে যাওয়ার পরপরই নবী (সা) ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তা তাকে ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বললাম। রাসূল (সা) শুনে বললেন, যাকে আল্লাহ এ ধরনের কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেছেন, অতঃপর সে যেন কন্যাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। (কিয়ামতে) এ কন্যাই তার জন্যে দোষখের ঢালস্বরূপ হবে। (বুখারী)

### কন্যা সন্তানের তত্ত্বাবধানকারী আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত

(৫) عَنْ نَبِيطِ بْنِ شُرَيْطٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً يَقُولُونَ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ يَكْتَنِفُونَهَا بِأَجْنَحَتِهِمْ وَ يَمْسَحُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى رَأْسِهَا وَ يَقُولُونَ ضَعِيفَةٌ خَرَجَتْ مِنْ ضَعِيفَةٍ الْقِيَامَةِ .

অর্থঃ হযরত নাবীত ইবনে গুরাইত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যখন কোনো ব্যক্তির কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সেখানে আল্লাহ ফেরেশতাদের পাঠান। তারা গিয়ে বলে তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, হে ঘরবাসী! তারা কন্যাটিকে তাদের ডানার ছায়ায় আবৃত করে নেয়, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় এবং বলে একটি অবলা জীবন থেকে আরেকটি অবলা জীবন ভূমিষ্ট হয়েছে এর তত্ত্বাবধানকারী কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। (মু'জামুস সাগীর)

### সকলের রিযিকদাতা আল্লাহ তা'আলা

(৬) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَهُ وَلَةٌ بَنَاتٌ تَمْنَى مَوْتَهُنَّ فَغَضِبَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ أَنْتِ تَرزُقُهُنَّ .

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তার নিকট এক ব্যক্তি বসা ছিল। তার ছিল বেশ ক'টি কন্যা সন্তান। সে কন্যাদের মৃত্যু কামনা করছিলো। শুনে ইবনে উমর অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন, তাদের রিযিকদাতা কি তুমি? (আদাবুল মুফরাদ)

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার ভিত্তিক অধিকার

(৭) عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

অর্থঃ হযরত হাকিম ইবনে মুয়াবিয়া (রা) তার পিতা মুয়াবিয়া (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! স্বামীর উপর স্ত্রীর কী কী অধিকার রয়েছে? তিনি বললেন, তার অধিকার হলোঃ যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, তুমি যখন যে মানের কাপড় পড়বে তাকেও সে মানের কাপড় পড়াবে। তার মুখে আঘাত করবে না। অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করবে না। গৃহ ব্যতীত অন্য কোথাও তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে না। (আবু দাউদ)

নারী-পুরুষ একে অপরের  
বন্ধু ও সহযোগি।

## ইয়াতীমের অধিকার

يَتِيمٌ - শব্দটির অর্থ হচ্ছে নিঃসঙ্গ। একটি বিনুকের মধ্যে যদি একটি মাত্র মুজা জন্ম নেয়, তখন একে দুররে ইয়াতীম বা নিঃসঙ্গ মুজা বলা হয়ে থাকে। ইসলামী পরিভাষায়, যে শিশু সন্তানের পিতা ইন্তিকাল করে, তাকে ইয়াতীম বলা হয়ে থাকে। ছেলেমেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় ইয়াতীম বলা হয় না। স্বয়ং প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (সা)ও ইয়াতীম ছিলেন। ইয়াতীমদের অধিকার অনেকেই হরণ করে। আর ইসলাম ইয়াতীমের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সেকথাই এখানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চমৎকার ভাবে।

### কুরআন

ইয়াতীমের মাল ছল-ছাতুরী করে ডাঙ্কন করা জায়েয নয়

(১) وَآتُوا الْيَتِيمَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا

تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

অর্থঃ ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ মালের সাথে ভালো মালের রদবদল করো না। আর তাদের ধন-সম্পদ নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে মিশিয়ে তা গ্রাস করো না। নিশ্চয়ই এটা বড়ই মন্দ কাজ। (আন নিসা: ২)

বালেগ হওয়া পর্যন্ত ইয়াতীমের মাল রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবেঃ

(২) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

أَشُدَّهُ

অর্থঃ তোমরা ইয়াতীমদের ধন-সম্পত্তির নিকটেও যেয়ো না- অবশ্য এমন নিয়ম ও পছায়, যা সর্বাপেক্ষা ভাল, যতদিন না সে জ্ঞান-বুদ্ধি লাভের বয়স পর্যন্ত পৌঁছে যায়। (বনি ইসরাঈল: ৩৪)

কল্যাণকর ইচ্ছা ছাড়া ইয়াতীমের সম্পদের কাছে যাওয়া নিষেধ

(৩) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا



অর্থঃ আর ইয়াতীমের সম্পদের কাছেও যেও না, একমাত্র তার কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা ছাড়া, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই আঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার হবে। (বনী ইসরাঈল: ৩৪)

**গুরুত্বপূর্ণ আদেশের একটি ইয়াতীমদের সাথে সদ্যবহার করা**

(৬) وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  
وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ  
إيمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

অর্থঃ ইবাদত কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজেদের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাস্তিক ও অহংকারীকে। (আন নিসা:৩৬)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ

অর্থঃ কখনই নয়, বরং তোমরা ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার কর না। (আল ফাজর: ১৭)

**যারা ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে তারা মূলত আগুনই ভক্ষণ করে**

(৫) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتِيمِ ظُلْمًا إِنَّهَا يَأْكُلُونَ فِي  
بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلُونَ سَعِيرًا

অর্থ : যারা ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করছে এবং সত্তুরই তারা জাহান্নামের অগ্নিতে প্রবেশ করবে। (আন নিসা: ১০)

**ইয়াতীমরা মূলতঃ তোমাদের ভাই**

(৬) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتِيمِ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ  
تَخَالَطُوهُمْ فَآخُوا أَنْكُمْ

অর্থ : আর তারা আপনাকে ইয়াতীমদের (ব্যবস্থা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, তাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে গুছিয়ে দেয়া উত্তম, আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজের সাথে মিশিয়ে নাও, তাহলে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই। (আল বাক্বারাহ: ২২০)

**ইয়াতীমদের সাথে ভালো আচরণ করার নির্দেশ**

(৭) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ

فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

অর্থ : সম্পত্তি বন্টনের সময় যখন (উত্তরাধিকারী নয় এমন) আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু দাও এবং তাদের সাথে উত্তম কথা বল। (আন নিসা: ৮)

**ইয়াতীমদের সাথে ইনসাফ করতে হবে**

(৮) وَإِنْ تَقَوْمُوا لِالْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فإِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

অর্থ : ইয়াতীমের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার রক্ষা করো, তোমরা যা ভাল কাজ করবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত আছেন। (আন নিসা: ১২৭)

**ইয়াতীমদের গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া নিষেধ**

(৯) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝

অর্থ : অতএব হে নবী! আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোরতা গ্রহণ করবেন না এবং ভিক্ষুকদেরকে তিরস্কার করবেন না। (আদ দুহা: ৯-১০)

**ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দেয়া কিয়ামত অস্বীকার করার শামিল**

(১০) أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۝ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ

وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۝

অর্থ : হে নবী! আপনি সেই ব্যক্তিকে দেখেছেন কি? যে বিচার দিনের ব্যাপারে মিথ্যাচার করে বেড়ায়? এরা তো তারা যারা ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় আর মিসকীনকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না। (আল মাউন: ১-৩)

আল্লাহকে মহব্বতকারীগণ ইয়াতীমকে খাওয়ায়

(১১) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

অর্থঃ তারা আল্লাহর মহব্বতের তাকিদে ইয়াতীম, মিসকীনদেরকে খাবার খাওয়ায়। (আদ দাহার: ৮)

হাদীস

সাতটি শক্তিকর জিনিসের একটি ইয়াতীমদের মাল আত্মসাৎ

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَبَّاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاهُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَكْلُ الرِّبَا وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ التَّوَلَّى يَوْمَ الزُّحْفِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ .

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে দূরে থাকো। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, সেগুলো কি হে আল্লাহর রাসূল (সা)! তিনি বললেন, সেগুলো হলো: ১. আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা, ২. যাদু করা, ৩. অহেতুক আল্লাহর নিষিদ্ধ জীব-জন্তু হত্যা করা, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, ৬. জিহাদের মাঠ হতে পালিয়ে যাওয়া ৭. সতী-সাক্ষী মুসলিম নারীর উপর ব্যভিচারের মিথ্যা দোষারোপ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

ইয়াতীম নিজ সন্তানের মতই শাসনযোগ্য

(২) عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِمَّا أَضْرِبُ يَتِيمِي؟ قَالَ مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَ لَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالِكَ بِمَالِهِ وَ لَا مُتَاتِلًا مِنْ مَالِهِ مَالًا .

অর্থঃ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমার তত্ত্বাবধানে যে ইয়াতীম রয়েছে আমি কোন কোন অবস্থায় তাকে মারতে পারি? তিনি বললেন, যেসব কারণে তোমার সন্তানকে মেরে থাকো, সেসব কারণে তাকেও মারতে পারো। সাবধান! তোমার সম্পদ বাঁচানোর জন্যে তার সম্পদ নষ্ট করো না এবং তার সম্পদ দিয়ে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করো না। (মু'জামুস সাগীর)

অন্তরের কাঠিন্য দূর করতে ইয়াতীম-মিসকীনের তত্ত্বাবধান করতে হবে

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهِ فَقَالَ لَهُ أَنْ أَرَدْتَ تَلْبِينَ قَلْبِكَ فَاطْعُمُ الْمِسْكِينِ وَامْسَحُ رَأْسَ الْيَتِيمِ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একজন লোক রাসূল (সা) এর নিকট তার অন্তরের কাঠিন্য সম্পর্কে অভিযোগ করলে তিনি বলেন, ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও, আর গরীব-মিসকীনকে খাবার দাও। (আহমাদ)

সর্বোত্তম পরিবার ও নিকৃষ্টতম পরিবারের পরিচয়

(৪) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسِنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يَسَاءُ إِلَيْهِ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মুসলিম পরিবারের মধ্যে ঐ পরিবারই সর্বোত্তম যে পরিবারে একজন ইয়াতীম আছে এবং তার প্রতি সদয় ব্যবহার করা হয়। অপর দিকে মুসলিম সমাজে সেই পরিবারই নিকৃষ্টতম পরিবার, যে পরিবারে একজন ইয়াতীম আছে এবং তার প্রতি দূর্ব্যবহার করা হয়। (ইবনে মাজাহ)

ইয়াতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে রাসূলের (সা) পাশে থাকবে

(৫) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَ أَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا.

অর্থ : হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, আমি ও ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এভাবে (পাশা-পাশি) থাকবো। একথা বলার সময় তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে ইশারা করে দেখান। (বুখারী)

## ইসলামে বিবাহ ও মোহরানা

আরবী (نِكَاح) নিকাহ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বিয়ে, শাদি, বন্ধন ও মিলন। আভিধানিক অর্থ চুক্তি করা বা সংযুক্ত করা। মানব বংশের বৃদ্ধির মাধ্যমে সৃষ্টির সংরক্ষণই বিবাহের লক্ষ্য। পরিভাষায়, প্রাপ্ত বয়স্ক একজন পুরুষ ও মহিলার মধ্যে শরীয়তসম্মত পন্থায় চুক্তিবদ্ধ হওয়াকেই বিবাহ বলে। বিবাহ করার শক্তি সামর্থ্য রাখে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিবাহ ফরয। বিবাহ বিলম্বে ব্যক্তি গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে পারে এবং অশ্লীল ও পাপ কাজে জড়িয়ে যেতে পারে। তাই সামর্থ্যবান ব্যক্তিকে বিয়ে করে পাপের পথ থেকে বাঁচতে হবে। এটাই ইসলামের বিধান। নিম্নোক্ত কুরআন, হাদীসে তাই প্রমাণিত।

### কুরআন

সামর্থ্যবানদের জন্য বিবাহ ফরয

(১) وَ أَنْكُحُوا الْآيَامَى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ  
إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ

অর্থ : আর তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সং তোমরা তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞানী। (আন নূর: ৩২)

বিবাহে অক্ষম লোকেরা সংযম অবলম্বন করবে

(২) وَ لَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ

অর্থ : আর যাদের বিবাহ করার সামর্থ্য নেই তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে সামর্থ্যবান করে দেন। (আন নূর: ৩৩)

ন্যায়বিচার করতে না পারলে একজনকেই বিবাহ করতে হবে

(৩) فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلَاثَ وَ رُبْعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى الْأَلَّا  
تَعُولُوا ۝

অর্থ : আর তোমরা নারীদের মধ্য হতে যাদেরকে পছন্দ করো তাদের মধ্য হতে দুই দুই, তিন তিন বা চার চারজনকে বিবাহ করে নাও। কিন্তু তোমাদের যদি মনে আশঙ্কা জাগে যে, তোমরা তাদের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে পারবে না তাহলে একজন মাত্র নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবে কিংবা মালিকানাভুক্ত দাসীদের থেকেও তোমরা বিবাহ করতে পারো। অবিচার থেকে বাঁচার জন্য এটাই অধিকতর সঠিক পন্থা। (আন নিসা: ৩)

নারী-পুরুষের ভালবাসা আল্লাহ প্রদত্ত প্রশান্তি

(৪) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
الْيَهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۝

অর্থ : আর মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে তোমাদের সঙ্গী নারীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে পরস্পরের ভালোবাসা ও দয়া। (আর রুম: ২১)

বিবাহ প্রথা পৃথিবীর শুরু থেকেই

(৫) وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا  
رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ  
الظَّالِمِينَ ۝

অর্থ : অতঃপর আমি আদমকে বললাম তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়ে জান্নাতে বসবাস কর এবং সেখানে নিজেদের ইচ্ছামত খাও এবং এই (নিষিদ্ধ) গাছের নিকটবর্তী হবে না। যদি যাও তাহলে তোমরা জালেমদের মধ্যে গণ্য হবে। (আল বাক্বারাহ: ৩৫)

বিবাহে মোহরানা আদায় করা ফরয

(٦) وَ أَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۝

অর্থঃ আর তোমরা স্ত্রীদের মোহরানা মনের সন্তোষ সহকারেই আদায় করো। অবশ্য পরে যদি স্ত্রীরা সেই মোহরানা হতে তোমাদেরকে কিছু অংশও খুশি মনে ফেরত দেয় তবে তা তোমরা সানন্দে খেতে পারো। (আন নিসা: ৪)

মোহরানা ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ হবে না

(٧) وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَ لَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

অর্থ : আর সতী নারীরা তোমাদের জন্যে হালাল, তারা ঈমানদার হোক কিংবা পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্য হতে হোক। তবে শর্ত এই যে, তোমরা তাদের মোহরানা আদায় করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে তাদের রক্ষক হবে। প্রকাশ্যে ব্যভিচার কিংবা গোপনে লুকিয়ে বন্ধুত্ব করে নয়। যে ঈমানের নীতি অনুযায়ী চলতে অস্বীকার করবে তার জীবনের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে। পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (আল মায়েরা: ৫)

মোহরানা আদায়ের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতায় আসা জায়েয

(٨) فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

অর্থ : অতঃপর দাম্পত্য জীবনের যে স্বাদ তোমরা তাদের দ্বারা লাভ কর উহার বিনিময়ে তাদের মোহরানা ফরয হিসেবে আদায় করো। মোহরানা ফরয হওয়ার পর যদি তোমরা পারস্পরিক সন্তুষ্টচিত্তে কোনো সমঝোতায় পৌছাও, তবে তাতে কোনো গুনাহ হবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী। (আন নিসা: ২৪)

মোহরানা ফিরিয়ে নেয়া বৈধ নয়

(৯) وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَ أُنْتِمْ إِحْدَهُنَّ  
قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۝

অর্থ : আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক তবুও তা থেকে কিছুই প্রতি গ্রহণ করো না। (আন নিসা: ২০)

হাদীস

বিবাহের মাধ্যমে লজ্জাস্থানের হিফায়ত ও দৃষ্টি সংযত হয়

(১) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ  
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) যুবকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে নওজোয়ানেরা! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করার যোগ্যতা রাখে, তাদের উচিত বিবাহ করা। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হেফায়ত করে। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করার যোগ্যতা রাখে না তার উচিত কামভাব দমনের জন্যে রোযা রাখা। (বুখারী)

বিবাহিতদের আল্লাহ সাহায্য করেন মুজাহিদের মত

(২) عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ  
ثَلَاثَةٌ حَوُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْآدَاءَ النَّاكِحُ  
الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَاةَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল বলেছেন, তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ তা'আলা নিজের দায়িত্ব মনে করেন। ১. ঐ চুক্তিবদ্ধ দাস যে তার মূল্য পরিশোধের চেষ্টা



করেছে। ২. সেই বিবাহিত যুবক, যে চরিত্রের হেফাযতের উদ্দেশ্যে বিবাহ করে। ৩. সেই মুজাহিদ যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ রত। (তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

মেয়েদের চারটি গুণ বিশেষভাবে দীনদারী দেখে বিবাহ করা উচিত

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ لِجَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَاطْفُرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, মেয়েদেরকে সাধারণত চারটি বিষয় দেখে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ দেখে, বংশ মর্যাদা দেখে, রূপ সৌন্দর্য দেখে এবং তার দীনদারী দেখে। তবে তোমরা দীনদারী মেয়ে লাভ করার চেষ্টা কর, তাতে তোমাদের কল্যাণ হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

নেককার স্ত্রী হলো দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ

(৪) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সমগ্র দুনিয়াটাই হলো সম্পদ। অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু সম্পদ স্বরূপ, আর দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম সম্পদ হলো নেককার স্ত্রী। (বুখারী ও মুসলিম)

বিয়ের আগে কনেকে দেখে নেয়া উচিত

(৫) عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوا إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.

অর্থ : হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি যখন কোন মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করবে, সম্ভব হলে সে (বর) যেন তাকে (কনেকে) একবার দেখে নেয়। (আবু দাউদ)

বিয়ে সকল নবীদের সুন্নাত

(৬) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ.

অর্থ : হযরত আবু আইয়ুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, চারটি বিষয় হলো রাসূলগণের সুন্নাত। লজ্জা, সুগন্ধি ব্যবহার, মিসওয়াক এবং বিবাহ। (তিরমিযি)

মোহরানা চুক্তিই সবচেয়ে বড় চুক্তি

(৭) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ الشُّرُوفِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

অর্থ : হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, চুক্তিসমূহের মধ্যে সেই চুক্তিই পূর্ণ করা সবচেয়ে বেশি জরুরী, যার ফলে তোমরা স্ত্রী লোকের আবরুর মালিক হও। (বুখারী)

আদায়যোগ্য মোহরানা নির্ধারণ করা উচিত

(৮) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ.

অর্থ : হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) বলেছেন, মোহরের মধ্যে সেই পরিমাণ মহরই উত্তম, যা আদায় করা সহজ সাধ্য। (নাইলুল আওতার)

স্ত্রীর উপরও রয়েছে স্বামীর অধিকার

(৯) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, আমি যদি কোন ব্যক্তিকে অন্য কোন ব্যক্তিকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে স্ত্রীদের তার স্বামীকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম। (তিরমিযি)

জীরা হচ্ছে স্বামীর জন্য পরীক্ষার বস্তু

(১০) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا تَرَكَتْ

بَعْدِي فِتْنَةٌ فِي أَضْرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

অর্থ : হযরত উসামা ইবনে যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন, আমার অনুপস্থিতিতে আমি পুরুষদের উপর মহিলাদের অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর ফিতনা ও বিপর্যয় রেখে যাইনি। (বুখারী ও মুসলিম)

দীনদারী অর্ধেক হয় বিয়ের মাধ্যমে

(১১) عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي

النِّصْفِ الْبَاقِي.

অর্থ : হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা) বলেছেন, কোন বান্দা যখন বিয়ে করল তখন সে দীনের অর্ধেকটা পূর্ণ করে ফেলল। অতঃপর সে যেন অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে। (মিশকাত)

বদল বিবাহ জায়েয নেই

(১২) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ.

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সা) বদল বিবাহ নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

## আল্লাহর পথে জিহাদ : প্রয়োজনীয়তা ও করণীয়

সত্য-মিথ্যা, হক-বাতিল এবং ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব চিরন্তন ও শ্বাসত। পৃথিবীর শুরুকাল থেকে এ সত্য শুরু হয়ে চলছে আজ অবধি। চলবে অনাদি অনন্তকাল পর্যন্ত। ইসলাম বিরোধিতার ধরন হবে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আর ইসলাম পন্থীদের ওপর জুলুম-নির্যাতনও চলবে বিভিন্ন রঙ-বেরঙে।

যে নাম ও রঙেই বিরোধিতা ও জুলুম চলুক না কেন তা ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে এক ও অভিন্ন। এ সকল জুলুম-নির্যাতনের রকমফের কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে অত্যন্ত সুন্দর ও চমকপ্রদভাবে। মু'মিনদের নির্যাতন মোকাবিলায় চলার পথ নির্দেশনা ও করণীয় কাজ বর্ণনা করা হয়েছে নিম্নোক্তভাবে।

**আল্লাহর পথে সব কিছু ত্যাগ করে জিহাদকারীই সফলকাম**

(১) **الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ  
وَ أَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝**

অর্থ : আল্লাহর কাছে তো তারাই উচ্চমর্যাদার অধিকারী, যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁর পথে ঘর-বাড়ি ছেড়েছে ও জান-মাল সমর্পণ করে জিহাদ করেছে তারাই সফলকাম। (আত তাওবাহ: ২০)

**মু'মিনগণ জীবন-সম্পদ বিক্রি করে দিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে**

(২) **إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ  
لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ ۝**

অর্থ : সন্দেহ নেই আল্লাহ তা'য়ালার ঈমানদারদের জান ও মাল বেহেশতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন, এখন তাদের একমাত্র কাজ হল আল্লাহর পথে লড়াই করা। পরিণামে জীবন নেয়া ও জীবন দেয়া। (আত তাওবাহ: ১১১)

**ঈমানদারগণ জিহাদ করে আল্লাহর পথে আর কাফেররা শয়তানের পথে**

(৩) **الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ۝**

অর্থ : যারা ঈমানদার তারা সংগ্রাম করে আল্লাহর পথে আর যারা কাফের তারা সংগ্রাম করে তাগুতের বা শয়তানের পথে। (আন নিসা: ৭৬)

আল্লাহর পথে জিহাদ না করলে আযাব দেয়া হবে দুনিয়া ও আখিরাতে

(৪) **إِلَّا تَتَفَرُّوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۝**

অর্থ : তোমরা যদি না বের হও (জিহাদ না কর) তাহলে আল্লাহ তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে আর একটি দলকে ওঠাবেন আর তোমরা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী। তোমরা যদি নবীর সাহায্য না কর তাহলে সে জন্য কোনই পরোয়া নেই, আল্লাহ সেই সময়ও তার সাহায্য করেছেন যখন কাফিরগণ তাকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল। যখন সে ছিল মাত্র দু'জনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা দু'জন গুহার মধ্যে ছিল, তখন সে তার সাথীকে বলেছিলো, 'চিন্তিত হবে না', আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। (আত তাওবাহ: ৩৯-৪০)

আল্লাহর ভালবাসা প্রাপ্তির পূর্বশর্ত ঐক্যবদ্ধ জিহাদ

(৫) **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُورٌ ۝**

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তো তাদেরকেই ভালবাসেন যারা তাঁর পথে সীসাতালা পাচীরের ন্যায় কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে। (আছ হুফ: ৪)

আল্লাহ জিহাদের জন্যই মু'মিনদের বাছাই করেছেন

(২) **وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۝**

অর্থ : আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেমনিভাবে জিহাদ করা উচিত; তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন, আর দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। (আল হুজ্জ: ৭৮)

দুনিয়ার সবকিছুর উর্ধ্বে আল্লাহ ও তার রাসূলের পথে জিহাদ

(৭) قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ نِ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

অর্থঃ হে নবী! বলে দাও, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, তোমাদের যে ব্যবসাতে মন্দা দেখা দেয়ার ভয়ে তোমরা তটস্থ থাক এবং তোমাদের যে বাসস্থানকে তোমরা খুবই পছন্দ কর-এসব যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চাইতে তোমাদের কাছে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফয়সালা তোমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসেকদেরকে কখনো সত্য পথের সন্ধান দেন না। (আত তাওবাহ: ২৪)

দুনিয়ার অধিক ভালবাসাই জাহান্নামের কারণ

(৮) فَأَمَّا مَنْ طَغَى ۝ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ۝ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ۝

অর্থ : যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং দুনিয়ার জীবনকে বেশি ভাল মনে করে বেছে নিয়েছিল, জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা। আর যে ব্যক্তি নিজের রবের সামনে এসে দাঁড়াবার ব্যাপারে ভীত ছিল এবং নফসকে খারাপ কামনা থেকে বিরত রেখেছিল তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (আন নাযিয়াত: ৩৭-৪১)

রাসূলের বিদ্রূপকারীদের জন্য আফসোস

(৯) يَحْسُرَةَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

অর্থ : বান্দাদের অবস্থার প্রতি আফসোস, যে রাসূলই তাদের কাছে এসেছে তাকেই তারা বিদ্রূপ করতে থেকেছে। (ইয়াসিন: ৩০)

মিথ্যাবাদীরা সব সময়ই সত্যপন্থী মু'মিনদের কষ্ট দিয়েছে

(১০) قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا  
يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَ  
لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا  
وَ أُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَ  
لَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْمُرْسَلِينَ ۝

অর্থ : হে মুহাম্মাদ! একথা অবশ্যি জানি, এরা যেসব কথা তৈরী করে, তা তোমাকে কষ্ট দেয় কিন্তু এরা তোমাকে মিথ্যা বলে না বরং এ যালেমরা আসলে আল্লাহ্র আয়াতকেই অস্বীকার করছে। তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে মিথ্যা বলা হয়েছে কিন্তু তাদের ওপর যে মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে এবং যে কষ্ট দেয়া হয়েছে, তাতে তারা সবর করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে গেছে। আল্লাহ্র কথাগুলো পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই এবং আগের রাসূলদের সাথে যাকিছু ঘটে গেছে তার খবর তো তোমার কাছে পৌঁছে গেছে। (আল আন'য়াম: ৩৩-৩৪)

অবিশ্বাসীদের নির্যাতন থেকে পালানোর চেষ্টা বোকামী

(১১) وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ  
تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ  
شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

অর্থ : তবুও যদি তাদের উপেক্ষা তোমার কাছে অসহনীয় হয়ে থাকে, তাহলে তোমার মধ্যে কিছু শক্তি থাকলে তুমি ভূগর্ভে কোন সুড়ঙ্গ খুঁজে নাও অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগাও এবং তাদের কাছে কোন নিদর্শন আনার চেষ্টা করো। আল্লাহ চাইলে এদের সবাইকে হিদায়াতের ওপর একত্র করতে পারতেন। কাজেই মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। (আল আন'য়াম: ৩৫)

সব মু'মিনেরই পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে

(১২) ۞ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۚ وَقَدْ فْتَنَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَ لِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۝

অর্থ : আলিফ-লাম-মীম। লোকেরা কি মনে করে রেখেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি কেবল এ কথাটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে! আর পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তী সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি। আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন, কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী। (আনকাবুত: ১-৩)

পরীক্ষা ভাল ও মন্দাবস্থায় হয় আর জীবিত থাকবে না কেহই

(১৩) ۞ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبَلُّونَكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً ۚ وَ الْإِنَّا تُرْجَعُونَ ۝

অর্থ : প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আন্বাদন করতে হবে। আর আমি ভালো ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদেরকে পরীক্ষা করছি। অবশেষে তোমরা আমারই কাছে ফিরে আসবে। (আল আশিয়া: ৩৫)

পরীক্ষা হবে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল যাচাইয়ের জন্য

(১৪) ۞ وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَ الصَّابِرِينَ وَ نَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ۝

অর্থ : আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবো যাতে আমি তোমাদের অবস্থা যাচাই করে দেখে নিতে পারি। তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী এবং কে ধৈর্যশীল। (মুহাম্মাদ: ৩১)

বসে থাকার চেয়ে জান-মাল দিয়ে জিহাদকারীর সম্মান বেশী

(১৫) ۞ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجْهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۝

অর্থঃ বসে থাকা লোকদের চেয়ে মহান আল্লাহ জান-মাল দিয়ে জিহাদকারীর মর্যাদা অনেক উচ্চে রেখেছেন। (আন নিসা: ৯০)



জান্নাতীদের জিহাদ ও সবর অবলম্বনকারী হতে হবে

(১৬) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ

جَاهِدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ۝

অর্থ : তোমরা কি ভেবেছো যে এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে, অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি তোমাদের মধ্য থেকে কারা জিহাদ করে এবং কারা সবর অবলম্বনকারী। (আলে ইমরান: ১৪২)

মু'মিনরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু বানায় না

(১৭) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهِدُوا

مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ  
وَلِجَنَّةٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

অর্থ : তোমরা কি ভেবেছো? যে তোমাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি যে তোমাদের মধ্য থেকে কারা জিহাদে নিবেদিত হয় এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদেরকে ছাড়া আর কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে না। আর তোমরা যাকিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ খবর রাখেন। (আত তাওবাহ: ১৬)

মু'মিনদের পরীক্ষার কতিপয় বস্তু ও তার পরবর্তী খোশ খবরী

(১৮) وَلَنَبِّئَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ

نَقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ  
الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا  
لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ  
رَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

অর্থ : আমি অবশ্যই ভয়-বিপদ, ক্ষুধা, জান ও মালের ক্ষতি এবং আয় কমিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবো। এসব অবস্থায় যারা সবর করে, তাদেরকে সুখবর দাও, যারা বিপদে পড়লে বলে যে, 'আমরা আল্লাহর-ই এবং

আল্লাহর কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।' তাদের ওপর তাদের রবের পক্ষ থেকে বড়ই মেহেরবানি হবে এবং তাঁর রহমত তাদের ওপর ছায়া দেবে। আর এরকম লোকেরাই সঠিক পথে চলছে। (আল বাক্বারাহ: ১৫৫-১৫৭)

পূর্ব যুগে পরীক্ষার ভয়াবহতা ছিল আরও ব্যাপক

(১৭) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۝

অর্থ : তোমরা কি মনে করেছ এমনিতেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে? অথচ তোমাদের আগে যারা ঈমান এনেছিল তাদের ওপর যাকিছু নেমে এসেছিল এখনও তোমাদের ওপর সেসব নেমে আসেনি। তাদের ওপর নেমে এসেছিল কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ-মুসিবত, তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল। এমনকি সমকালীন রাসূল এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? তখন তাদেরকে এই বলে সাহায্য দেয়া হয়েছিল, অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য নিকটে। (আল বাক্বারাহ: ২১৪)

শত নির্ধাতন সহকারী সবরকারীদের আল্লাহ ভালবাসেন

(২০) وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قَتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ۝

অর্থ : এর আগে এমন অনেক নবী চলে গেছে যাদের সাথে মিলে বহু আল্লাহওয়াল্লা লোক লড়াই করেছে। আল্লাহর পথে তাদের ওপর যেসব বিপদ এসেছে তাতে তারা মনমরা ও হতাশ হয়নি, তারা দুর্বলতা দেখায়নি এবং তারা বাতিলের সামনে মাথা নত করে দেয়নি। এধরনের সবরকারীদের আল্লাহ ভালবাসেন। (আলে ইমরান: ১৪৬)

মু'মিনদের ওপর আসা মুসিবত আল্লাহর পূর্ব নির্ধারিত

(২১) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا

فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ لِّكَيْلًا  
تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

অর্থ : পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের ওপর যেসব মুসিবত আসে তার একটিও এমন নয় যে, তাকে আমি সৃষ্টি করার পূর্বে একটি গ্রন্থে লিখে রাখিনি। এমনটি করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ কাজ। (এসবই এজন্য) যাতে যে ক্ষতিই তোমাদের হয়ে থাকুক তাতে তোমরা মনঃক্ষুণ্ণ না হও। আর আল্লাহ তোমাদের যা দান করেছেন সেজন্য গর্বিত না হও। যারা নিজেরা নিজেদের বড় মনে করে এবং অহংকার করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না। (আল হাদীদ: ২২-২৩)

আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোন মুসিবত মু'মিনদের স্পর্শ করে না

(২২) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ

يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

অর্থ : কোন বিপদ কখনও আসে না, কিন্তু আসে আল্লাহর অনুমতিক্রমেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে আল্লাহ তার দিনকে হিদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ সবকিছু জানেন। (আত তাগাবুন: ১১)

মানুষের মৃত্যু হয় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে, আগে অথবা পরে নয়

(২৩) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَ

مَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ  
مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ۝

অর্থ : কোন প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মৃত্যুর সময়তো লেখা আছে, যে ব্যক্তি দুনিয়াবি পুরস্কার লাভের আশায় কাজ করবে

আমি তাকে দুনিয়া থেকেই দেবো। আর যে ব্যক্তি পরকালীন পুরস্কার লাভের আশায় কাজ করবে সে পরকালের পুরস্কার পাবে এবং শোকরকারীদেরকে আমি অবশ্যই প্রতিদান দিবো। (আলে ইমরান: ১৪৫)

আল্লাহর কৌশলের কাছে সকল কৌশল পর্যন্ত হয়

(২৪) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ

يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ۝

অর্থ : সে সময়ের কথাও স্মরণ করার মত, যখন সত্য অস্বীকারকারীরা তোমার বিরুদ্ধে নানা রকমের চক্রান্ত আটছিলো। তারা চাচ্ছিল তোমাকে বন্দী করতে। হত্যা করতে বা দেশ ছাড়া করতে। তারা নিজেদের কূট-কৌশল প্রয়োগ করে চলছিল, অন্যদিকে আল্লাহও তাঁর কৌশল প্রয়োগ করছিলেন, আর আল্লাহ সবচেয়ে ভাল কৌশল অবলম্বনকারী। (আনফাল:৩০)

আল্লাহ আরো বলেন :

وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ۝

অর্থঃ তারা গোপন চক্রান্ত করতে লাগলো। জবাবে আল্লাহও তাঁর গোপন কৌশল খাটালেন। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী। (আলে ইমরান: ৫৪)

আল্লাহ চক্রান্তকারী জালিমদের শেকড় শূন্য করে থাকেন

(২৫) وَمَكْرُؤًا مَكَرًا وَمَكْرَنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ فَانظُرْ

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ فَتِلْكَ

بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَ

أَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

অর্থ : এ চক্রান্ত তো তারা করলো এবং তারপর আমি একটি কৌশল অবলম্বন করলাম, যার কোন খবর তারা রাখতো না। অবশেষে তাদের চক্রান্তের পরিণাম কী হলো দেখে নাও। আমি তাদেরকে এবং তাদের সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করে দিলাম। ঐ যে তাদের গৃহ তাদের জুলুমের কারণে শূন্য পড়ে আছে, তার মধ্যে রয়েছে একটি শিক্ষণীয় নিদর্শন যারা জ্ঞানবান তাদের জন্যে। আর যারা ঈমান এনেছিল এবং নাকরমানি থেকে দূরে অবস্থান করতো তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি। (আন নামল: ৫০-৫৩)

অতীতে অনেক জালিমকে আল্লাহ নাস্তানাবুদ করেছেন

(২৬) وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا

يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۚ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْنَدْتُهُمْ هَوَاءً وَأَنْذَرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ ۚ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِزْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۚ نَجِبْ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرُّسُلَ أُولَٰئِكَ تَكُونُوا أُنْفُسُكُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ۚ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۚ

অর্থ : এখন এ জালেমেরা যা কিছু করছে আল্লাহকে তোমরা তা থেকে গাফেল মনে করো না। আল্লাহ তো তাদেরকে সময় দিচ্ছেন সেই দিন পর্যন্ত যখন তাদের চক্ষু বিস্ফোরিত হয়ে যাবে, তারা মাথা তুলে পালাতে থাকবে, দৃষ্টি ওপরের দিকে স্থির হয়ে থাকবে এবং মন উড়তে থাকবে। হে মুহাম্মদ! সেদিন সম্পর্কে এদেরকে সতর্ক করো, যেদিন আযাব এসে এদেরকে ধরবে। সে সময় এ জালেমরা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের একটুখানি অবকাশ দাও, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেবো এবং রাসূলদের অনুসরণ করবো। কিন্তু তাদেরকে পরিষ্কার জবাব দেয়া হবে; তোমরা কি তারা নও যারা ইতোপূর্বে কসম খেয়ে খেয়ে বলতে, আমাদের কখনো পতন হবে না? অথচ তোমরা সেসব জাতির আবাসভূমিতে বসবাস করেছিলে যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল এবং আমি তাদের সাথে কী ব্যবহার করেছি তা দেখেছিলে আর তাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি তোমাদের বুঝিয়েছিলাম। তারা তাদের সব রকমের চক্রান্ত করে দেখেছে কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি চক্রান্তের জবাব আল্লাহর কাছে ছিল, যদিও তাদের চক্রান্তগুলো এমন পর্যায়ের ছিল যাতে পাহাড় টলে যেতো। (ইব্রাহিম: ৪২-৪৬)

মু'মিনদের সবর ও আল্লাহভীতি সকল ষড়যন্ত্র বুঝে রাখা করবে

(২৭) إِنْ تَمَسَسْتُمْ حَسَنَةً تَسُوهُمُ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ

يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصَبَرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ  
اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝

অর্থ : তোমাদের ভালো হলে তাদের খারাপ লাগে এবং তোমাদের ওপর কোনো বিপদ এলে তারা খুশি হয়। তোমরা যদি সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোনো কৌশল কার্যকর হতে পারে না। তারা যাকিছু করছে আল্লাহ তা চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে আছেন। (আলে ইমরান: ১২০)

ময়লুমদের রক্ষায় জিহাদের কোন বিকল্প নেই

(২৮) وَمَالِكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

অর্থ : তোমাদের কী হলো, তোমরা আল্লাহর পথে অসহায় ময়লুম নর-নারী ও শিশুদের জন্য লড়বে না, যারা দুর্বলতার কারণে নির্যাতিত হচ্ছে? তারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! এই জনপদ থেকে আমাদেরকে বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা যালেম এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের কোনো বন্ধু, অভিভাবক ও সাহায্যকারী তৈরি করে দাও। (আন নিসা: ৭৫)

মুনাফিকদের চরিত্র হলো জিহাদের সময় বসে থাকা

(২৯) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَالِكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হলো, যখনই তোমাদের আল্লাহর পথে বের হতে বলা হলো, অমনি তোমরা মাটি আঁকড়ে ধরে থাকলে? তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন পছন্দ করে নিয়েছো? যদি তাই হয়, তাহলে তোমরা মনে রেখো, দুনিয়ার জীবনের এসব সাজ-সরঞ্জাম আখেরাতে খুবই সামান্য বলে প্রমাণিত হবে। তোমরা যদি রওয়ানা না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের জায়গায় আর একটি দলকে উঠাবেন, আর তোমরা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী। (আত তাওবাহ: ৩৮-৩৯)

আল্লাহর পথে দান করা জিনিস পাওয়া যাবে সঞ্চিত রূপে

(৩০) وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزُّكُوةَ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَ مَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَ أَعْظَمَ أَجْرًا

অর্থ : এবং নামায কয়েম কর, যাকাত দাও। আর আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে থাক। যাকিছু ভালো ও কল্যাণ তোমরা নিজেদের জন্যে অগ্রিম পাঠিয়ে দেবে তা আল্লাহর নিকট সঞ্চিত মজুদরূপে পাবে। এটাই অতীব উত্তম। আর তার গুণ প্রতিফলও অতি বিরাট। (আল মুযযামিল: ২০)

মু'মিনরা দান করে সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায়

(৩১) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ : যারা সব অবস্থায়ই নিজেদের সম্পদ খরচ করে সচ্ছল অবস্থায় থাকুক আর মন্দ অবস্থায় থাকুক; যারা রাগকে দমন করে এবং অপরের দোষ মাফ করে দেয়; এমন নেক লোক আল্লাহ খুব পছন্দ করেন। (আলে ইমরান: ১৩৪-১৩৫)

আল্লাহর পথে দান করলে আল্লাহ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিবেন

(৩২) وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَّنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْسُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

অর্থ : আল্লাহর পথে লড়াই কর এবং খুব ভালো করে জেনে রাখ যে, আল্লাহ সবকিছু শুনেন এবং সবকিছু জানেন। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আল্লাহকে কর্জে হাসানা (উত্তম ঋণ) দিতে প্রস্তুত। তাহলে আল্লাহ তাকে কয়েক গুণ বেশি ফিরিয়ে দেবেন। (আল বাক্বারাহ: ২৪৪-২৪৫)

দানকারীর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান

(৩৩) **إِنَّ الْمُسْذِقِينَ وَالْمُصْذِقَاتِ وَ أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ**

অর্থ : দান-সাদকা প্রদানকারী নারী ও পুরুষ এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণদান করে, নিশ্চয়ই কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে তাদেরকে ফেরত দেয়া হবে। তাছাড়াও তাদের জন্য আছে সর্বোত্তম প্রতিদান। (আল হাদীদ: ১৮)

বিজয়ের পরের চেয়ে পূর্বের জিহাদ ও দানের মর্যাদা অনেক বেশি

(৩৪) **وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَتَلَ أَوْلِيكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قَاتَلُوا وَ كَلًّا وَ عَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ**

অর্থ : কী ব্যাপার যে, তোমরা আল্লাহর পথে খরচ করছো না, অথচ জমিন ও আসমানের উত্তরাধিকার তাঁরই। তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পরে অর্থ ব্যয় করবে ও জিহাদ করবে তারা কখনো সেসব লোকের সমকক্ষ হতে পারে না যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। বিজয়ের পরে ব্যয়কারী ও জিহাদকারীদের তুলনায় তাদের মর্যাদা অনেক বেশি। যদিও আল্লাহ উভয়কে ভাল প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। (আল হাদীদ: ১০)

দানসহ সকল ভাল কাজ মৃত্যু আসার আগেই করতে হবে

(৩৫) **وَ أَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۚ فَأَصَّدَّقُ وَ**



اَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

অর্থ : আমি তোমাদের যে রিযিক দিয়েছি তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় আসার পূর্বেই তা থেকে খরচ করো। সে সময় সে বলবে: হে আমার রব, তুমি আমাকে আরো কিছুটা অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি দান করতাম এবং নেককার লোকদের মধ্যে शामिल হয়ে যেতাম। অথচ যখন কারো কাজের অবকাশ পূর্ণ হয়ে যাওয়ার সময় এসে যায়, তখন আল্লাহ তাকে আর কোন অবকাশ মোটেই দেন না। তোমরা যাকিছু কর সে বিষয়ে আল্লাহ পুরোপুরি অবহিত। (আল মুনাফিকুন: ১০-১১)

আল্লাহর পথে খরচকারীকে আল্লাহ প্রাচুর্য দান করেন

(৩৬) مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

অর্থ : যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন একটি শস্যবীজ বপন করা হয় এবং তা থেকে সাতটি শিষ উৎপন্ন হয়, যার প্রতিটিতে থাকে একশতটি করে শস্যদানা। এভাবে আল্লাহ যাকে চান তার কাজে প্রাচুর্য দান করেন। তিনি মুক্তহস্ত ও সর্বজ্ঞ। (আল বাক্বারাহ: ২৬১)

আল্লাহর পথে ব্যয় না করে সঞ্চিত সম্পদ জাহান্নামের কারণ

(৩৭) وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝

অর্থ : যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাময় আযাবের সুখবর দাও। একদিন আসবে যখন সোনা ও রূপাকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর তারই সাহায্যে তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে-এ সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে। নাও, এখন জমা করা সম্পদের স্বাদ গ্রহণ কর। (আত তাওবাহ: ৩৪-৩৫)

### আল্লাহর আহ্বানে কৃপণতা প্রদর্শন নিজেরই ক্ষতি

(৩৮) هَٰأَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِنُفْسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَخُلُ وَ مَنْ يَخُلُ فَإِنَّمَا يَخُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَ إِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۝

অর্থ : দেখ, তোমাদেরকে আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে আহ্বান জানানো হচ্ছে অথচ তোমাদের মধ্যকার কিছু লোক কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করে তারা প্রকৃতপক্ষে নিজের সাথেই কৃপণতা করছে। আল্লাহ তো অভাবমুক্ত। তোমরাই তার মুখাপেক্ষী। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও আল্লাহ তোমাদের স্থানে অন্য কোন জাতিকে নিয়ে আসবেন। তারা তোমাদের মত হবে না। (মুহাম্মাদ: ৩৮)

### মু'মিনদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো হল

(৩৯) ٱلتَّٰبِتُونَ ٱلْعَبِيدُونَ ٱلْحَمِيدُونَ ٱلسَّٰخِحُونَ ٱلرَّكَعُونَ ٱلسَّجِدُونَ ٱلْأَمْرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَ ٱلنَّٰهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَ ٱلْحَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَ بَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝

অর্থ : তাঁরা তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, আল্লাহর পথে ভ্রমণকারী, রুকুকারী ও সেজদাকারী, সৎকাজের আদেশদানকারী এবং অসৎকাজে বাধাদানকারী, সর্বোপরি আল্লাহপ্রদত্ত সীমারেখার হিফায়তকারী এমন মু'মিনদেরকে শুভ সংবাদ দাও। (আত তাওবাহ: ১১২)

দুনিয়ার চাকচিক্য জাহান্নামের কারণ

(৪০) لَا يَغْرُنْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ

مَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ وَيُئْسَ الْمِهَادُ ۝

অর্থ : হে নবী! দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে আল্লাহর নাফরমান লোকদের চলাফেরা যেন তোমাকে ধোকায় ফেলে না দেয়। এটা নিছক কয়েক দিনের জীবনের সামান্য আনন্দ-ফুর্তি মাত্র। তারপর এরা সবাই জাহান্নামে চলে যাবে, যা সবচেয়ে খারাপ স্থান। (আলে ইমরান: ১৯৬-১৯৭)

মু'মিন হতে পারলে ভয়ের কোন কারণ নেই

(৪১) وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ ۝

অর্থ : তোমরা চিন্তিত হয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা সত্যিকার মু'মিন হও। (আলে ইমরান: ১৩৯)

মু'মিনদেরকে ফিরিশতারাও অভয় দিয়ে থাকে

(৪২) إِنْ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ

الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ

تُوَعَدُونَ ۝

অর্থ : যারা ঘোষণা করেছে, আল্লাহ আমাদের রব, অতঃপর তার ওপরে দৃঢ় ও স্থির থেকেছে, নিশ্চিত তাদের কাছে ফেরেশতারা আসে এবং তাদের বলে, ভীত হয়ো না, দুঃখ করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশি হও। তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। (হা-মীম আস সাজদাহ: ৩০)

ঈমানদারগণ আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে

(৪৩) الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ

فَاخْشَوْهُمْ فَرَآدَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝

অর্থ : আর যাদেরকে লোকেরা বলল, তোমাদের বিরুদ্ধে সেনা সমাবেশ ঘটেছে। তাদেরকে ভয় করো, শুনে তাদের ঈমান আরো বেড়ে গেছে এবং তারা জবাবে বলেছে, আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট এবং তিনি সবচেয়ে ভালো কার্য উদ্ধারকারী। (আলে ইমরান: ১৭৩)

আল্লাহর সাহায্য থাকলে বিজয় সুনিশ্চিত

(১৫) **إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا**

**الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ** ০

অর্থ : আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন, তাহলে কোনো শক্তি তোমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তাহলে এরপর কে আছে তোমাদের সাহায্য করার মতো? কাজেই সাচ্চা মু'মিনদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত। (আলে ইমরান: ১৬০)

মু'মিনদের বন্ধু স্বয়ং আল্লাহ আর বিজয়ী হবে আল্লাহর দল

(১৬) **إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا**

**الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ**

**رَكَعُونَ ۝ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا**

**فَأِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ** ০

অর্থ : মুসলমান! তোমাদের প্রকৃত বন্ধু ও সাহায্যকারী হচ্ছে শুধু আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদার লোকগণ মাত্র। ঈমানদার লোক বলতে তাদেরই বুঝায়, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহর সামনে মাথা নত করে। অতএব যারা আল্লাহ, রাসূল এবং ঈমানদারদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, তারা আল্লাহর দল বলে বিবেচিত হবে এবং আল্লাহর দলই নিশ্চিতরূপে বিজয়ী হবে। (আল মায়দাহ: ৫৫-৫৬)

মু'মিনদের দু'আ হলো মযবুত কদম আর শুনাই মাফের জন্য

(১৭) **وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا**

ذُنُوبِنَا وَاِسْرَافِنَا فِىْ اٰمُرِنَا وَ تَبَّتْ اَقْدَامَنَا وَ  
 اَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝ فَاتَّهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ  
 الدُّنْيَا وَ حُسْنِ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ  
 الْمُحْسِنِيْنَ ۝

অর্থ : তাদের দোয়া কেবল এতটুকুই ছিল : হে আমাদের রব! আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দাও। আমাদের কাজের ব্যাপারে যেখানে তোমার সীমালঙ্ঘিত হয়েছে তা তুমি মাফ করে দাও। আমাদের পা মজবুত করে দাও এবং কাফেরদের মোকাবেলায় আমাদের সাহায্য কর। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কারও দিয়েছেন এবং তার চেয়ে ভালো আখেরাতের পুরস্কারও দান করেছেন। এ ধরনের সৎকর্মশীলদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন। (আলে ইমরান: ১৪৭-১৪৮)

মু'মিনদের করণীয় হলো আল্লাহর ভয় ও কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা

(৪৭) اَلَا تَقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكُتُوْا اٰيْمَانَهُمْ وَ هُمُوْا بِاٰخِرَاجِ  
 الرَّسُوْلِ وَ هُمْ بَدَءُ وَاِكْمٍ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَتَخَشَوْنَهُمْ فَاَللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ  
 تَخَشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَ  
 يُخْزِيْهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِىْ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

অর্থঃ তোমরা কি লড়াই করবে না এমন লোকদের বিরুদ্ধে যারা নিজেদের অস্বীকার ভঙ্গ করেছে এবং যারা রাসূলকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করার দুরভিসন্ধি করেছিলো বাড়াবাড়ির সূচনা তারাই করেছিল? তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো? যদি তোমরা মু'মিন হও, তাহলে আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের জন্য অধিক সমীচীন। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমাণিত করবেন, তাদের বিপরীতে তোমাদের সাহায্য করবেন এবং অনেক মু'মিনের অন্তর শীতল করে দেবেন। (আত তাওবাহ: ১৩-১৪)

আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে হবে সর্বাবস্থায়

(৪৮) اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

অর্থ : বের হও, হালকা কিংবা ভারী যাই হও না কেন এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজের ধন-প্রাণ দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। (আত তাওবাহ: ৪১)

সফলতার জন্য মু'মিনদের করণীয় কাজ

(৪৯) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا

اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۝

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! সবরের পথ অবলম্বন করো, বাতিলপন্থীদের মোকাবেলায় দৃঢ়তা দেখাও, হকের খেদমত করার জন্য উঠে পড়ে লাগো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে। (আলে ইমরান: ২০০)

হাদীস

সর্বোত্তম কাজ আল্লাহর পথে জিহাদ

(১) عَنْ أَبِي ذَرِّرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

অর্থ : হযরত আবু যার গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবী! কোন আমলটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম? হুজুর (সা) বললেন, আল্লাহর ওপর ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

জিহাদ ছাড়া মৃত্যু মুনাফিকের মৃত্যু

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْرُؤْ وَلَمْ يَحْدُثْ بِهِنَّ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى

شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদে শরিক হল না, কিংবা জিহাদ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনাও করল না; আর এই অবস্থায়-ই সে মারা গেল, সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)

নামায-রোযা করলেও জাহান্নামী হতে হবে জিহাদ না করার অপরাধে

(৩) عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَمَرَكُم بِخُمْسٍ وَاللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهَجْرَةَ وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَيْدٌ شِبْرٌ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ عَنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَمِنْ دُعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُنَى جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ.

অর্থঃ হযরত হারিস আল আশয়ারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি আর আল্লাহ আমাকে ঐগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন তা হলো: ১. জামা'য়াত গঠন কর, ২. নেতৃত্বের আদেশ শ্রবণ কর, ৩. তা মেনে চলো, ৪. হিজরত কর, ৫. আল্লাহর পথে জিহাদ কর। যেই ব্যক্তি ইসলামী সংগঠন ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেছে, সে নিজে গর্দান থেকে ইসলামের রশ্মি খুলে ফেলেছে, তবে সে যদি সংগঠনে প্রত্যাবর্তন করে তবে স্বতন্ত্র কথা। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের দিকে (অর্থাৎ তাগুত তথা অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার দিকে) আহ্বান জানাবে, সে হবে জাহান্নামী। (এতদশ্রবণে) সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! যদি সে নামায পড়ে ও রোযা রাখে। উত্তরে আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, যদি সে নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবিও করে। (আহমদ ও হাকিম)

নবীদের পর অত্মসর মু'মিনদের পরীক্ষা অতি পুরাতন বিষয়

(৬) أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءُ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْأَمْثَالُ فَلَا مَثَالَ.

অর্থ : সবচেয়ে বেশি বিপদ-মুসিবত তথা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন আশিয়ায়ে কেলামগণ। এরপর তাদের অনুসরণের ক্ষেত্রে যারা যত বেশি অগ্রসর তাদেরকে ততবেশি পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

সর্বযুগে মু'মিনদের পরীক্ষার ধরন ছিল ভয়াবহ

(৫) عَنْ خَبَابِ بْنِ أَرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيَجْعَلُ فِيهَا ثُمَّ يُوتَى بِالْمَنْشَارِ فَيُؤْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيَجْعَلُ نَصْفَيْنِ وَيَمْشِطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَ عَظْمِهِ مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ.

অর্থ : হযরত খাবাব ইবনুল আরাত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তীকালে কোন এক ব্যক্তিকে ধরে এনে মাটিতে গর্ত করে তাতে তার শরীরের নিম্নভাগ পোতা হয়। তারপর করাত এনে তার মাথার ওপর চালিয়ে তাকে দু' টুকরা করে ফেলা হয়। অতঃপর লোহার চিরকনি দিয়ে তার শরীরের গোশত ও হাড় ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলা হয়, কিন্তু কোন কিছুই ওই ব্যক্তিকে তার দীন ত্যাগ করাতে পারেনি। (বুখারী)

আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের অবশ্যই পরীক্ষা করেন

(৬) عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ عَظْمَ الْجُزَاءِ مَعَ عَظْمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ.

অর্থঃ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, কষ্ট বেশি হলে প্রতিদানও বেশি। আল্লাহ যখন কোন জনগোষ্ঠীকে ভালোবাসেন তখন তাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। যেই ব্যক্তি এই পরীক্ষায় পড়ে আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (তিরমিযি)



আল্লাহর পথে খরচকারীর জন্য আল্লাহ খরচ করেন

(৭) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালার মানব সন্তানকে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি খরচ কর, তোমার জন্যে খরচ করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

দানকারী বেহেশতের আর কৃপণ দোষখের কাছে থাকে

(৮) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ وَالْقَرِيبُ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, দানকারী আল্লাহর নিকটতম, বেহেশতের নিকটতম এবং মানুষেরও নিকটতম হয়ে থাকে। আর দূরে থাকে দোষখ থেকে। পক্ষান্তরে কৃপণ ব্যক্তি অবস্থান করে আল্লাহ থেকে দূরে, বেহেশত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে, দোষখের নিকটে। অবশ্যই একজন জাহেল দাতা একজন বখিল আবেদের তুলনায় আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয়। (তিরমিযি)

সর্বোত্তম মানুষ জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে

(৯) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَيْلُ يَا

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
مُؤْمِنٌ مَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ.

অর্থঃ হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে আল্লাহর রাসূল! সর্বোত্তম লোক কে? রাসূল (সা) বললেন, এমন মুমিন যে আল্লাহর পথে জিহাদ করে জান ও মাল দিয়ে। (বুখারী ও মুসলিম)

জালেমের জুলুমের সময় ফরিয়াদের ভাষা

اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنَا وَ أَرَادَ الْمُسْلِمِينَ بِسُوءٍ وَ شَرٍّ فَاجْعَلْ كَيْدَهُ  
فِي نَحْرِهِ وَ اشْغَلْهُ فِي نَفْسِهِ وَ اجْعَلْ تَذْيِيرَهُ تَذْمِيرًا عَلَيْهِ .

অর্থ : হে আল্লাহ! তারা আমাদের এবং সকল মুসলমানদের বিরুদ্ধে দুষ্টিমি ও দুষ্কর্মের সংকল্প করেছে, তুমি তাদের ষড়যন্ত্র তাদের ঘাড়ে নিষ্ক্ষেপ করো, তাদেরকে তাদের নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত রাখো আর তাদের কৌশলসমূহকে তাদের ধ্বংসের কারণ বানাও ।

اللَّهُمَّ مَنْزِلَ الْكِتَابِ وَ مَجْرَى السَّحَابِ وَ هَا زِمَ الْأَحْزَابِ  
أَهْزَمَهُمْ وَ أَنْصَرْنَا عَلَيْهِمْ .

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমিই কুরআন নাযিলকারী, তুমিই মেঘমালা পরিচালনাকারী, তুমিই শত্রুবাহিনীকে পরাস্তকারী, তুমি তাদের পরাস্ত করো এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো । (বুখারী ও মুসলিম)

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ .

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমাকে তাদের ঘাড়ের ওপর রাখছি এবং তাদের ক্ষতি থেকে তোমার আশ্রয় চাইছি । (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

ময়লুমের দু'আ আল্লাহুর কাছে  
সরাসরি পৌঁছে যায় ।

## ইসলামে নিয়ত বা সংকল্প

নিয়তের শাব্দিক অর্থ ইচ্ছে করা, মনের স্পৃহা, দৃঢ়তা, সংকল্প ইত্যাদিকে নিয়ত বলে। শরিয়তের দৃষ্টিতে আল্লাহর সম্ভ্রুষ্টি লাভ ও তাঁর আদেশ পালনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে কোন কাজ করার দিকে হৃদয় মনের একান্ত লক্ষ্য আরোপ ও উদ্যোগকে নিয়ত বলে। আল্লামা খাত্তাবী বলেন, মনে কোন কাজ করা, সদিচ্ছা পোষণ করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্যে আশ্রাণ চেষ্টাকে নিয়ত বলে। আল্লামা বায়যাবী বলেন, বর্তমান অথবা ভবিষ্যতের কোন উপকার লাভ বা কোন ক্ষতির প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে অনুকূল কাজ করার জন্যে মনের উদ্যোগ ও উদ্বোধনকেই নিয়ত বলে।

নিম্নে আল্ কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিয়তের গুরুত্ব উপস্থাপন করা হলো।

### কুরআন

#### ইবাদতে একনিষ্ঠতা আল্লাহর নির্দেশ

(১) وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّینَ ۝

অর্থ : তাদেরকে হুকুম করা হয়েছে যে তারা যেন একান্তভাবে, একনিষ্ঠ হয়ে, আন্তরিকভাবে আল্লাহর দীন পালনের মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে। (আল্ বাইয়্যিনাহ: ৩)

#### আল্লাহ সবার নিয়ত সম্পর্কে অবগত

(২) قُلْ كُلٌّ یَعْمَلُ عَلَی شَاكِلَتِهِ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى

سَبِيلًا ۝

অর্থ : বলুন (হে মুহাম্মাদ)! প্রত্যেকটি ব্যক্তিই আপন আপন নিয়ত অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছেন, মূলতঃ আপনার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন (নিয়ত) কে সঠিক পথের ওপর রয়েছে। (বনী ইসরাঈল: ৮৪)

#### বিশুদ্ধ নিয়তকারী লোকদের বৈশিষ্ট্য

(৩) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا

دِينَهُمْ ۝

অর্থ : (প্রকৃত মু'মিন তারা) যারা তাওবা করবে ও নিজেদের কার্যাবলী ও কর্মনীতির সংশোধন করে নেবে ও আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধারণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যেই (নিয়তের দিক থেকে) নিজেদের দীনকে খালেস করে নেবে। (আন নিসা: ১৪৬)

সহীহ নিয়তকারীরা শুধুই আল্লাহর ওপর ভরসা করে

(৬) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

অর্থ : (ভাল নিয়ত করে) এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর করে; এবং মেনে নেয় রক্ষক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (আল আহযাব: ৩)

আখিরাতে পাওয়ার নিয়তকারীই সত্যিকার মু'মিন

(৫) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ  
ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا هَرْمُومًا مَّدْهُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ  
وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيِيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا

অর্থ : কোন ব্যক্তি দ্রুত পেতে চাইলে আমি তাকে এখানে এর যতোটুক দিতে চাই তা সত্বর দিয়ে দেই, পরিশেষে তার জন্যে জাহান্নামই নির্ধারণ করে রাখি, যেখানে সে প্রবেশ করবে একান্ত নিন্দিত অপমাণিত ও বিতাড়িত অবস্থায়। এবং যারা আখিরাতে ইরাদা করবে এবং তা পাওয়ার জন্যে যে পরিমাণ চেষ্টা করা উচিত তেমনভাবেই চেষ্টা করে তারা হয় সত্যিকার মু'মিন। তারাই হচ্ছে এমন লোক যাদের চেষ্টা-সাধনা কবুল হয়। (বনী ইসরাইল: ১৮-১৯)

আল্লাহ সবার নিয়ত সম্পর্কে সম্যক অবগত

(৬) قُلْ إِنْ تَخْفَوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ

অর্থ : বলুন! হে মুহাম্মাদ (সা)! তোমরা তোমাদের মনের কথা গোপন রাখ অথবা প্রকাশ কর তা সবই আল্লাহ জানেন। (আলে ইমরান: ২৯)

বাহ্যিকতা ও লৌকিকতা নয় নিয়তই মুখ্য

(৭) لَنْ يَنْتَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنْ يَنْتَالُهُ النُّقُوى

مِنْكُمْ

অর্থ : তোমাদের কুরবানীর পশুর গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে কখনই পৌঁছে না; বরং তোমাদের আল্লাহ ভীতি (নিয়ত) তাঁর নিকটে পৌঁছে। (আল হজ্জ: ৩৭)

আখিরাতে পাওয়ার নিয়তকারীই বেশি পায়

(৪) مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَجِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ

يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۝

অর্থ : যে কেউ পরকালের ফসল কামনা (নিয়ত) করে, আমি তার জন্যে সেই ফসল বৃদ্ধি করে দেই। আর যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা (নিয়ত) করে, আমি তাকে দুনিয়া হতেই দেই কিন্তু পরকালে তার কিছুই পাওনা (অংশ) থাকে না। (আশ শুরা: ২০)

গায়েবের মালিক আল্লাহ নিয়ত সম্পর্কে বেখবর নন

(৫) وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ

فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

অর্থ : এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য (তথ্যাবলী) আল্লাহরই স্বত্বাধীন প্রতিটি বিষয়। তাঁরই নিকট ফিরে আসে, (ফয়সালার জন্যে) অতএব তাঁরই ইবাদত কর; এবং তাঁরই ওপরে নির্ভর কর এবং তোমরা যা কর (নিয়ত) সে বিষয়ে তোমার প্রতিপালক অমনোযোগী নন। (হুদ: ১২৩)

নিয়ত বা নির্ভর করার নির্দেশ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর উপর

(১০) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ۝

অর্থ : নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তাঁর সুবিচার দ্বারা; এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। অতএব (নিয়ত) আল্লাহর ওপর নির্ভর কর। নিশ্চয়ই তুমি স্পষ্ট সত্যের ওপর আছ। (আন নামল: ৭৮-৭৯)

## হাদীস

### নিয়ত অনুযায়ী কাজের ফলাফল নির্দিষ্ট

(১) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى الْمَرْأَةِ يَنْكِحُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

অর্থ : আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, সমস্ত কাজের ফলাফল নিয়ত অনুযায়ী হবে। প্রত্যেকেই যে নিয়তে কাজ করবে সে তাই পাবে। কাজেই যার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের (সন্তুষ্টির) জন্যে হয়েছে, তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের জন্যে হয়েছে। আর যার হিজরত পার্শ্ব স্বার্থ উদ্ধারের ইচ্ছে কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হলে সেই উদ্দেশ্যেই হিজরত হবে। (বুখারি ও মুসলিম)

### নিয়ত ও জিহাদ চলবে অনন্তকাল

(২) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لَكِنْ جِهَادٌ وَ نِيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَاَنْفِرُوا.

অর্থ : হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও নিয়ত রয়েছে। যখনই তোমাদেরকে জিহাদের জন্যে তলব করা হবে, তখনই তোমরা বের হয়ে যাবে। (বুখারি ও মুসলিম)

### চেহারা ও ছুরত নয় নিয়ত ও কর্মই আল্লাহ দেখেন

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَ لَا إِلَى صُورِكُمْ وَ لَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চেহারার প্রতি জ্ঞেপ করেন না বরং তোমাদের মনের ও কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। (মুসলিম)

আল্লাহর কালিমা প্রতিষ্ঠার নিয়তে জিহাদকারীই মূলত মুজাহিদ

(৬) عَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَ يُقَاتِلُ رِيَاءً أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

অর্থ : হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করা হল কোনো ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে লড়াই করে, আর কে আত্মসম্মান ও বংশগত মর্যাদার জন্যে লড়াই করে। আর কে লোক দেখানোর জন্যে লড়াই করে আবার এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্যে লড়াই করে সে মূলত আল্লাহর পথে। (বুখারি ও মুসলিম)

নিয়তই কাজের ফলাফল  
নির্ধারণ করে।

## তাওহীদ বা একত্ববাদ

تَوْحِيد (তাওহীদ) শব্দের আভিধানিক অর্থ একত্ববাদ, শরীক না করা। তাওহীদ শব্দটি أَحَد থেকে নির্গত। আহাদ অর্থ একক, অদ্বিতীয়। মহাবিশ্বের রব (লালন পালনকারী) এক ও অদ্বিতীয় এ বিশ্বাসের নামই তাওহীদ। শরীয়তের পরিভাষায়, একমাত্র আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, আইনদাতা, বিধানদাতা, হুকুম দাতা, পালনকর্তা, ইবাদাত ও অনুগত্য পাওয়ার একমাত্র যোগ্য সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করাকে তাওহীদ বলে। তাওহীদ প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীস নিম্নে প্রদত্ত হল।

### কুরআন

#### তাওহীদ সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষ্য

(১) شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا

بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

অর্থ : আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ভিন্ন কোন ইলাহ নেই এবং (এভাবে সাক্ষী দেন) ফেরেস্তাগণ ও জ্ঞান সম্পন্ন ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ। পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। (আলে ইমরান: ১৮)

#### আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ সূরা ইখলাস

(২) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝

لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

অর্থ : হে নবী আপনি বলুন! তিনিই আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তার থেকে কেউ জন্ম নেয়নি এবং তিনিও কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি। তার সমতুল্য ও দ্বিতীয় আর কেউ নেই। (আল ইখলাস: ১-৪)

#### একক সত্তার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ

(৩) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ

السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۝ سُبْحَانَ اللَّهِ



عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ  
الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ  
الْحَكِيمُ ۝

অর্থ : তিনি (সেই সত্তা) যিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, অদৃশ্যের সবকিছুই তার জানা, তিনি দয়াময় ও করুণাময়। তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি রাজাধিরাজ, পুত্র পবিত্র, শান্তি বিধায়ক, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল, মহত্বের একক অধিকারী। তারা যেসব শিরক করছে আল্লাহ সেসব কিছু থেকে অনেক পবিত্র। তিনি আল্লাহ তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি সৃষ্টির উদ্ভাবক, সবকিছুর রূপকার, তার জন্যেই সকল সুন্দর নামসমূহ। আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে সবকিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে, তিনি পরাক্রমশালী ও প্রবল প্রজাময়। (আল হাশর: ২২-২৪)

সর্বশক্তিমান আল্লাহ এক

(৬) قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

অর্থ : বলুন (হে মুহাম্মদ)! আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক সর্বশক্তিমান। (আর রাদ: ১৬)

এক আল্লাহর ইবাদত করা মহান আল্লাহর নির্দেশ

(৫) لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝

অর্থ : আমি ব্যতিত কোন ইলাহ নেই, অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর। (আল আশ্বিয়া: ২৫)

সকলের রবই প্রকৃত রব

(৬) قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْغَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۝

অর্থ : বলুন! হে মুহাম্মাদ (সা)! আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে রব হিসেবে মেনে নেব? অথচ তিনি তো সকলের রব। (আল আন'আম: ১৬৪)

যার কাছে ফিরে যেতে হবে তিনিই প্রকৃত রব

(৭) وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ

الْحُكْمُ وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ ۝

অর্থ : তিনিই মহান আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, সমস্ত তারিফ তাঁর জন্যে, দুনিয়া ও আখিরাতে আইন ও বিধান চলবে কেবল তাঁর, আর তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। (আল কাছাছ: ৭০)

যিনি সবকিছু বেষ্টন করে আছেন তিনিই প্রকৃত ইলাহ

(৪) اِنَّمَا الْهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

অর্থ : নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ যিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ইলাহ নেই, তিনি তার জ্ঞান দিয়ে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। (তুহা: ৯৮)

আসমান ও জমিনের মালিকই প্রকৃত মহাবিজ্ঞানী

(৯) هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ اِلٰهٌ وَفِي الْاَرْضِ اِلٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيْمُ

الْعَلِيْمُ

অর্থ : তিনি সেই সত্তা, যিনি আসমান ও জমিনের ইলাহ, তিনি জ্ঞানের আধার ও মহাজ্ঞানী। (আল যুখরুফ: ৮৪)

নূহ (আ) সহ সকল নবীই অদ্বিতীয় আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন

(১০) لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ

مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِهٖ

অর্থ : আমি নূহ (আ) কে তার জাতির কাছে পাঠাই, অতঃপর সে তাদের বললো, হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। (আল আ'রাফ ৫৯)

ইবাদত করতে হবে এক আল্লাহর

(১১) اِنِّىۤ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِيۤ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ

لِذِكْرِيۤ

অর্থঃ অবশ্যই আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত করো। আর সালাত কয়েম করো আমারই স্মরণের জন্য। (তুহা: ১৪)

## হাদীস

ঈমানের সর্বোত্তম শাখা একত্ববাদের স্বাক্ষর প্রদান

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ  
الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْبِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً: قَافِضُهَا  
قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَنَّهَا إِمَاطَةٌ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ  
شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, ঈমানের সত্তরের কিছু বেশি অথবা ষাটের কিছু বেশি শাখা আছে। তন্মধ্যে উত্তম হচ্ছে নেই কোন ইলাহ (মা'বুদ) আল্লাহ ছাড়া বলা, আর নিম্নতম হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা। (বুখারি ও মুসলিম)

বেহেশতের চাবি হলো আল্লাহ ব্যতীত ইলাহ নেই সাক্ষ্য প্রদান করা

(২) عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

অর্থ : হযরত মু'য়াজ বিন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, বেহেশতের চাবি হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এই কথা বলে সাক্ষ্য দেয়া। (মুসনাদে আহমাদ)

আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এ ঘোষণাকারীই জান্নাতে যাবে

(৩) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا  
مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ الْأَخْلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ : হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর....” ঘোষণা করেন, অতঃপর এ কথার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মারা যায় তবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এ জ্ঞানই জান্নাত

(৪) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
اللَّهُ ﷻ مِنْ مَّاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ : হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই জ্ঞান নিয়ে নেবে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

## রিসালাত

রিসালাত অর্থ পৌঁছানো। শব্দটা রাসূল থেকে এসেছে। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের প্রতি তার হুকুম আহকাম ও হিদায়াত পৌঁছানোর জন্য যে ব্যবস্থা করেন তাকে রিসালাত বলে। আর মানুষের মধ্যে হিদায়াত পৌঁছানোর জন্য যিনি নির্বাচিত হন তাকে রাসূল বলে। রাসূল ও রিসালাত মূলত একই সূত্রে গাথা। নিম্নে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তাই তুলে ধরা হলো।

### কুরআন

আল্লাহর দীদার লাভে অগ্রহীদের জন্য রাসূল সর্বোত্তম আদর্শ

(১) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ

يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্যে আছে উত্তম আদর্শ, তাদের জন্যে যারা আল্লাহ তাঁ'য়ালার সাক্ষাৎ পেতে অগ্রহী এবং যে পরকালের আশা করে; আর যে বেশি পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে। (আল আহযাব: ২১)

আল্লাহর রাসূলের আদর্শ অনুসরণ আল্লাহর নির্দেশ

(২) وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۝

অর্থ : রাসূল (সা) তোমাদেরকে যাকিছু দেন, তা গ্রহণ কর, আর যে জিনিস হতে তোমাদেরকে বিরত রাখেন (নিষেধ করেন) তা হতে তোমরা বিরত থাক। (আল হাশর: ৭)

কোন ক্রমেই আল্লাহ ও তার রাসূলের অগ্রগামী হওয়া যাবে না

(৩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ

اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আগে অগ্রসর হয়ে যেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুই শোনেন ও সব জানেন। (আল হুজুরাত: ১)

কোনভাবেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য পরিত্যাগ করা যাবে না

(৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عُنْفًا وَ

أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۝

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং আদেশ শোনার পর তা অমান্য কর না। (আল আনফাল: ২০)

আল্লাহর ভালবাসার পূর্বশর্ত রাসূলের অনুসরণ

(৫) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

অর্থ : বলুন! (হে মুহাম্মাদ) যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (আলে ইমরান: ৩১)

প্রত্যেক জাতির জন্য রাসূল পাঠানো হয়েছে

(৬) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا

الطَّاغُوتَ ۝

অর্থ : এবং আমরা অবশ্যই প্রত্যেকটি জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি যাতে করে তোমরা এক আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো। (আন নাহল: ৩৬)

রাসূল (সা) এসেছেন সব মতাদর্শের উপর বিজয় লাভের জন্যে

(৭) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۝

অর্থ : তিনিই হচ্ছেন সেই মহান সত্ত্বা যিনি তাঁর রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সঠিক জীবন বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে করে আল্লাহর রাসূল (সা) অন্যান্য সব বিধানের ওপর একে বিজয়ী করে দিতে পারেন। (আল ফাতহ: ২৮)

রাসূল (সা) এসেছেন সাক্ষী এবং সতর্ককারী হিসেবে

(৪) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۝

অর্থ : ওগো নবী মুহাম্মাদ (সা)! আমি তোমাকে সাক্ষী হিসেবে পাঠিয়েছি, বানিয়েছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। আল্লাহর অনুমতিক্রমে তুমি হচ্ছে আলাহুর দিকে আহ্বানকারী ও সুস্পষ্ট প্রদীপ। (আল আহযাব: ৪৫-৪৬)

অজুহাত বা বাহানা না দেয়ার জন্য রাসূল পাঠানো হয়েছে

(৯) رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ

حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

অর্থ : রাসূলগণ সুসংবাদবাহী ও ভয় প্রদর্শনকারী, যাতে করে রাসূলদের আগমনের পর আল্লাহর ওপর মানব জাতির কোনো দাওয়াত না পাওয়ার অজুহাত খাড়া করার সুযোগ না থাকে, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (আন নিসা: ১৬৫)

ঈমানদারগণ রাসূলকেই প্রকৃত বিচারক মানবে

(১০) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا

تَسْلِيمًا ۝

অর্থ : না, তোমার প্রতিপালকের কসম করে বলছি, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফায়সালায় তোমাকে বিচারক মেনে নেবে, তারপর তুমি যা ফায়সালা করবে সে ব্যাপারে তাদের মনে আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না বরং তোমার সিদ্ধান্তকে তারা সর্বান্তকরণে মেনে নেবে। (আন নিসা: ৬৫)

রাসূল (সা) প্রকৃতভাবেই দুনিয়াবাসীর রহমত

(১১) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

অর্থ : হে নবী (সা)! আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি আসলে দুনিয়াবাসীদের জন্যে আমার রহমত বিশেষ। (আল আশিয়া: ১০৭)

প্রত্যেক নবী ও রাসূল ছিলেন মানুষ

(১২) قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ

إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلَكُمْ

অর্থ : তারা (কাফেররা) বলতো তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ, তবে কেমন করে রাসূল হওয়ার দাবী কর। তাদের কথার জবাবে রাসূলগণ বলতেন, হ্যাঁ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আমরা তোমাদেরই মতো মানুষ। (ইবরাহীম: ১০-১১)

নবীগণ ছিলেন পুরুষ এবং ওহী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন

(১৩) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ

অর্থ : হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বেও আমি শুধু (পুরুষ) মানুষকেই রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি, যাদের উপর আমি ওহী নাযিল করছি। (ইউসুফ: ১০৯)

প্রত্যেক নবীকে স্বজাতীর ভাষায় নবী করা হয়েছে

(১৪) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ

অর্থ : প্রত্যেক নবীকে তার জাতীয় স্ব-জাতির ভাষায় নবী করে পাঠিয়েছি। (ইবরাহীম: ০৪)

আল্লাহ যোগ্য লোককে নবী করেছেন

(১৫) اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন যে, কার উপর তার পয়গাম্বরী সোপর্দ করা উচিত ছিল। (আল আন'আম: ১২৪)

হযরত মুহাম্মাদ (সা) শেষ নবী

(১৬) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ

وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

অর্থ : (মুহাম্মাদ) তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন। বরং তিনি (মুহাম্মাদ) আল্লাহর রাসূল এবং নবীকুলের সর্বশেষ। (আল আহযাব: ৪০)

ঈমানদারের জীবনের চেয়েও রাসূল (সা) প্রিয়

(১৭) أَلَنْبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۝

অর্থঃ মু'মিনগণের নিকট তাদের জীবন অপেক্ষা রাসূল (সা) অধিকতর প্রিয়। (আল আহযাব: ৬)

হাদীস

পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হতে সবচেয়ে বেশি রাসূলকে ভালবাসতে হবে

(১) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا

يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَالِدِهِ وَ النَّاسِ  
أَجْمَعِينَ .

অর্থ : হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত আমি (তথা আমার আদর্শ) তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হব। (বুখারি ও মুসলিম)

মহানবী (সা) সর্বশেষ নবী ও রাসূল

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ  
وَاجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لُبْنَةِ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَقُولُونَ  
هَلَّا وَضَعْتَ هَذِهِ اللَّبْنَةَ قَالَ فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ .

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উপমা হচ্ছে এরূপ- এক ব্যক্তি একটি সুন্দর সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করলো। কিন্তু এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিলো। তারপর লোকেরা এসে অট্টালিকা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো এবং তারা বিস্মিত হয়ে বলতে থাকলো, ঐ ইটটি কেন লাগানো হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমিই সেই ইট আমিই সর্বশেষ নবী। (বুখারি)



রাসূলের পূর্ণ অনুসারীই পূর্ণাঙ্গ মু'মিন

(৩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ তার ইচ্ছে ও প্রবৃত্তি বা খায়েশ আমি যে (আদর্শ) নিয়ে এসেছি, তার পূর্ণ অনুসারী হয়ে না যায়। (মিশকাত)

রাসূলের প্রতি ঈমান না আনলে জাহান্নামে যেতে হবে

(৪) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَنَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার কসম, এ উম্মতের যে কেউই ইয়াহুদী হোক বা নাসারা হোক আমার (নবুয়াতের) কথা শুনে অথচ যা নিয়ে আমি আগমন করেছি তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, সে অবশ্যই দোষখের বাসিন্দা হবে। (মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ)

## পরকাল ও আখিরাত

আখিরাত শব্দটি আরবি এর অর্থ শেষ, পরে, পরবর্তী শেষ ফল, পরজীবন, পরকাল, কিয়ামত ইত্যাদি। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায়, মৃত্যুর পর হতে মানুষের যে অনন্ত জীবনকাল আরম্ভ হয়, তাকে আখিরাত বলে। আল-কুরআনে ৪৯ বার দুনিয়া ও আখিরাত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর স্বতন্ত্রভাবে আখিরাত ও ইয়াওমুল আখিরাত ৯৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন-হাদীসের আলোকে সে চিত্রই অংকিত হচ্ছে নিম্নোক্তভাবে।

### কুরআন

আখিরাতে নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে

(১) تَمَّ لْتَسْتَلْنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

অর্থ : আবার তোমাদেরকে প্রদত্ত নিয়ামত সম্পর্কে সেদিন জিজ্ঞেস করা হবে। (আত তাকাসুর: ৮)

আল্লাহ ভীরুদের জন্য আখিরাতের আবাসই উত্তম

(২) وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝

অর্থ : আর নিশ্চয়ই আখিরাতের আবাস উত্তমতর, আর নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুদের জন্যে কতই না সুন্দর আবাস। (আন নাহল: ৩০)

যত কমই হোক আখিরাতে ভাল ও মন্দ কাজ দেখা যাবে

(৩) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ

ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

অর্থ : অতএব যে অনুপরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে অনুপরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সেও তা দেখতে পাবে। (আয যিলযাল: ৭-৮)

আখিরাতে অবিশ্বাসীরাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত

(৪) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيْنًا لَّهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخْسَرُونَ ۝

অর্থ : নিশ্চয়ই যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে না, আমরা তাদের কাজগুলোকে তাদের কাছে সুশোভন করেছি, ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে উৎস্রাস্তের

মতো ঘুরে বেড়ায়। ওরাই তারা যাদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট আযাব এবং আখিরাতে তারাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (আন নামল: ৪-৫)

আখিরাতে মুখ বন্ধ থাকবে, সাক্ষী দেবে হাত ও পা

(৫) أَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ

أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

অর্থ : সেই দিন আমরা সীলমোহর মেরে তাদের মুখগুলো বন্ধ করে দিব এবং তাদের হাতগুলো আমাদের সাথে কথা বলবে এবং তাদের পাগুলো সাক্ষী দিবে, তারা যা অর্জন করেছে সেই বিষয়ে। (ইয়াসীন: ৬৫)

দুনিয়া নয় আখিরাতেই স্থায়ী ও উত্তম

(৬) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝

অর্থ : কিন্তু আখিরাতে অধিকতর উত্তম এবং স্থায়ী। (আল আ'লা: ১৭)

বুঝতে পারলে মুত্তাকিদের জন্য আখিরাতেই উত্তম

(৭) وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهُوَ وَلَلَّذَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ

لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

অর্থ : এবং বৈষয়িক (দুনিয়ার) জীবন, এতো আসলে সামান্য খেল তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। পরকালের বাসাবাড়ী তাদের জন্যে উৎকৃষ্ট যারা আল্লাহকে ভয় করে। তবে তোমরা কি অনুধাবন করো না? (আল আন'আম: ৩২)

কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, আল্লাহই সর্বময় ক্ষমতাবান

(৮) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝

অর্থ : সে দিন কোনো মানুষই একজন আরেক জনের কাজে আসবে না, ফয়সালার ক্ষমতা থাকবে একমাত্র আল্লাহর হাতে। (আল ইনফিতার: ১৯)

দুনিয়া ও আখিরাতে মালিক মহান আল্লাহ

(৯) وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَ الْأُولَىٰ ۝ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۝

অর্থ : এবং নিশ্চয়ই আখিরাতে ও দুনিয়ার মালিক (অধিপতি) আমিই। অতএব আমি তোমাদেরকে জলন্ত আগুন থেকে সাবধান করে দিচ্ছি। (আল লাইল: ১৩-১৪)

আখিরাত কামনা করলে আল্লাহ তা বাড়িয়ে দেন

(১০) مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ  
كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ  
نَصِيبٍ ۝

অর্থ : যে ব্যক্তি আখিরাতের ফসল কামনা করে আমি তার জন্যে তাকে বাড়িয়ে দেই, আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনের ফসল কামনা করে আমি তাকে কিছু অংশ দান করি; কিন্তু আখিরাতে তার জন্যে কোন অংশই বাকী থাকে না। (আশ শূরা: ২০)

আখিরাতে সম্পদ ও সম্ভান কোন উপকারে আসবে না

(১১) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ

سَلِيمٍ ۝

অর্থঃ আল্লাহ যাকে প্রশান্ত আত্মা দিয়েছেন তাছাড়া সেদিন (কিয়ামত) ধন-সম্পদ ও সম্ভানাদি কোন উপকারে আসবে না, কিন্তু যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে তার কথা আলাদা। (আশ শূরা: ৮৮, ৮৯)

হাদীস

আখিরাতে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব অবশ্যই প্রত্যেককে দিতে হবে

(১) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا  
تَرْوُلُ قَدَمًا ابْنِ آدَمَ حَتَّى يَسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمَرِهِ فِيمَا  
أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا  
أَنْفَقَهُ وَمَا عَمِلَ فِيمَا عَمِلَ .

অর্থ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা) নবী করিম (সা) এর নিকট হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) মানুষের পা একবিন্দু নড়তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট এই পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করা না হবে। (১) নিজের জীবনকাল সে কোন কাজে ব্যয় করেছে; (২) যৌবনের শক্তি-সামর্থ্য কোথায় ব্যয় করেছে; (৩) ধন-সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে? (৪)

কোথায় ব্যয় করেছে; (৫) এবং সে (দীনের) যতোটুকু জ্ঞানার্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে। (তীরমিযি)

আখিরাতকে স্মরণকারীই বুদ্ধিমান লোক

(২) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ  
اللَّهُ مِنْ أَكْسَبِ النَّاسِ وَأَحْزَمِ النَّاسِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا  
لِلْمَوْتِ وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا وَأَوْلَيْكَ الْأَكْيَاسُ زَهَبُوا بِشَرْفِ  
الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর নবী (সা)! লোকদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সতর্ক ব্যক্তি কে? উত্তরে নবী করিম (সা) বললেন, লোকদের মধ্যে যে মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করে এবং তার জন্যে যে সবচেয়ে বেশি প্রস্তুতি গ্রহণ করে তারাই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার লোক। তারাই দুনিয়ার সম্মান ও পরকালের মর্যাদা উভয়ই লাভ করতে পারে। (তাবরানী ও মু'জামুস সাগীর)

আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া খুবই সামান্য

(৩) عَنْ مُسْتَوْرِدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَحْبَبَهُ هَذِهِ  
وَإِشَارَ يَحْيَىٰ بِالسَّبَاةِ فِي النَّيْمِ فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجَعُ.

অর্থ : হযরত মুস্তাওরাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) বলেছেন, আল্লাহর শপথ! পরকালের তুলনায় দুনিয়া শুধু এতটুকু যে, তোমাদের কেউ যদি তার এই আঙ্গুলি হাদীসের এক বর্ণনার বর্ণনাকারী এর অর্থ বোঝাতে গিয়ে অনামিকা আঙ্গুলির দিকে ইশারা করলেন অর্থাৎ কেউ যদি তার অনামিকা আঙ্গুলি সমুদ্রে ডুবিয়ে বের করে আনে, অতঃপর সে দেখবে যে, সেই আঙ্গুলি কতটুকু পানি নিয়ে ফিরেছে। (মুসলিম)

## অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা

অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা মূলতঃ একই সূত্রে গাথা। একে অভদ্রজনিত, অমার্জিত, অসামাজিক কথা কাজ ও আচরণ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ যা দৃষ্টিকটু তাই মূলতঃ অশ্লীলতা। অশ্লীলতা মানুষকে পাপের পথে আকৃষ্ট করে। সর্বোপরি অবৈধ মেলামেশা ও কর্মকাণ্ডে লিপ্ত করে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। যার পরিণতি ধ্বংস ও সামাজিক বিপর্যয় অনিবার্য। এটা থেকে বেঁচে থাকা আমাদের নৈতিক ও পবিত্র দায়িত্ব। তাই আলোচনা করা হলো এখানে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে।

### কুরআন

অশ্লীল কাজে বাধা দেয়া আল্লাহর নির্দেশ

(১) وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ۝

অর্থ : যখন তোমরা পরনিন্দা ও নির্লজ্জ কথা শুনবে, তখন তা বাধা দিবে বা তা করা থেকে বিরত থাকবে। (আল কাছাছ: ৫৫)

অশ্লীলতা বিস্তারে সহায়তাকারী দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তির যোগ্য

(২) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝

অর্থ : যারা চায় ঈমানদারদের মধ্যে নির্লজ্জতা বিস্তার করুক তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে পীড়াদায়ক শাস্তি। (আন নূর: ১৯)

যিনা মূলতঃ অশ্লীলতার নামাস্তর

(৩) وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

অর্থ : আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ। এবং অসৎ পন্থা। (বনী ইসরাঈল: ৩২)

গোপন অথবা প্রকাশ্যে কোন অবস্থায়ই অশ্লীলতা নয়

(৬) وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۝

অর্থ : অশ্লীল আচরণের নিকটেও যেয়ো না, তা প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে। (আল আন'আম: ১৫১)

যিনা বা অশ্লীলতার শাস্তি একশত বেত্রাঘাত

(৫) الرِّانِيَّةُ وَ الزَّانِي فَاجِلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ۝

অর্থ : ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশো বেত্রাঘাত করবে। আল্লাহর বিধান পালনে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে অভিভূত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। (আন নূর:২)

যিনার অপবাদের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত

(৬) وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجِلِدُوا تَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

অর্থ : আর যারা সতী-সাক্ষী রমণীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে অতঃপর চারজন (পুরুষ) সাক্ষী উপস্থিত না করে, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করবে না, আর এরাই তো ফাসেক। (আন নূর: ৪)

অশ্লীলতার আদেশ দেয় শয়তান

(৭) الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۝

অর্থ: শয়তান তোমাদের অভাবের অঙ্গীকার করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। (আল বাক্বারাহ: ২৬৮)

## হাদীস

### অশ্লীলতার কারণে পরিত্যক্ত ব্যক্তিই সবচেয়ে নিকৃষ্ট

(১) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ.

অর্থ : হযরত আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট যার অশ্লীলতার ভয়ে সমস্ত মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

### ঈমানের প্রতিবন্ধক চারিত্রিক দোষের অন্যতম অশ্লীলতা

(২) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا بِاللِّعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبِدِيِّ.

অর্থ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, সেই ব্যক্তি ঈমানদার নয়, যে সর্বদা পরনিন্দা করে বেড়ায়। যে অভিসম্পাতকারী, যে অশ্লীল কথা বলে এবং যে নির্লজ্জ। (মুসলিম)

### অশ্লীলতার শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে

(৩) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا.



অর্থ : হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একদল সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা) কে ঘিরে বসেছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহর সাথে অংশীদার করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তোমাদের নিজেদের সন্তানদেরকে (অর্থাৎ কন্যা সন্তান) হত্যা করবে না, কারো প্রতি জেনে-গুনে মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং কোন ন্যায়সঙ্গত উত্তম কাজের ব্যাপারে আমার অবাধ্য হবে না। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ (এ সকল অঙ্গীকার) পূরণ করবে, তার পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর কাছে, আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোন একটিতে লিপ্ত হবে, সে এর জন্য দুনিয়াতে শাস্তি ভোগ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

সাতটি বড় পাপের একটি হল যিনা বা অশ্লীলতা

(৬) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَبَّاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّخَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَكْلُ الرِّبَا وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ التَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ .

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ হতে বিরত থাকবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে সাতটি পাপ কি কি? তিনি বললেন, এগুলো হলো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা, শরী‘আতের অনুমোদন ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা এবং অচেতন পবিত্র ঈমানদার মহিলাদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনা। (বুখারী ও মুসলিম)

## গর্ব ও অহংকার

বাংলা ভাষায় গর্ব ও অহংকার অতি পরিচিত দু'টি শব্দ। যার কারণে মানুষ আল্লাহর গোলামী হতে মুখ ফিরিয়ে নাফরমানীতে লিপ্ত হতেও দ্বিধাবোধ করে না। আর এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে সে হয় অভিশপ্ত। যার জলন্ত উদাহরণ ইবলীস। তাই বলা হয়ে থাকে অহংকার পতনের মূল। সে কারণে আমাদের প্রত্যেকের উচিত এ মৌলিক মানবীয় অসৎ গুনাবলী থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর যথার্থ গোলাম হিসেবে নিজেকে পেশ করা। নিশ্চয় কুরআন ও হাদীসে সে কথাই তুলে ধরা হলো।

### কুরআন

হারানোতে দুঃখবোধ আর প্রাপ্ত জিনিসের অহংকার করা নিষেধ

(১) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ

لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

অর্থ : যা তোমাদের হস্তচ্যুত হয়েছে তাতে যেন তোমরা দুঃখিত না হও। আর তিনি যা তোমাদের দান করেছেন তাতে যেন তোমরা গর্বিত না হও। আল্লাহ কোন অহংকারী গর্বিত লোককে পছন্দ করেন না। (আল হাদীদ: ২৩)

আল্লাহকে ইলাহ মানার ক্ষেত্রে অহংকারী লোকেরা অপরাধী

(২) إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ۝

অর্থ : আমি অপরাধী লোকদের সাথে এরূপ ব্যবহারই করে থাকি। এ লোকেরা এমন ছিল যে, তাদেরকে যখন বলা হত আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়ত। (আস সাফফাত: ৩৪-৩৫)

বাসস্থানের অহংকারের কারণে আল্লাহ তা ধ্বংস করে দেন

(৩) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ

لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ۝

অর্থ : আমি কত জনপদই না ধ্বংস করে দিয়েছি যার অধিবাসীরা স্বীয় ভোগ-বিলাসের সরঞ্জামের প্রতি গর্বিত ছিল। এগুলোইতো তাদের ঘর-বাড়ী, তাদের পরে খুব কমসংখ্যক লোকই এ ঘর-বাড়ীতে বসবাস করেছে। এখন আমিই তার উত্তরাধিকার হয়ে বসেছি।' (আল কাছাছ: ৫৮)

নিব্দুকের ধ্বংস অনিবার্য

(৬) وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝

অর্থ : সেসব লোকের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতি অবধারিত যারা পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে থাকে। (আল হুমায়হা: ১)

জমিনে অহংকারভাবে চলা আল্লাহর নিষেধ

(৫) وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ

فَخُورٍ ۝

অর্থ : আর জমিনের ওপর গর্বভাবে চলো না। আল্লাহ কোন আত্ম-অহংকারী দাব্বিক মানুষকে ভালবাসেন না। (আল লোকুমান: ৩৬)

হাদীস

আল্লাহর গোলাম হতে দুর্বলতাই মূলত অহংকার

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ

مِنْ كِبَرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَ

نَعْلُهُ حَسَنًا قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ. الْكِبْرُ بَطْرٌ

الْحَقُّ وَغَمَطُ النَّاسِ.

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বলল, হুজুর কেউ যদি লেবাস-পোশাক ও জুতা উত্তম হওয়া পছন্দ করে (তাহলে সেটাও কি অহংকার)? রাসূল (সা) জওয়াব দিলেন, আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হল আল্লাহর গোলামী হতে বেপরোয়া হওয়া এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। (মুসলিম)

## অপব্যয় ও অহংকার একই সূত্রে গাঁথা

(২) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مَا شِئْتُ وَالْبَيْسُ مَا شِئْتُ إِنْ أَخْطَأْتُكَ إِثْنَتَانِ سَرَفٌ وَمَخِيلَةٌ.

অর্থ : হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা যা ইচ্ছা খাও এবং যা ইচ্ছা তা পরিধান করো এ শর্তে যে, অহংকার ও অপব্যয় করবে না। (বুখারী)

## অহংকারী ও তার অভিনয়কারীও জান্নাতে যাবে না

(৩) عَنْ حَارِثَةَ بِنِ وَهَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاطُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ.

অর্থ : হযরত হারেছা ইবন ওহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, অহংকারী ও অহংকারের মিথ্যা ভানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (আবু দাউদ)

## টাখনুর নীচে কাপড় পড়া ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তাকাবেন না

(৪) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِزَارُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا.

অর্থ : হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, মু'মিনের পরিধেয় বস্ত্র পায়ের নলার মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রলম্বিত থাকে। যদি তার নিচে এবং গিরার ওপর থাকে তাহলেও কোন দোষ নেই। আর যদি গিরার নিচে চলে যায় তাহলে তা জাহান্নামে যাবে। একথা রাসূল (সা) তিনবার বললেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি কিয়ামতের দিন তাকাবেন না যে অহংকারবশত পায়ের গিরার নিচে পোষাক পরিধান করে। (আবু দাউদ)

## ইসলামে হালাল-হারাম

ইসলামে হালাল-হারাম অতি পরিচিত দু'টি পরিভাষা। নীতি-নৈতিকতা সমর্থিত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তথা কুরআন-সুন্নাহতে বৈধ বলে স্বীকৃত এমন সবকিছুকে হালাল আর যা কিছু অনৈতিকতা ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তথা কুরআন-সুন্নাহতে অবৈধ বলে স্বীকৃত এমন সবকিছুকে হারাম বলে। হালাল সব কিছু মানবতার কল্যাণের আর হারাম সবকিছুই অকল্যাণের প্রতীক ও প্রতিভূ। তাই আমাদের সবার উচিত হালালকে গ্রহণ আর হারামকে বর্জন। নিম্নোক্ত কুরআন ও হাদীস সে কথারই প্রতিধ্বনি।

### কুরআন

আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করা জিনিস হালাল

(১) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ

لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۝

অর্থ : তোমাদের কি হয়েছে যে, যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা তোমরা খাবে না অথচ নিতান্ত ঠেকার সময় ছাড়া অন্যান্য সর্ব অবস্থায় সেসব জিনিসের ব্যবহার আল্লাহ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন, তা তিনি তোমাদেরকে বিস্তারিত বলে দিয়েছেন। (আল আন'আম: ১১৯)

বিপদে পড়ে হারাম গ্রহণও জায়েয

(২) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْحَخْنَزِيرَ وَمَا أَهْلٌ

بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

অর্থ : তিনি তো তোমাদের ওপর মৃত জন্তু, রক্ত, গুকের গোশত এবং আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন অন্য কারো নামে জবেহকৃত প্রাণী হারাম করেছেন। অবশ্য যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়েছে অথচ সে অন্যায়কারী বা সীমালংঘনকারী নয়, তবে তার জন্য তা ভক্ষণে গুনাহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (আল বাক্বারাহ: ১৭৩)

আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করা যাবে না

(৩) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تَحْرِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ

أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

অর্থ : হে নবী! তুমি কেন সেই জিনিস হারাম কর যা আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য হালাল করেছেন? (তা কি এ জন্য যে) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তোষ পেতে চাও? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (আত তাহরীম: ১)

অশ্লীলতা সর্বাবস্থায় হারাম

(৪) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَ

الْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۝

অর্থ : হে নবী! তাদের বল, আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য বা গোপন, অশ্লীলতা, গুনাহের কাজ এবং অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি। (আল আ'রাফ: ৩৩)

হালাল খাওয়ার নির্দেশ মহান আল্লাহর

(৫) يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝

অর্থ : হে মানবমণ্ডলী! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (আল বাক্বারাহ: ১৬৮)

পবিত্র জিনিস খেতে বলেছেন আল্লাহ

(৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا

لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে সকল পবিত্র বস্তু জীবিকারূপে দান করেছি, তা হতে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা একান্তভাবে তারই ইবাদত কর। (আল বাক্বারাহ: ১৭২)

পবিত্র সব জিনিসই হালাল

(۷) الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۝

অর্থ : আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হল । (আল মায়িদা: ৫)

হাদীস

নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যই হালাল ও উত্তম

(۱) عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ.

অর্থঃ হযরত মিকদাম ইবনে মায়াদীকারাব (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মানুষের খাদ্যের মধ্যে সেই খাদ্যই সবচেয়ে উত্তম, যে খাদ্যের ব্যবস্থা সে নিজ হস্তে উপার্জিত সম্পদ দ্বারা করে । আর আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত দাউদ (আ) আপন হাতের কামাই হতে খাদ্য গ্রহণ করতেন । (বুখারী)

কিয়ামতের আলামত মানুষ হালাল-হারাম পার্থক্য করবে না

(۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنْ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মানবজাতির কাছে এমন একটি যমানা আসবে, যখন মানুষ কামাই রোয়গারের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোন পরওয়া করবে না । (বুখারী)

হারাম খাদ্যে বর্ধিত মাংসপিণ্ড জাহান্নামে যাবে

(৩) عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ.

অর্থ : হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে মাংস হারাম খাদ্যে প্রতিপালিত হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর হারাম খাদ্যে বর্ধিত প্রতিটি মাংসপিণ্ড জাহান্নামেরই যোগ্য। (আহমদ ও বায়হাকী)

হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদ কখনও কল্যাণ বয়ে আনে না

(৪) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا حَرَامًا فَيَتَّصِدُّ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارِكُ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُوا السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَمْحُوا السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنِ إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُوا الْخَبِيثَ.

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, হারাম পথে সম্পদ উপার্জন করে বান্দাহ যদি তা দান করে দেয় আল্লাহ সে দান গ্রহণ করেন না। প্রয়োজন পূরণের জন্যে সে সম্পদ ব্যয় করলে তাতেও কোন বরকত হয় না। সে ব্যক্তি যদি সে সম্পদ রেখে ইত্তিকাল করে তা জাহান্নামের সফরে তার পাথেয় হবে। আল্লাহ অন্যায়ে দিয়ে অন্যায়েকে মিটান না বরং তিনি নেক কাজ দিয়ে অন্যায়েকে মিটিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই মন্দ মন্দকে দূর করতে পারে না। (মিশকাত)

সমাপ্ত





এস. এম. রফুল আমীন

সমকালীন বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ঐতিহ্য ও ভাবধারার অগ্রগণ্য কলমসৈনিকদের মধ্যে তিনি একজন মননশীল লেখক। পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া এই শব্দ সৈনিক দু'দশকেরও বেশী সময়ধরে সাহিত্য সাধনায় রয়েছেন। নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখা-পড়ায় হাতেখড়ি। এর পর একে একে শিক্ষাজীবনের ধাপগুলো পেরিয়ে সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা থেকে মাদরাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর কামিল হাদিস বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণি লাভ করেন। পাশাপাশি মেধাতালিকায় স্থানসহ অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। সমাজ সচেতন জীবনমুখী এই লেখক ছাত্রজীবনে মাধ্যমিক স্তর থেকে লেখালেখি শুরু করেন। এরপর শুরু হয় নিরন্তর পথচলা। তারই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও রম্য রচনা এবং কলাম লিখছেন নিয়মিতভাবে। ১৯৯৮ সালে লেখকের বই 'পথ ও পাথেয়' প্রথম প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তিনি সম্পাদনা করেন মাসিক নয়া চাবুকসহ বেশ কিছু সাময়িকী। প্রতিশ্রুতিশীল এই লেখক চাকুরী জীবনের শুরুতে প্রভাষক হিসেবে দক্ষিণবঙ্গ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ পটুয়াখালীতে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি একটি প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে। এছাড়াও তিনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থেকে নিরলসভাবে জাতিগঠন ও সমাজ উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছেন।

লেখকের অন্যান্য বই :

- ইসলামের দৃষ্টিতে ভোট-ভোটার ও নির্বাচন
- আল কুরআনের গল্প (শিততোষ)
- কারাগার ডায়েরী ও কিছু স্মৃতি
- পথ ও পাথেয় (ইংরেজী ভার্সন)



বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি:  
চট্টগ্রাম-ঢাকা